শ্বাসরুদ্ধকর
সায়েন্স ফিকশন

স্পিসিজ

ইভন নাভারো
রূ পা ন্ত র
অনীশ দাস অপু

রনি



স্বর্ণকেশী মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী এবং ভয়ংকর। সে অর্ধেক মানবী, অর্ধেক দানবী। তাকে নিয়ে আমেরিকান সরকার একটি টপ-সিক্রেট গবেষণায় মেতে উঠেছে। পরে তারাই ওকে ধ্বংস করতে চাইল। কিন্তু মেয়েটি পালিয়ে গেল। নিজেও জানে না কী প্রচণ্ড শক্তির অধিকারিনী সে, নিজের ভেতরের তীব্র উন্মাদনা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার নেই। লস এঞ্জেলসে চলে এল তরুণী বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে– মিলিত হবে এবং সৃষ্টি করবে দানব।

এই কিলিং মেশিনকে থামানোর জন্য নেমে পড়ল বিশেষ একটি দল। সমস্যা হল এরকম ভীতিকর কিছুর সঙ্গে তাদেরকে আগে কখনও টক্কর দিতে হয়নি। একের-পর-এক লাশ পড়ছে। ওরা জানে সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। তরুণী সন্তান জন্ম দেয়ার আগে তাকে থামানো না গেলে পৃথিবী ভরে যাবে অজানা এক প্রজাতিতে– যে প্রজাতি আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত এবং যারা মানুষের চিহ্ন মুছে ফেলবে ধরিত্রীর বুক থেকে...

শ্বাসরুদ্ধকর সায়েন্স ফিকশন

স্পিসিজ

মূল : ইভন নাভারো

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু



অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২ ৪৪০৩

বিক্রয় কেন্দ্র
৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১১৯৬০৪৭৮৯২

অক্ষর বিন্যাস
সৃজনী
৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

বানান সমন্বয় : সেলিম আলফাজ

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণে : অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৬ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১৫০.০০

SPECIES a science fiction By Evon Navaro Translated by Anish Das Apu
Published By Afzal Hossan Anindya Prokash
6 Srish das Lane, Dhaka-1100 Phone 712 44 03
First Published in February 2008
Price : Taka 150.00
US $ 6.00

ISBN : 984-8740-29-5

উৎসর্গ

লম্বা চুলের, মায়াভরা চোখের যুবকটিকে প্রথম দিন দেখে চমকে উঠেছিলাম। আরি! সামনে যেন দাঁড়িয়ে আছেন আমার প্রিয় বলিউডি অভিনেতা চন্দ্রচূড় সিং!!

কিছু কিছু মানুষকে প্রথম দর্শনেই ভালো লেগে যায়, দ্রুত গড়ে ওঠে সখ্য; সম্পর্ক মোড় নেয় বন্ধুত্বে। তিনি এখন আমার বন্ধু হয়ে গেছেন। তাঁর নাম—

মাসুদ আশরাফ

পূর্বাভাস

নভেম্বর ১৫, ১৯৭৪
আরেসিবো, পুয়ের্তোরিকো

বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় আরেসিবো'র চমৎকার একটি দিন আজ। চারশো বছর আগে স্প্যানিশরা একটি কম্যুনিটি গঠন করে দিয়ে গেছে এখানে, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া এবং সচল শিল্পের কারণে শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা বেশ ভালো। এ শহরের কল-কারখানায় উৎপাদন করা হয় প্লাস্টিক, ফার্ম মেশিনারি, খেলাধুলার সরঞ্জাম, বস্ত্র এবং কাগজ। এছাড়া রয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ চোলাই মদের কারখানা যা সচল অর্থনীতির জন্যে বিরাট ভূমিকা রাখছে। শহরের একপ্রান্তে রেল ইয়ার্ড, মাল বোঝাই ট্রেন যায় সান জুয়ানে, অপরপ্রান্তে পুয়ের্তোরিকো বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর।

শহরের উত্তরপ্রান্তে প্রকাণ্ড আরেসিবো অবজারভেটরি। বেশিরভাগ বাসিন্দার ধারণা নেই ওটা কিসের জন্য তৈরি করা হয়েছে বা ওখানে কী ঘটছে। অবজারভেটরিতে হাজার ফুট প্রশস্ত রেডার-রেডিও টেলিস্কোপ এবং অ্যান্টেনা দেখে আসছে তারা প্রায় পনেরো বছর ধরে।

আজকের এই চমৎকার সকালে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে অবজারভেটরি। অবজারভেটরির কন্ট্রোল সেন্টারের মূল কম্পিউটারে সতর্কতার সঙ্গে নানা নির্দেশ প্রোগ্রাম করা হয়েছে। কম্পিউটারের কী-বোর্ডে বসে আছে এক তরুণ। চোখে

চশমা, পরনে জিন্স এবং টি-শার্ট, তাতে লেখা গ্রেটফুল ডেড টি-শার্ট। সে টেলিফোনে কিছু একটা শুনছে। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'জি, স্যার।' ডেস্কের উপরে রাখা ঘড়িতে চোখ বুলাল। বলল, 'সিক্সটি সেকেন্ডস অ্যান্ড কাউন্টিং।' ঘরের শেষ মাথায় এক বৃদ্ধ আছেন সাদা জামা গায়ে, আস্তিন গোটানো। তিনি টেপ মেশিন এ নিয়ে তৃতীয়বার চেক করলেন। তারপর টিপে দিলেন পজ বাটন। প্রত্যাশা নিয়ে তাকালেন তরুণ সহকর্মীর দিকে।

ওরা দুজনেই তাকিয়ে আছে ঘড়ির দিকে। পাঁচ গোনার পরে কম্পিউটারের সামনে বসা তরুণ কী-বোর্ডে হাত চালাল। বৃদ্ধ নরম এবং নার্ভাস গলায় গুনে চললেন।

'চার... তিন... দুই...'

'এক।'

কী-বোর্ডের তরুণ টিপে দিল এন্টার কী, দুজনেই তাকিয়ে থাকল টেপ মেশিনের দিকে। ঘুরতে শুরু করেছে রিল, গ্যালাক্সির উদ্দেশে শুরু হয়ে গেছে ট্রান্সমিশন। কম্পিউটারের সবুজ পর্দায় উদ্ভাসিত হতে লাগল ডাটা বা তথ্য, এত দ্রুত যে পড়া যায় না। অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ ওরা জানে ম্যাসেজগুলো পাঠিয়েছেন ফ্রাঙ্ক ড্রেক, রিচার্ড আইজ্যাকম্যান, লিন্ডা মে, জেমস সি জি ওয়াকার এবং কার্ল সাগান। ম্যাসেজের মোদ্দা কথা—সৌরজগতের ছবি দেখাচ্ছে তৃতীয় গ্রহটিতে মানুষ বসবাস করছে।

কম্পিউটার রুমের মানুষ দুজন পরস্পরের সঙ্গে খুব একটা ঘনিষ্ঠ নয়। বৃদ্ধ মানুষটির পরিবার আছে, তাঁর দুই ছেলেমেয়ে। ছেলেটি হাইস্কুলের দেয়াল ডিঙোতে পারেনি, মেয়েটি পড়ছে কলেজে।-প্রৌঢ় ভাবছেন তাঁর স্ত্রী আবার একটি সন্তান কামনা করছে। একই সঙ্গে তিনি চিন্তা করছেন ট্রান্সমিশন ইন্সট্রাকশন ঠিকঠাকভাবে করা হয়েছে কিনা। যদিও তিনি জানেন প্রোগ্রামার বার্নার্ড জ্যাকসন নিজের কাজটি সুচারুভাবেই সম্পন্ন করে থাকে।

কী-বোর্ড অপারেটর ভাবছে, গোটা আইডিয়াটিই অদ্ভুত, ফালতু। সে মহাশূন্যে ম্যাসেজ পাঠাতে চায়নি, কাছের গ্রহগুলো সম্পর্কে জানতে স্যাটেলাইট পাঠানোর পক্ষে ছিল সে।

আরেসিবো শহরের বাসিন্দারা যখন দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মে ব্যস্ত, ওই সময় মানবজীবনের ম্যাসেজ যাত্রা শুরু করল মহাশূন্যের উদ্দেশে।

১৯৯২

আঠারো বছর পর। দীর্ঘ এ সময়ে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে আরেসিবোর। পুয়ের্তোরিকান উপকূলের সবুজ ধরে ক্রমে ছড়িয়ে পড়া শিল্প-বাণিজ্য সমৃদ্ধ করে তুলেছে শহর। ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন-এর সঙ্গে চুক্তির অধীনে কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে এখন সারা পৃথিবী থেকে ছাত্ররা জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা করতে আসে। যারা সুযোগ পায়, নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করে। অন্যেরা তাদেরকে ঈর্ষার চোখে দেখে। সৌভাগ্যবান ছাত্ররা আরেসিবো অবজারভেটরিতে SETI ফ্যাকাল্টিতে এ বিষয়ে কাজ করে।

মিগুয়েল পেরেজ সৌভাগ্যবানদের একজন। এক কফি-খামার শ্রমিকের ছেলে সে, প্রবল পরিশ্রম করার সুবাদে পুয়ের্তোরিকো ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। তার পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। পেরেজ এ ব্যাপারে সচেতন ছিল যে সে-ই পরিবারের একমাত্র সদস্য যে হাইস্কুলের প্রথমবর্ষের গণ্ডি পেরোতে পেরেছে। তার সহপাঠীরা যখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ডর্মে বসে পড়াশোনা করছে এবং নিজেদের মধ্যে তথ্য বিনিময়ে ব্যস্ত, ওই সময় মিগুয়েল পেরেজ তাদের তিন-কক্ষবিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টের ঘাম-ঝরানো রান্নাঘরে বসে স্কুলের কাজ করছে। এ বাড়িতে থাকে তার বাবা, মা এবং দুটি শিশু ভাই। জাঙ্কশপ থেকে ছয় ডলারে কেনা ম্যানুয়াল টাইপরাইটার পেরেজের একমাত্র সঙ্গী।

তবে এজন্যে হতাশ নয় মিগুয়েল। বরং নিজেকে যথেষ্ট সৌভাগ্যবান মনে করে সে। নিজের জীবনটাকে তার মনে হয় আশা আর অ্যাডভেঞ্চারে ভরা। স্বপ্ন দেখে একদিন বাবা-মাকে তাদের কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার দেবে, তাদের জন্য বিরাট কিছু করে চমকে দেবে। তবে এজন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন নেই। যে শিক্ষা সে পাচ্ছে তাই তার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করবে এবং গড়ে তুলবে ভবিষ্যৎ।

মিগুয়েল পেরেজ ফ্যাকাল্টিতে বসে ঘণ্টাদুই কম্পিউটার মনিটর করে যে পয়সা পায় তা দিয়ে স্কুলের বই আর বাড়ির মুদি খরচটা দিব্যি চলে যায়। মিগুয়েলকে তার মা প্রতিদিন সকালে লাঞ্চ বানিয়ে দেন। আজকের মেনুতে আছে চমৎকার কার্নিটাস টরটিলা এবং মেনেড়ু সুপ। টরটিলা সাবাড় করেছে মিগুয়েল অনেক আগেই, এখন গণনালি বীক্ষণ নিয়ে লেখা নোটে চোখ বুলাতে বুলাতে বাটি থেকে চামচে সুস্বাদু স্যুপ তুলে নিয়ে চুমুক দিচ্ছে।

সাদা চুনকাম করা ঘরটিতে মিগুয়েল এ মুহূর্তে একা। তবে আমেরিকান ছাত্র ফ্রান্সিস লেভারটন দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসবে। অবশ্য ততক্ষণে মিগুয়েলের স্যুপ খাওয়া শেষ হয়ে যাবে। সে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হবে রওনা হবার জন্য। মাঝে মাঝে এখানে, শেষের ষাটটা মিনিট খুব বিরক্তিকর লাগে মিগুয়েলের, ঘুম এসে যায় চোখে। সে অপেক্ষা করছে দুই রেগুলার স্টাফ মেম্বর কখন আসবে এবং সেও লম্বা লম্বা পা ফেলে যেতে পারবে পরের ক্লাসে।

শিফট ফাইনাল চেক করার সময় উপস্থিত। সে স্যুপের বাটি থেকে শেষ চামচ স্যুপ তুলে চুমুক দিল। তারপর স্লট থেকে খুলে নিল ক্লিপবোর্ড। এতে ট্রান্সমিশন মনিটর রেকর্ড করা আছে। সিধে হল মিগুয়েল।

হঠাৎ চার হাত দূরের রিসিভারে লাল একটি আলো পিটপিট করে জ্বলতে লাগল। লক্ষ করল কম্পিউটার রেকর্ডিং ডিভাইসের সুইচগুলো লাল দাগগুলোর মাথায় চেপে বসেছে। এর মানে ওগুলো সচল হয়ে উঠেছে।

ভুরু কুঁচকে গেল মিগুয়েলের, ভাবল যন্ত্রটার মাথা বিগড়ে গেছে। ফিল্ড ইলেকট্রনিক রিডআউট চেক করার পরে বুঝতে পারল এ ঘটনা কমপক্ষে দু মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড ধরে ঘটে চলেছে। আরও একবার চেক এবং দ্রুত কম্পিউটার কমান্ড চেক করার পরে জানা গেল সিগনাল যেটা আসছে, ওটার জন্য কম্পিউটারের কিছু বিগড়ে যায়নি, পৃথিবীও এর উৎপত্তি স্থল নয়। প্রতিটি জিনিস ইঙ্গিত করছে এ রেডিও ওয়েভ মহাশূন্য থেকে আসছে, এবং এর মানে এটা কৃত্রিম একটা সোর্স, প্রাকৃতিক কোনো বিষয় নয়। তবে মিগুয়েল বুঝতে পারল না ওটা আসলে কী।

ফোন তুলল মিগুয়েল, কয়েকটি নাম্বার টিপল। অবজারভেটরির হেডঅফিসের প্রধান কর্মকর্তার নাম্বার। নাম্বার খুঁজে পেতে অবশ্য কষ্ট করতে হয়নি। ঘরের প্রতিটি কম্পিউটার মনিটরের তলায় লাল মার্কার কলম দিয়ে লেখা আছে নাম্বার। দ্বিধাশূন্য গলায় ফ্যাসিলিটির লোকটাকে ফোনে জানাল সে গভীর মহাশূন্য থেকে একটি সংকেত পাচ্ছে, তবে এর উৎপত্তি এবং টাইপ অজানা। কর্মকর্তার নির্দেশ শুনল সে, বলল, 'জি, স্যার।' রেখে দিল রিসিভার।

অবজারভেটরি কর্মকর্তাদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে নির্দেশ মোতাবেক নিজের কাজ চালিয়ে গেল মিগুয়েল। যখন কাজ শেষ করল, উত্তেজনায় কাঁপছে রীতিমতো।

১৯৯৩

'একটা কিছু পেয়ে গেছি মনে হচ্ছে,' বলল পেনি গারনব। কম্পিউটার মনিটরের দিকে ঝুঁকে এল সে, তাকাল তীক্ষ্ণ চোখে। নাকটা গ্লাস প্রায় ছুঁই-ছুঁই। তার মুখে উড়ে এসে পড়ল বাদামি চুলের গোছা, ফুঁ দিয়ে সরিয়ে দিল কেশরাজি।

'কথাটা তুমি আগেও বলেছ, ওয়ান্ডার গার্ল,' বলল টোয়ো আগামি। সে NSA'তে দু বছর ধরে কাজ করছে। এর আগে কলম্বাসে ছোট একটি অফিসে ছিল। NSA মেরিল্যান্ডের কেন্ট মেডেতে। এখানে এসে সে এবং পেনি গত চোদ্দ মাসে ছোটখাটো কাজ পেয়েছে। এবারে একটা সিগনাল পেয়ে পেনি বেশ উত্তেজিত। তবে ম্যাসেজটা পড়তে পারছে না সে।

টোয়ো তার ঘন চুলের মধ্যে চালিয়ে দিল আঙুল, আরেকটি এক্সপেরিমেন্টাল সাইফার টেক্সট কোড টাইপ করল। কিন্তু কোনো রেজাল্ট পেল না। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। এ প্রজেক্টে কাজ করতে করতে মাথাটা ভোঁতা হয়ে গেছে। একই জিনিস পঁচানব্বই ভাগ সময় খেয়ে নিচ্ছে। আরেসিবো থেকে অনুবাদ-দুঃসাধ্য লেখাটি আসার পরে টোয়ো চায়নি কোনো ক্রিপ্টানালিস্ট এটা পাঠোদ্ধার করুক। লেখাটি নিঃসন্দেহে অ্যাসিমেট্রিজ ক্রিপ্টোসিস্টেম। এখন টোয়ো চাইছে কেউ যেন এর অর্থ উদ্ধার করে দেয়—এমনকি সেক্সি পেনি হলেও আপত্তি নেই যার উপরে টোয়ো রেগে আছে ও টোয়োর সঙ্গে স্ফূর্তি করতে বাইরে যায় না বলে।

'না, আমি সিরিয়াস,' মন্তব্য করল পেনি। টানা পনেরো বছর ধরে কম্পিউটার পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকার কারণে উনচল্লিশ বছর বয়সেই বাইফোকাল পরতে হয়েছে চোখে। কী-বোর্ডে ঝড় তুলল পেনি। লাফিয়ে উঠল টোয়োর কলজে। সফল হবার সম্ভাবনা না থাকলে পেনি এভাবে উত্তেজিত হয় না। ডেভন প্রজেক্টের সময় একবার পেনিকে উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখেছিল টোয়ো—

'পেয়েছি!' উল্লসিত পেনির গলা। এত জোরে কী চেপে ধরল সে যে থরথর করে কেঁপে উঠল কী-বোর্ড, তারপর হেলান দিল পেনি, দেখছে পর্দায় প্রদর্শিত হতে থাকা ডাটার দিকে। কাজ শুরু করেছে পেনির SX-4 সুপার কম্পিউটার। ধীরে ধীরে মুচকি হাসি ফুটল মুখে। মাথার পেছনে হাত বাঁধল, স্থির দৃষ্টি মনিটরে। একদা রহস্যময় প্রতীকগুলো এবার পরিচিত অক্ষরের আকার নিয়ে ফুটে উঠতে শুরু

করেছে : *মিথেন... অক্সিজেন... ফুয়েল...* এবং আরো অনেক কিছু। মনিটরের নিচে, বামদিকে ফুটে উঠল 'ANALYSIS COMPLETE' পেনি সেভ করল ফাইল, ডিস্কে ঢোকাল, তারপর Message No. 02. 92/11/07 লেখা একটা ডিস্ক ঢোকাল। মুখ হাঁ করে দেখল টোয়ো প্রতীকগুলো নিজেদেরকে পুনর্বিন্যাস করছে, কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ খনিজ, কেমিক্যাল এবং এনজাইমের নাম বলছে।

'ঘটছে কী এসব?' নিজের কনসোল ছেড়ে চেয়ার ঠেলে পেনির কাছে চলে এল টোয়ো। 'আমি... দ্যাখো ওটা কী!'

'ওটা ডিএনএ ডাবল হেলিক্স,' শ্বাস্ টানল পেনি। উদ্ভাসিত চেহারা। 'এটা একটা ফর্মুলা... জীবনের, টোয়ো।'

'এবং ফর্মুলাটা এখানকার নয়, মহাশূন্যের।'

১

বর্তমান সময়...
মোজাভে মরুভূমি, ক্যালিফোর্নিয়া

'ও জানে।'

কাইলি জ্যাকবসনের অপ্রত্যাশিত কণ্ঠ শুনে ঝাঁকি খেলেন ড. জেভিয়ার ফিচ। তবে ল্যাব-সহকারী বিষয়টি লক্ষ করল না কিংবা বলা যায় লক্ষ করলেও গ্রাহ্য করল না। 'ডোন্ট বি অ্যাবসার্ড,' খেঁকিয়ে উঠলেন ফিচ। 'ও ঘুমাচ্ছে।' তিনি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কাইলি শুনল বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন ফিচ। সে জানে ফিচ একমাত্র তাকেই ল্যাব-সহকারী হিসেবে নির্ভরযোগ্য মনে করেন, ভাবেন কাইলির মাথায় কিছু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে।

'এতে কিছু এসে যায় না,' নরম গলায় বলল. কাইলি। 'কারণ মেয়েটা বোকা নয়।' বালুরঙা লম্বা চুলের মাঝে আঙুল চালিয়ে দিল সে, ঘষতে লাগল। চিটচিটে হয়ে গেছে চুল। ধোয়া দরকার। গত বৃহস্পতিবার থেকে ঘুমায় না কাইলি। ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে দুচোখের পাতা এক করার সুযোগ পায়নি। ওদের প্রজেক্টের চূড়ান্ত পর্বের কাজ শুরু হয়েছে দুসপ্তাহ আগে।

একটা ফরম পূরণ করছিলেন ফিচ, তুলে নিলেন কলম। তাঁর কাছ থেকে দশ ফুট দূরে দাঁড়ানো কাইলি পরিষ্কার শুনতে পেল দাঁতে দাঁত ঘষছেন তিনি। বৃদ্ধ যেন নিজেকে শান্ত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কলমটা ঠকাস করে ফেললেন ডেস্কের উপর। লাফিয়ে উঠল কাইলি। তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফেরাল কন্ট্রোল বুথের জানালায়। দু বছর পরেও ল্যাবের চেহারা এখনো গুদামঘরের মতোই রয়ে গেছে। দেখে মনে হয় না এটা একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার। দশ ফুট নিচে একটি স্বচ্ছ 'খাঁচা'। মাত্র সপ্তাহদুয়েক আগে বানানো হয়েছে ওটা। ফুল-লতা আঁকা হাসপাতালের গাউন গায়ে সাদা চাদর বিছানো বিছানায় শুয়ে আছে মেয়েটি। ভারি নিষ্পাপ চেহারা। কাইলি ভেবে অবাক হয় কত দ্রুত বড় হয়ে উঠেছে মেয়েটি। যদিও তার রেশম-কোমল সোনালি চুল এবং টলটলে নীল চোখজোড়া দেখলে বাচ্চা বলেই মনে হয়। মেয়েটির বয়স বারো/তেরো হবে। তার গায়ে অসংখ্য তার

জড়ানো। তারগুলো মনিটরের সঙ্গে সংযুক্ত। মেয়েটির বিছানায় ছড়িয়ে রয়েছে শিশুতোষ গ্রন্থ, কয়েকটি খেলনা, এর মধ্যে একটি গোলাপি রঙের টেডি বিয়ার। সে ভালুকটি বুকে জড়িয়ে রেখে ঘুমাচ্ছে।

এ প্রজেক্টের গোটা ব্যাপারটাই অস্বস্তিকর ঠেকছে কাইলির কাছে—ডিকোড করা ম্যাসেজ, নির্দেশাবলি, কাচের ঘরে বন্দি মেয়েটি, এবং প্রজেক্ট বাতিল করার সিদ্ধান্ত। বিশেষ করে শেষের ব্যাপারটি।

মেয়েটির নাম সিল। ফিচের দেয়া কোড নেম। এ নাম দেয়ার কারণ জানে না কাইলি। কাচের ঘরে শুয়ে আছে সিল। তার চারপাশে হাঁটাহাঁটি করছে ল্যাবের কর্মীরা। প্রজেক্ট বাতিল করার অভিজ্ঞতার সঙ্গে তারা পূর্ব-পরিচিত। তারা জানে তাদের কী করতে হবে। মূল মনিটর বন্ধ করছে কালো চুলের এক টেকনিশিয়ান, পরনে উজ্জ্বল সাদা রঙের ল্যাব-কোট। উৎকট ফ্লোরেসেন্ট আলোয় তার পাণ্ডুবর্ণ ত্বক আরো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। পাওয়ার সোর্স বন্ধ করে দেয়ার ফলে কাচের ঘরের মেশিনগুলো একে একে অন্ধকার হয়ে এল। কাইলি দেখল ঘুম ভেঙেছে সিলের, উঠে বসেছে খাটে, মাথা ঘুরিয়ে দেখছে একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মনিটর। কাইলি লক্ষ করল সিল স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কন্ট্রোলবুথে।

'অ্যাই, জ্যাকবসন!' ঘুরল কাইলি। একজন লেবার সুপারভাইজার তার লোকদেরকে নানা নির্দেশ দিয়ে চলেছে। তারা চারটে নমনীয় চেহারার ট্যাংক থেকে ফিডলাইন সংযোগ করছে সিলের কাচের ঘরের ভালভ বন্ধ করার জন্য। বিশালদেহী লোকটা বাম কাঁধে লাগানো রেডিও ক্লিপে কী যেন বলল, তারপর অপরপক্ষের কথা শুনে মাথা ঝাঁকাল। ড. ফিচ বললেন, 'তোমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে ভালভগুলো বন্ধ করার জন্য। আমরা এখন রেডি।'

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল কাইলি, বলল না কিছুই। এগিয়ে গেল কাচের ঘরের দিকে। সিল বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, জানালা দিয়ে ভুরু কুঁচকে দেখছে বাইরের লোকজনের কর্মচাঞ্চল্য। ট্যাংকগুলো যথাস্থানে রাখা হয়েছে। সুপারভাইজার ফাইনাল চেক করছে। চারটে ট্যাংকের গায়েই লেখা 'HYDROGEN CYANIDE'। কাইলির মনে পড়ল সিল পড়তে জানে না। কাজেই ট্যাংকে কী আছে তা সে জানতে পারছে না।

সিল দেখে ফেলল কাইলিকে। ব্যাকুলভঙ্গিতে টোকা দিল জানালার কাচে। কাইলির মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা। কিশোরীর দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকাতে চাইল কাইলি। পারল না। মেয়েটির নীল চোখে কি ভয় ফুটেছে?

ল্যাবএরিয়া প্রায় খালি করে ফেলা হয়েছে। সুপারভাইজার এবং তার লোকজন শেষ ভালভটি টাইট করার পরে চলে গেছে। অসুস্থ চেহারার মেডিকেল টেকনিশিয়ান শেষ পাওয়ার প্লাগ নিয়ে কাজ শেষ করেছে। ঘরে আছে শুধু ক'জন গার্ড, কাইলি এবং দু-তিনজন টেকনিশিয়ান। এবং অবশ্যই ফিচ।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকাল কাইলি। অপেক্ষা করছেন ফিচ, কাচের গায়ে নাক প্রায় ঠেকে আছে। তবে চেহারায় কোনো আকুলতা ফুটে নেই। বুড়ো মানুষটি কি কাঁদছেন সিলের জন্য? বুঝতে পারল না কাইলি। ফিচ আস্তে মাথা নাড়লেন। মৃদু গুঞ্জনধ্বনিতে ভরে গেল ঘর। ল্যাব-অ্যাসিসট্যান্ট ক্যানিস্টারের ভালভ খুলে ফেলেছে। ঘন, সাদা গ্যাস ঢুকতে লাগল সিলের কাচের ঘরে। তার আতঙ্কিত চেহারার উপর ঘুরপাক খাচ্ছে। কাইলির একবার মনে হল মেয়েটি হাত ঝাপটা দিয়ে মুখের সামনে থেকে সরিয়েছে ধোঁয়া। তবে সে নিশ্চিত নয় মেয়েটি কাজটা করেছে কিনা। আরো দশ সেকেন্ড কেটে গেল। কাচের ঘরটিকে মনে হল মেঘে ঢাকা প্রকাণ্ড অ্যাকুরিয়াম।

কাজ শেষ। টেকনিশিয়ান এবং গার্ডরা আবার নড়াচড়া শুরু করে দিল। যদিও মুখে কেউ কিছু বলছে না। ফিচের হুকুম কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাচের ঘরে থাকবে সায়ানাইড, তারপর গ্যাস বের করে নেয়া হবে। অবশ্য ততক্ষণে বাড়ির পথ ধরবে কাইলি। ঘুরল ল্যাব-সহকারী, পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে। ঠিক তখন তার পেছনে বিকট শব্দে ঘটল বিস্ফোরণ।

পাঁই করে ঘুরল কাইলি। সিলের কাচের ঘরের সামনের অংশটা ভেঙে গেছে। বাকি কাচ ঝনঝন শব্দে ভাঙল।

হাজার হাজার কাচের টুকরো চোখের পলকে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে, যেন শূন্য থেকে উদয় হয়েছে সহস্রাধিক হীরকখণ্ড। সুন্দরী কিশোরী একলাফে বেরিয়ে এল ভাঙা জানালা দিয়ে। এক গার্ড ছুটল সিলকে ধরতে, কিন্তু মাঝপথে দড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। মৃত। কাচের ঘরের বিষাক্ত সায়ানাইড গ্যাস গবেষণাগারে ছড়িয়ে পড়েছে। গ্যাস নাকে ঢুকে গেছে গার্ডের। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করার আগেই মারা গেছে সে। কাইলি বুঝতে পারল সিল দম বন্ধ করে রেখেছিল বলে তার কোনো ক্ষতি হয়নি।

কান-ফাটানো শব্দে বাজতে লাগল অ্যালার্ম। দেয়াল এবং সিলিং-এর সঙ্গে আটকানো ঘণ্টা ও সাইরেন তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিল। স্পিকার থেকে ভেসে আসছে ঘোষকের বিকৃত কণ্ঠ। মেয়েটি এখনো চেপে আছে দম। গ্যাস ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে। কাইলিও বন্ধ করে রাখল দম। কাচের ঘরের পাশে দাঁড়ানো টেকনিশিয়ানরা একে-একে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে লাগল মেঝেতে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে কাইলির। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। বুঝতে পারল সময় ফুরিয়ে এসেছে ওর। ওর পাশ দিয়ে একছুটে বেরিয়ে গেল সিল, কাইলি চোখে সর্ষেফুল দেখছে, মেয়েটি একবারও ফিরে তাকাল না ওর দিকে। চার হাত-পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কাইলি। বহু কষ্টে, শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে ও যখন সিলিং-এর দিকে তাকাল, শেষবারের মতো দেখতে পেল জেভিয়ার ফিচ অবজারভেশন বুথ থেকে গম্ভীর চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছেন নিচের দিকে।

২

করিডোরের শেষপ্রান্তে চলে এল সে ছুটতে ছুটতে। অবশেষে বুক ভরে টানল মুক্ত বাতাস।

সিল দেখতে পাচ্ছে করিডোরের অপর প্রান্তে, ভেজিয়ে রাখা দরজার ফাঁক দিয়ে গলগল করে বেরুচ্ছে সায়ানাইড গ্যাস। তার চোখে ধোঁয়াটা সাদা নয়, কালো—বিষ। যে লোকগুলো সিলকে বারবার উঁকি মেরে তার কাচের ঘরে দেখছিল, তারা আর তাকে দেখতে পাবে না। অশুভ চেহারার মেঘ ওকে গ্রাস করতে চাইছিল। শুধুমাত্র ইন্সটিংক্টের কারণে ওখান থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছে সিল। ওর ফুসফুসে এখন যে বাতাসটা ঢুকছে তার গন্ধ ওষুধের মতো। টেকনিশিয়ানরা তার ত্বক পরিষ্কারে যে অ্যালকোহল প্যাড ব্যবহার করত, সেরকম। রক্ত নেয়ার প্রয়োজন হলে তারা আগে ওর ত্বক পরিষ্কার করে নিত। তারপর শরীরে ইলেকট্রোড ঢোকাত।

বাইরের বাতাস সিলের মুখে কিংবা ফুসফুসে ভালো স্বাদ ঠেকছে না, তবে ল্যাবের মৃত্যুগন্ধী বাতাসের চেয়ে ভালো। ওকে দ্রুত এখান থেকে কেটে পড়তে হবে। কারণ ল্যাবের দরজার নিচ থেকে বেরিয়ে আসা সায়ানাইড গ্যাস করিডোর ধরে মোচড় খেতে খেতে আসছে এদিকেই।

ওরা কেন ওর ক্ষতি করতে চাইছে জানে না সিল। এর কারণ বুঝতে পারছে না। বিশেষ করে ড. ফিচের রহস্যময় আচরণ তার মোটেই বোধগম্য নয়। কারণ এই মানুষটা বেশিরভাগ সময় সিলের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর প্রতি একটা আস্থা চলে এসেছিল মেয়েটার। এটা সত্যি যে তিনি কথা বলতেন খুব কম, তবে বৃদ্ধের সঙ্গে একটা বন্ধন তৈরি হয়ে গিয়েছিল সিলের। ব্যাপারটা বুঝতে পারত সে। সিলের অবিশ্বাস্য দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি, শিখে নেয়ার প্রক্রিয়া ইত্যাদি সবকিছু তিনি পর্যবেক্ষণ করতেন নিবিড়ভাবে।

ওখানে চোখ মেলে প্রথমেই ড. ফিচকে দেখতে পেয়েছিল সিল। তবে একথাও জীবনে ভুলতে পারবে না তিনিই আবার সিলের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন। তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

সিলের সামনে একটি দরজা। ইতস্তত করল সে। অনিশ্চয়তায় ভুগছে।

সায়ানাইডের বিষাক্ত কন্টেইনারে যে হরফে লেখা ছিল, এখানেও তেমনই অক্ষরে লেখা, তবে শব্দগুলো ভিন্ন—**ফায়ার ডোর**—দরজার গা থেকে কোনো রং নির্গত হচ্ছে না। যেহেতু যাওয়ার কোনো জায়গা নেই এবং পেছন ফিরে তাকিয়ে সিল দেখল কালো গ্যাস করিডোরের অর্ধেক রাস্তায় চলে এসেছে, সে দরজার পেতলের নব ধরে চাপ দিল।

ঘটল না কিছুই। বুকে আতঙ্কের ঢেউ উঠল সিলের। যেরকম ভয় সে পেয়েছিল গালুরস্তা সেই টেকনিশিয়ান প্রথম ক্যানিস্টার খুলে সিলের ঘরে গ্যাস ঢোকাচ্ছিল দেখে। সিল পিতলের নবে জোরে ধাক্কা দিল। নিজেকে মিলি সেকেন্ডের জন্য বোকা লাগল দরজাটা সহজেই খুলে গেছে দেখে। ধাক্কা খেল পিপের মতো বুকঅলা বিশালদেহী এক গার্ডের সঙ্গে। সিল যে করিডোর ধরে পালাচ্ছে তার বিপরীত দিক থেকে আসছিল গার্ড, চেহারায় উদ্বেগ। দুই কদম পিছিয়ে গেল গার্ড। একটা অস্ত্র উঁচিয়ে ধরল সিলের দিকে। পিস্তলের একপাশে খোদাই করা লেখাটা পড়ল সিল : **'পিয়েত্রো বেরেটা'**। লোকটা সিলের মুখ লক্ষ করে অস্ত্র তুলল।

'যেখানে আছ সেখানেই থাকো! নোড়ো না—' ভয় পেয়েছে লোকটা, তোতলাচ্ছে বাচ্চাদের মতো।

লোকটা কি গুলি করবে? দেখার জন্য অপেক্ষা করল না সিল। লোকটা ট্রিগার টেনে দেয়ার আগেই তাকে ধাক্কা মারল। দরজার গায়ে ধাক্কার চেয়ে অনেক জোরে। ও জানে না কে বেশি অবাক হয়েছে—সে নাকি লোকটা। কারণ ধাক্কা খেয়ে লোকটা আছড়ে দূরে ছিটকে গেছে। দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল সে। মড়াৎ করে একটা শব্দ শুনল সিল। অসাড় হয়ে গেল লোকটা। লোকটার সামনে চলে এল সিল, প্রস্তুত। তবে নড়ল না লোকটা, মাথাটা অদ্ভুতভাবে বেঁকে আছে, স্থিরদৃষ্টি চোখে, কাঁপছে না পাপড়ি। পায়ের আঙুল দিয়ে তাকে গুঁতো দিল সিল। কোনো সাড়া না পেয়ে তাকে পাশ কাটাল।

গার্ডের সঙ্গে তার সংঘাত হয়েছে কংক্রিটের ভবন থেকে হাত দশেক দূরে। ঝলমলে আলোয় সজ্জিত প্রকাণ্ড ভবনটির সৌন্দর্য ও আকার তাকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্তম্ভিত ও বিস্মিত করে তুলল। হাঁ করে ওদিকে তাকিয়ে থাকল কিশোরী। তারপর চোখে পড়ল হাই সিকিউরিটি বেড়া। ধারালো তার দিয়ে তৈরি। ত্রিশ ফুট উঁচু। ওদিকে অনিশ্চিত পদক্ষেপে এগোল সিল। তবে বেড়াটি মেয়েটির জন্য কোনো বাধাই সৃষ্টি করতে পারল না। প্রকাণ্ড এক লাফে বেড়া পার হল সে। বেড়ার ওপাশটা শুকনো মরুর মতো। সে মরুর রাতের ছায়াময় বাহুর মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

সিলের অনেক পেছনে, ভবনের ছাদে বিস্ফোরিত হল আলোর বন্যা, বিকট শব্দে বাজতে লাগল নতুন অ্যালার্ম। আলোর রেখায় ফর্সা হল ভবনের দরজা। গার্ডরা ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে আসছে। প্রতি কোণে ফ্ল্যাশলাইটের আলো উন্মাদের মতো

খুঁজে বেড়াচ্ছে সিলকে। অস্ত্রের ঝনঝনানি, কর্কশ সুরে অর্ডার, ওয়াকিটকিতে উত্তেজিত নির্দেশ পেছনে ফেলে ছুটছে সিল। দৌড়াতে দৌড়াতে কানে ভেসে এল আরো বিপজ্জনক শব্দ : হেলিকপ্টারের ব্লেডের বাতাস কাটার সাঁই সাঁই। কমপ্লেক্সের হেলিপ্যাড থেকে আকাশে উড়াল দিয়েছে প্রকাণ্ড যান্ত্রিক ফড়িং। তাদের শক্তিশালী লাইট-সান স্পটলাইট চিরে দিচ্ছে আঁধার। হিসহিস শব্দে আধাডজন প্যারাশুট ফ্লেয়ার রঙিন আলোয় ভরিয়ে দিল রাতের আকাশ। ভবনের আশপাশে জ্বলছে ফ্লেয়ার। ওদের ধারণাই নেই ইতোমধ্যে এতটা দূরে চলে এসেছে সিল।

দশ মিনিট হলো ছুটছে কিশোরী। জানে না সার্চপার্টিকে কতটা পেছনে ফেলে আসতে পেরেছে। অসম্ভব দ্রুতগতিতে ছুটছে সে তবে এতটুকু ক্লান্তিবোধ করছে না। কিছুক্ষণ পরে আলোকরেখা ফিকে হয়ে এল, ভবনটাকে বিন্দুর মতো লাগল। ঝোপঝাড় কিংবা পাথরখণ্ডের আড়ালে লুকিয়ে পড়া যাবে বুঝতে পারার পরে কেবল তার গতি মন্থর হয়ে এল। সামনে, মাটিতে দু খণ্ড ধাতব ঝিলমিল করছে। কৌতূহলী হয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল সিল। ধাতব টুকরো দুটো নয়, অসংখ্য। সার বেঁধে অদৃশ্য হয়ে গেছে দূর দিগন্তে।

পেছনে গুরুগম্ভীর একটা গর্জন শুনে পাঁই করে ঘুরল মেয়েটি, আতঙ্কে অস্থির। একটি যান্ত্রিক বাহন ছুটে আসছে তার দিকে। তাকে একটা বই দেয়া হয়েছিল। সেই বইয়ের একটি ছবি ফুটে উঠল স্মৃতিতে। তার দিকে যে যন্ত্রদানবটি ছুটে আসছে, ওটা একটা ট্রেন। একলাফে রেললাইন থেকে নেমে পড়ল সিল, সেকেন্ডের জন্য চাপা পড়ল না ট্রেনের চাকার নিচে। পরমুহূর্তে খাড়া হল। ট্রেনের একটা বগির হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে পড়ল।

ট্রেনের প্রথম যে দরজাটি খোলা দেখতে পেল সিল, ঢুকে গেল তার ভেতরে। রাতের আঁধারে ছুটে চলেছে ট্রেন, অন্ধকারে লুকোবার জায়গা খুঁজতে লাগল কিশোরী।

৬

'ওখানে এখুনি একজন ক্লিনআপ ক্রু পাঠাও,' টেলিফোনে খেঁকিয়ে উঠলেন জেভিয়ার ফিচ। ফোনের অপরপ্রান্তের লোকটির কথা শুনে ফিচের লালচে চেহারা লাল টকটকে হয়ে উঠল। 'ওহ্, ফর ক্রাইস্টস শেক,' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'ওখানে মানুষ মরে পড়ে আছে। তোমার ক্রুদের গ্যাস মাস্ক পরেই নিচে যেতে হবে, গর্দভ!' ঠকাশ করে রিসিভার রেখে দিলেন তিনি।

জানালার দিকে ফিরলেন ফিচ। হাত দিয়ে চেপে ধরলেন গরাদ, তাঁর নখের ডগা সাদা হয়ে গেল। নিচে যত্রতত্র ছিটিয়ে রয়েছে লাশ। বড় ঘরটির নানান জায়গায় পড়ে আছে পাঁচজন গার্ড। তিনজন টেকনিশিয়ান মারা গেছে যে-যার জায়গায় বসা অবস্থায়। একজনের হাতে এখনো ক্লিপবোর্ড এবং কলম। কাইলি পড়ে আছে সিঁড়ির ধারে, চোখ খোলা, যেন অভিযোগ করছে। ফিচ তাঁর সবচে' যোগ্য ল্যাব-সহকারীটিকে খামোকাই পাঠিয়েছিলেন ওখানে। সে এখন মরে পড়ে আছে। মাথা নাড়লেন ফিচ : বোকামি, মস্তবড় বোকামি হয়ে গেছে।

আবার ফোন তুললেন ফিচ। অ্যালার্মের শব্দে ঝালাপালা কান। সাতবার রিং হবার পরে সাড়া মিলল সুইচবোর্ড অপারেটরের। 'এতক্ষণ সময় লাগল কেন ধরতে?' ঘেউ করে উঠলেন ফিচ। মেয়েটি আপত্তি করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, ধমক দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিলেন, 'NSC-তে ম্যাককিনলিকে ফোন লাগাও—এক্ষুনি!'

সংযোগ দিতে এত সময় লাগল যে ফিচ ভাবতে শুরু করলেন অপারেটর ইচ্ছে করে দেরি করছে। তিনি ভাবলেন মেয়েটার চাকরি খতম করে দেবেন কিনা। নিচে, দূষিত গবেষণাগারে গ্যাসের মুখোশ পরা কর্মীরা ঢুকছে, এমন সময় ফোন-লাইনে শব্দ হল ক্লিক, অপরপ্রান্তে সাড়া দিল একটি কণ্ঠ।

'স্যার,' বললেন ফিচ। এই প্রথম গলা কেঁপে গেল তাঁর।

'জ, জেভিয়ার ফিচ বলছি ভিজিটর বেস ওয়ান থেকে। এখানকার ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে আপনাকে জানাতে বলেছিলেন।' শব্দগুলো সাজিয়ে বলার জন্য রীতিমতো লড়াই করতে হল তাঁকে।

'আমাদের এখানে একটি সিরিয়াস ইমার্জেন্সি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।'

৪

ওজনশূন্য শরীর নিয়ে ভেসে চলেছে সে, উষ্ণ তরলের মধ্যে ঘুরছে। পানি? না, কিছুটা ঘন, মা'র জরায়ুর অ্যামোনিয়োটিক ফ্লুইডের মতো জিনিসটা। উদ্দেশ্যহীন ভেসে চলেছে সে, চলেছে যেন অতল এক খাদের দিকে। তার চারপাশের তরলটা কালো রঙের নয়, ম্লান অম্বর। নিয়মিত ছন্দে ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে সে, শব্দটা তার স্থায়িত্ব এবং আকার প্রকাশ করে বুঝিয়ে দেয় তাকে শিকার করা যায় না। নমনীয় শুঁড় ছড়িয়ে দিচ্ছে সে, নির্ধারিত দৃষ্টিসীমার চারপাশটা দেখছে। একটা জেলিমাছ পাশ কাটিয়ে গেল তার, তাকাল না। বামদিকে আসছে আরেকটি মাছ। তার শুঁড়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আসছে। মাছটা তার শুঁড় স্পর্শ করল, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র খিদে জেগে উঠল তার মধ্যে, বিদ্যুৎগতিতে শক্তি নির্গত হল তার শরীর থেকে—খট! —ঝাঁকি খেল ভীত মাছটা, মারা গেল পরক্ষণে। মাছটাকে গিলে ফেলল সে।

পরিবেশে একটা পরিবর্তন টের পেল সে, তার শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠল। নিচে থেকে কালো এবং ধারালো, বড়, দ্রুতগতির বিপজ্জনক কী একটা ছুটে আসছে তাকে লক্ষ করে। ওটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে, ওটার সরু তীর-আকারের শরীর অন্ধকার ভেদ করে ছুটে আসছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে, তাকে হামলা করতে। সে বলের মতো গোল হয়ে ছুটে পালাতে চাইল, তবে তার গতি মন্থর। আর তক্ষুনি হামলাটা হল, হাঁ হয়ে গেল বাটালি আকারের মাথা, বেরিয়ে এল সুচের মতো তীক্ষ্ণ, ঝকঝকে শতাধিক দাঁত—

একটা ঝাঁকি খেয়ে জেগে গেল সিল। ঘামে ভিজে গেছে গা, নীল চোখজোড়া ভয়ে বিস্ফারিত। মনে পড়ল সে ট্রেনে, একটা বক্সকারে। এটা ট্রেনের শেষ মাথায় খালি একটা বক্সকার। দুঃস্বপ্ন দেখে তার শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে গেছে, নিশ্বাস এখনো দ্রুত এবং ভারী। ট্রেনের দুলুনিতে আবার ঘুম এসে গেল কিশোরীর। এমন সময় অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা কাঠামো। সতর্ক হয়ে উঠল শরীর, পুরোপুরি চোখ মেলে চাইল সিল। এক লোক, নোংরা, ছেঁড়া জ্যাকেট গায়ে, ঝুঁকে আছে তার উপর। দুঃস্বপ্ন নিয়ে ভাবার সময় নেই তার, তবে ইতোমধ্যে মূল্যবান একটা জিনিস জেনে ফেলেছে সে—খুব দ্রুত নড়াচড়া করতে না পারলে শিকারির কবল থেকে বাঁচতে পারবে না। লোকটা কিশোরীর বাহু খামচে ধরল, নোংরা, হলুদ দাঁত বের

করে হাসছে। মেয়েটি এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল হাত। লোকটা আবার কিশোরীর হাত চেপে ধরল, নিকোটিনের দাগঅলা দাঁতের পাটি বের করে দেখাল, এক ঝলক আলো পড়ল তার মুখে। একে দুঃস্বপ্নে দেখা ভয়ংকর প্রাণীটার মতোই লাগছে।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে পেছনে সরে গেল সিল। খড়ের মধ্যে কিছু একটাতে ঘষা খেল হাত। মদের বোতল। ভবঘুরে লোকটা এতক্ষণ মদ খাচ্ছিল। মদ খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে সে এদিকে চলে আসে। অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটিকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে মাথায় বদ মতলব চেপে যায় তার। লালসা চরিতার্থ করার আগেই ঘুম ভেঙে গেছে সিলের। লোকটাকে আবার তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে আত্মরক্ষার তাগিদেই ভবঘুরের বুকে হাত দিয়ে ধাক্কা মারল সিল। বোতলটা বক্সকারের আবর্জনা বোঝাই মেঝের উপর পড়ে থাকল; সিলের অস্ত্রের দরকার হয় না।

ভবঘুরে ছিটকে গেল। চেহারায় ফুটে উঠল তীব্র ব্যথার ছাপ। আছড়ে পড়ল খড়ের স্তূপে। প্রায় কোনো শব্দ হলো না। হাতের নোংরা আঙুলগুলো বারকয়েক তড়াক তড়াক লাফ দিল, তারপর স্থির হয়ে গেল সে।

বুকের ভেতরে হাতুড়ি পিটছে, সিল বক্সকারের কিনারে গিয়ে সেঁধুল, তার হামলাকারীর কাছ থেকে যত দূরে সরে থাকা সম্ভব। লোকটা মারা গেছে নাকি আবার হামলে পড়বে তার উপর? উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করল সে, লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। তার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কিন্তু উপুড় হয়ে পড়ে থাকা শরীরটা আর নড়ল না। সিলের মন থেকে দূর হয়ে গেল ভয়, শান্ত হয়ে এল স্নায়ু। লক্ষ করল লোকটার জ্যাকেটের সাইডপকেটে অদ্ভুত কী যেন একটা জিনিস উঁচু হয়ে আছে। হালকা, গোলাপি ধোঁয়া বেরুচ্ছে, সেইসঙ্গে খিদে জাগিয়ে তোলা গন্ধ। লোকটার দেহে প্রাণ নেই এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরে কৌতূহলী কিশোরী এগিয়ে গেল লাশের দিকে। দু আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল কোট, কিছু ঘটলে লাফিয়ে পিছিয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। সাহসী হয়ে উঠল সে, ছিঁড়ে ফেলল মৃত লোকটার কোট। জিভে জল আসা গন্ধটার উৎস খুঁজে পেল—অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মোড়ানো আধ-খাওয়া একটা হামবার্গার। পরিমাণে বেশি নেই। তিন-চার কামড় খাওয়া হয়েছে। সিল না চিবিয়ে গিলে ফেলল খাবারটা।

খিদে মেটেনি সিলের। ভবঘুরের জীর্ণ ট্রাভেল ব্যাগ হাতড়াল। খাবার নেই। সে ব্যাগ খুলে ভেতরের জিনিসগুলো বের করে গন্ধ শুঁকল। তবে লোকটার মদের বোতল কিশোরীর মনে কোনো আগ্রহ সৃষ্টি করল না। সে বোতলের জিনিস লোকটার রক্তাক্ত বুকে খালি করল।

ব্যাগে অতিরিক্ত কিছু কাপড় পেয়ে গেল সিল। তার পরনে হাসপাতালের ফুলের ছাপঅলা গাউন। হাসপাতালে তাকে এছাড়া অন্য কিছু পরতে দেয়া হয়নি। লোকটার জামাকাপড় সিলের গায়ে বড় হল। তবে এরকম কাপড় সে হাসপাতালের টেকনিশিয়ান এবং গার্ডদের পরতে দেখেছে। ওরা ভাবত সিল তাদের কথা বুঝতে

পারছে না কিংবা কিছু ভাবার ক্ষমতাও তার নেই। কাজেই এ পর্যন্ত যা শিখেছে সিল, পুরোটা নিজে নিজে। স্রেফ পর্যবেক্ষণ এবং অনুমান করে। ছবির বইটি সাধারণ মানের হলেও খুব ভালো ছিল। সিল বুঝতে পেরেছিল এসব ছবি মনে গেঁথে রাখা উচিত। কারণ অদূর ভবিষ্যতে তার কাজে লাগবে। তার ভেবে আবার অবাক লাগল ড. ফিচ কেন তাকে ধ্বংস করতে চেয়েছেন। এখন মনে হচ্ছে ড. ফিচ এবং তাঁর দলবল তাকে ধ্বংস করতে চেয়েছেন কারণ তারা তার চেয়ে অনেক দুর্বল ছিল। তার ভেতরে এমন কিছু আছে যা ড. ফিচ চাননি থাকুক—রহস্যময় অংশটা যাই হোক, তাকে অনেক শক্তিশালী করে তুলেছে।

ট্রাভেল ব্যাগ খালি করে ফেলল সিল। জুতো বা মোজা পেল না বটে তবে ওগুলো পরে জোগাড় করা যাবে। জামা-কাপড় তো পরেছে সিল, কিন্তু খিদেয় যে দাউ দাউ জ্বলছে পেট। সে বক্সকারে বসে রইল চুপচাপ। জানে না ট্রেন কোন্ অজানা গন্তব্যে নিয়ে চলেছে তাকে।

৫

মরুর বুকে ভোরের সূর্যটা লাল, রক্তাক্ত। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে চোখ মেলে। পুবাকাশে পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করেনি এখনো, তবে জমিনে তার রশ্মি ঢেউয়ের সৃষ্টি করেছে। ল্যান্ডস্কেপের হেলিকপ্টার এবং ট্রাকগুলোকে বিকৃত একটা চেহারা দিয়েছে।

জেভিয়ার ফিচ রেললাইনের একজোড়া পাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, মুষ্ঠিবদ্ধ হাত কোমরের পাশে। সিল ট্রেনে চড়ে পালিয়েছে এমনটাই ভাবছে তারা। কারণ সিল পালানোর সময় ট্রেন চলাচল করছিল।

'ঘণ্টা দুই আগে ট্রেনগুলো এখান থেকে গেছে,' ভাবছেন ফিচ।

'মেয়েটা ট্রেনে থাকতে পারে... আবার নেমেও যেতে পারে... যে-কোনো জায়গায়। মেয়েটি এখন কোথায়? হয়তো উটাহ্গামী কোনো ট্রেনে চড়ে বসেছে, ওদিকে অ্যাপাচি চপারে বসে থাকা এক গর্দভ সার্চ-অ্যান্ড-ডেস্ট্রয় গানার ঝোপ লক্ষ করে গুলি করার পরে আবিষ্কার করেছে ওটা সিল নয়, একটা কয়োটিমাত্র। লজ্জায় লাল হয়ে থাকা তরুণের চেহারাটা চোখে ভাসছে ফিচের। সে... তার .৩০ মিলিমিটার চেইনগান দিয়ে কয়েকশো গুলি ছোড়ার পরে দেখেছে কুড়ি পাউন্ড ওজনের একটা কয়োটি হত্যা করেছে।

ফিচের সঙ্গে রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে আছে রবার্ট মিনঝা। রবার্টের গায়ের রঙ রোদেপোড়া, কাইলি জ্যাকবসনের চেয়ে বয়স কম। সিল সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না। একেই কিনা সহকারী হিসেবে দেয়া হয়েছে। কাইলি সিলের আদ্যোপান্ত জানত। জেভিয়ার নতুন সহকারীকে সিলের সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন। রবার্ট বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে সে সবকিছু বুঝতে পেরেছে। তবে সে নীরবে ফিচের সমস্ত নির্দেশ পালন করছে, কাইলির মতো প্রশ্ন করছে না। ফিচের ধারণা রবার্ট তাদের চারপাশের বালুরঙা ল্যান্ডস্কেপের মতোই নিষ্প্রভ। তবে রবার্ট এবারে একটা প্রশ্ন করল।

'মেয়েটা কি এতটাই দ্রুত ছুটতে পারে?'

জবাব দেয়ার আগে ইতস্তত করলেন ফিচ। তিনি মিথ্যা বলতে পারেন, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাবে তা। প্রজেক্টের ব্যাপারে সব এইডই খোঁজখবর রাখে। তবে বর্তমান রিপ্লেসমেন্ট অতটা জানে না, কারণ সিলকে কাছ থেকে দেখার তেমন সুযোগ হয়নি তার।

'হ্যাঁ,' মৃদু গলায় স্বীকার করলেন তিনি। 'সে এতটাই দ্রুত ছুটতে পারে।'

৬

উটাহ্'র ব্রিগহ্যাম সিটি সিলকে হালকাভাবে মনে করিয়ে দিল যে ভবনে তার জন্ম; সেই কমপ্লেক্সের কথা। ফ্রেইট ট্রেনটি থেমেছে। ব্যস্ত একটি স্টেশন দেখছে সিল। নেমে পড়েছে সে ট্রেন থেকে।

পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা মানুষজন ছোটাছুটি করছে এখানে। সিল জানে অন্যান্য বক্সকারগুলোতে ভবঘুরের অভাব নেই। মাত্র এক বগির পরেই একদল ভবঘুরের অস্তিত্ব টের পেয়েছে সে। অপেক্ষা করছিল দেখতে মৃত সঙ্গীর মতো তারাও ওর উপর হামলা চালাতে আসে কিনা। কিন্তু আসেনি কেউ। শেষে ঘুমিয়ে পড়েছে সিল। মাঝেমাঝেই ঘুম ভেঙে গেছে দুঃস্বপ্ন দেখে।

সিল জানে না সকালবেলা ভবঘুরেগুলো কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। হয়তো তারা বক্সকারেই আছে, অপেক্ষা করছে ট্রেনটি তাদের অন্য কোনো শহর কিংবা বড় নগরীতে পৌঁছে দেবে। যেখানে তারা ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে পারবে সহজে। ট্রেন-স্টেশনের পরিচ্ছন্ন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে সিল। কৌতূহল নিয়ে মানুষ দেখছে। হঠাৎ টের পেল তার হাত কাঁপছে। কাঁপছে ভয়ে। জানে না কখন ট্রেন-কর্তৃপক্ষের জেরার সামনে পড়ে যেতে হবে তাকে। এটা মরুভূমির অন্ধকার বুক চিরে ছোটা ট্রেনের বক্সকার নয়। মধ্যদুপুরে ব্রিগহ্যাম সিটিতে পালিয়ে বেড়ানো সহজ হবে না।

তবে মানুষ দেখতে খুব ভালো লাগছে সিলের। তাদের হাতে-কাঁধে ব্রিফকেস কিংবা ব্যাগ। ওজনের ভারে কুঁজো। তবু এই ওজনদার মাল নিয়েই ছুটছে তারা। বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে একটি লাইনে, কথা বলছে কাচের জানালার ওপাশে বসা এক মহিলার সঙ্গে। জানালায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা **'টিকেট'**। আরেকটি লাইন দেখা যাচ্ছে একটি কার্টের (চাকাঅলা গাড়ি) সামনে। কার্টের চাকা লাল-হলুদ রঙের। সিলের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কার্টের ভেতরের গ্লাসবক্সে রাখা থরে থরে সাজানো খাবার দেখে—হটডগ, রোস্ট হচ্ছে রুস্টার, জিভে জল আনা গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে। পেটের ভেতরটা মোচড় দিল সিলের। খিদে।

ঘুরল সিল। কার্টটিকে ঘিরে অনেক মানুষ। চাইলেই মাংসখণ্ডটি নিয়ে কেটে পড়তে পারবে না সে। সাদা কোট এবং কাগজের হ্যাট পরা এক লোক, সম্ভবত কার্টের মালিক লোকজনের হাতে খাবার তুলে দিচ্ছে। সিল জানে না লোকটার কাছে

খাবার চাইলে দেবে কিনা। সে কার্টের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু মানুষের খুব ভিড় ওখানে, ঢোকা যায় না। ফিরে এল সিল। অন্য কোনো চেষ্টা করতে হবে।

ট্রেন স্টেশনে পাঁচ সেকেন্ড চোখ বুলাল সিল। তারপর স্টেশনের অপরপ্রান্তে একটি স্ন্যাকশপের দিকে পা বাড়াল। দোকানের চিত্রিত, ঝলমলে জানালা তাকে আকৃষ্ট করেছে। প্রবেশদ্বারের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সিল, কাচের গায়ে সাঁটা পোস্টারে আটকে গেল চোখ। পোস্টারের ছবিতে দেখা যাচ্ছে মানুষজন স্ন্যাকস খাচ্ছে, পান করছে সোডা। সিল ধারণা করল এ সবকিছুই ভেতরে পাওয়া যাবে। সে কি স্রেফ ভেতরে ঢুকে যা দরকার তা নিয়ে নেবে? মাথা ঘুরিয়ে হট-ডগ কার্টটি দেখল কিশোরী। কুঁচকে গেল ভুরু। কার্টটি তার নজর কেড়েছে। কিন্তু ভিড় ঠেলে যেতে সায় দিচ্ছে না মন। এদিকে পেটে দাউদাউ খিদের আগুন। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সিল, তারপর সিদ্ধান্ত নিল স্ন্যাক্সের দোকানেই ঢুকবে।

স্নাক্সের দোকানটি ছোট, লম্বাটে। দূরপ্রান্তে দোকানের কাউন্টার, লাল মখমলে ঢাকা। কয়েকটি টুলে বসে আছে কয়েকজন। কাউন্টারের পেছনে এক কিশোরী। তার মুখে ব্রনের দাগ, চেহারায় বিরক্তি ফুটিয়ে সে খদ্দেরদের মিল্কশেক এবং আইসক্রিম এগিয়ে দিচ্ছে। প্রতিবার নড়াচড়ায় তার মুখের ওপর চুল একবার সামনে আসছে, আবার পেছনে সরে যাচ্ছে। সিল আবার গোলাপি ধোঁয়া দেখতে পেল, এবার কাউন্টারে রাখা ঘন গ্লাস ডিশ থেকে বেরুচ্ছে। ঘুরল সে। ঘরের দরজা মাত্র একটি, সামনে। ফলে দূরপ্রান্ত তার কাছে ফাঁদের মতো মনে হলো। সামনের দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকাই নিরাপদ লাগল সিলের কাছে।

সিল ডানপাশে গরুর মাংস এবং চকোলেট চিপ্ কুকিজ দেখতে পেল। কিন্তু ওগুলো থেকে গোলাপি ধোঁয়া বেরুচ্ছে না, দেখে মনে হচ্ছে না খাবার। হতভম্ব সিল একটার মধ্যে আঙুলের ডগা দিয়ে গুঁতো দিল, তারপর স্পর্শ করল মাংস—দুটোই প্যাক করা। কৃত্রিম চামড়া দিয়ে মোড়ানো। গায়ের মোড়ক ছেঁড়া গেলে খাবারটি দেখতে পেত। সন্তুষ্টচিত্তে আধডজন মাংসের প্যাকেট ছুটিয়ে আনল হুক থেকে, সেইসঙ্গে অপর খালি হাতে যে কটা ধরে, কাগজে মোড়ানো কুকিজ নিল সিল।

এবার কী? অনিশ্চিত ভঙ্গিতে স্ন্যাকশপের সামনের অংশের দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে, পা বাড়াল বাইরে যাবার জন্য। একটুর জন্য একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেল না। দাঁড়িয়ে পড়ল সিল।

'দুঃখিত,' বিড়বিড় করল অপরজন। একটা ছেলে। তার বয়েসী। সে ক্যান্ডিবারের মোড়ক খুলতে খুলতে আসছিল বলে দেখতে পায়নি সিলকে। চোখ তুলে চাইল ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য। সিল হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। আগে কখনো সমবয়েসী কাউকে দেখেনি সে—কাইলির মতো লাগছে একে। বালু-রঙা চুলের কাইলি ছিল সিলের বন্ধু, অন্তত চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করার আগ পর্যন্ত। এ ছেলেটি কি তার সঙ্গে কথা বলবে? সে কি ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতে পারে?

ছেলেটির ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল। কিন্তু বলল না কিছুই। বরং ক্যান্ডিবারটি মুখে পুরল। কামড় দিল। সিলকে দেখতে দেখতে চিবুতে লাগল খাবার। তার দৃষ্টি কিশোরীর নোংরা, ছেঁড়া পোশাক ছুঁয়ে গেল। লক্ষ করল সিলের পা খালি। সে সিলের সঙ্গে কথা বলতে যাবে এমন সময় এক মহিলা এসে ছেলেটির কাঁধে হাত রাখল।

'খাবারের দাম দিইনি এখনো। অথচ এখনই খাওয়া শুরু করে দিয়েছো,' মৃদু ভৎর্সনা করল সে ছেলেটিকে। 'চলো।' মাথা ঝাঁকাল ছেলেটি, আধখাওয়া বাটারফিঙ্গার বার মোড়কে পুরল, তারপর মা'র সঙ্গে এগোল ক্যাশ-রেজিস্ট্রারের দিকে। ছেলেটি আরেকবার অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখল সিলকে। ছেলেটির মা তার কপালে চুমু খেল। ছেলেটি চেকআউট কাউন্টারের দিকে ফিরল। সিল দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ মনোযোগে দেখল ক্যাশিয়ার রেজিস্ট্রারের কয়েকটি কী টিপছে। ছেলেটি এবং তার মা'র সামনে দাঁড়ানো এক লোক ক্যাশিয়ারকে ভাঁজ-করা তিন টুকরো কাগজ এবং কিছু গোলাকার ধাতব টুকরো দিল। ক্যাশিয়ার লোকটাকে সাদা একখণ্ড কাগজ ধরিয়ে দেয়ার পরে সে একটা প্লাস্টিক ব্যাগে পটেটো চিপস, পত্রিকা, কিছু ট্রাভেল টয়লেট্রিজ নিয়ে দোকান ত্যাগ করল। এবারে মহিলার পালা। ভুরু কুঁচকে সিল ওদেরকে লক্ষ করছে। ছেলে এবং তার মাকে দেখার সময় মহিলা কী করছে একই সঙ্গে তা বোঝার চেষ্টা করছে। আগের লোকটার মতো সবুজ কাগজ দিল না মহিলা; বদলে ছোট, রঙিন একটি কার্ড দিল। ক্যাশিয়ার নিল ওটা। ছোট একটি যন্ত্রের মধ্যে ওটা ঢুকিয়ে দিয়ে ক্যাশ-রেজিস্ট্রারের কয়েকটি চাবি টেপাটেপি করল, তারপর কার্ডটি মহিলাকে ফিরিয়ে দিল—সেইসঙ্গে তার কেনা জিনিসপত্র। ছেলেটিকে আবার ক্যান্ডিবারে কামড় দিতে দেখল সিল। মা তার সন্তানকে নিয়ে বেরিয়ে গেল স্ন্যাকশপ থেকে।

'তুমি এগুলো নেবে?'

দোকানির কণ্ঠ শুনে লাফিয়ে উঠল সিল। সে লোকটার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে, জানে না কখন অজান্তে চলে এসেছে চেকআউট কাউন্টারে। এগুলো কি সিল নেবে? ও বুঝতে পেরেছে এখানে কেনাবেচা চলছে—দোকানের কিছু নিতে হলে বিনিময়ে কিছু দিতে হয়। সমস্যা হল সিল ঠিক জানে না তাকে কী দিতে হবে। সবুজ কাগজ অথবা প্লাস্টিক কার্ড, হ্যাঁ—কিন্তু কোথায় এবং কীভাবে এগুলো জোগাড় করবে সে?

ক্যাশিয়ার কিছু বলতে যাচ্ছিল, মুখ ঘুরিয়ে দোকানের প্রবেশপথের দিকে তাকাল। একদল টিনেজ ছেলে হল্লা করে ঢুকছে। চারটে ছেলে আছে দলে। প্রাক্তন সেই ল্যাব-টেকনিশিয়ানের মতো বয়স হবে ওদের। ক্যাশিয়ারকে ওদিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে সিল ভাবল এই-ই সুযোগ। সে মাংস এবং কুকিজের প্যাকেট কাউন্টারের ওপর ফেলে দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

সেই ছেলেটি এবং তার মাকে আবার দেখতে পেল সিল। দুজনে দুহাতে সুটকেস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন প্লাটফর্মে। ওদের চোখে পড়বে না এমন দূরত্বে দাঁড়িয়ে থেকে মহিলাকে লক্ষ করতে লাগল সিল। দেখল মহিলা এবং তার ছেলের তিন নম্বর সুটকেসটি এক কুলি এসে তুলে নিল। ওদেরকে ট্রেনে উঠতে সাহায্য করল। গত রাতে আশ্রয় নেয়া দুর্গন্ধযুক্ত বক্সকারের সেই ট্রেনটির মতো এটা নয়। এর প্রতিটি বগি সুন্দর, চকচকে। সবগুলো বগিতে জানালা আছে, প্রতিটি জানালার নিচে লাল ও নীল অক্ষরে একটি শব্দ খোদাই করা : AMTRAK।

ছেলেটি এবং তার মা ট্রেনের বগিতে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরে অন্যান্য যাত্রীদেরকে অন্যমনস্কভাবে দেখতে লাগল সিল। বুঝতে পারল ট্রেনটি কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা হবে। যেরকম ঝকঝকে, তকতকে ট্রেন, এর গতি নিশ্চয়ই অনেক বেশি হবে। এতে চড়তে পারলে ফিরতে হবে না ল্যাবরেটরিতে। ট্রেনের বক্সকারগুলোতে কুলিরা মাল-সামাল রাখছে। সিলের খুব কাছে দাঁড়িয়ে একজন কাঠের ভারী একটা সিন্দুক ট্রেনে তুলে দিতে প্রাণান্ত চেষ্টা করছে, সিল চট করে একটা বগিতে উঠে পড়ল লোকটার চোখ ফাঁকি দিয়ে। ভয় পাচ্ছিল লোকটা তাকে দেখে ফেললে চেঁচিয়ে উঠবে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না।

ট্রেনের করিডোর ধরে মাঝামাঝি রাস্তা আসার পরে মা এবং ছেলেটিকে দেখতে পেল সিল। তারা দরজা খুলে ঢুকে পড়ল একটি স্লিপিং কমপার্টমেন্টে।

ওদের দেখাদেখি সরু করিডোর ধরে এগিয়ে চলল সিল, চারপাশে চটজলদি একবার বুলিয়ে নিল চোখ, তারপর মা-ছেলের কমপার্টমেন্টের পাশেরটাতে ঢুকে গেল। ঘরটি ছোট। অন্ধকার। ধূসর রঙের ধাতব দেয়াল। মুখোমুখি একজোড়া বসার আসন। আরেকটা দরজা আছে, আকারে ছোট, জানালার ডানধারে। উঁকি দিল সিল। টয়লেটসহ ছোট একটি বাথরুম দেখতে পেল। সিঙ্ক আছে। আছে শাওয়ার। জানালার বাইরে, সিলের কমপার্টমেন্ট থেকে কয়েক হাত দূরে মাঝবয়েসি এক লোকের হাতে সুটকেসের বড়সড় একটা সংস্করণ। সিল লোকটার একটি সুটকেস চুরি করেছে। লোকটা এক কনডাক্টরের সঙ্গে কথা বলছে। কনডাক্টর হাত বাড়িয়ে খালি প্ল্যাটফর্ম দেখাল, তারপর মাথা নাড়ল। ওদিকে তাকিয়ে আছে সিল, ঝাঁকি খেয়ে চলতে শুরু করল ট্রেন, বেরিয়ে যাচ্ছে স্টেশন থেকে।

পাঁচ মিনিট বাদে, সিল ভাবল সে এখন নির্ভয়ে সুটকেসটি খুলে দেখতে পারে। হঠাৎ তার মনে হল ট্রেন অকস্মাৎ থেমে যাবে এবং কেউ গাড়ির প্রতিটি কমপার্টমেন্ট সার্চ শুরু করবে। কেন এমন মনে হল জানে না সিল। তবে আশা করল সুটকেস খুলে ভেতরে জামাকাপড় দেখতে পাবে। বদলে সে খুদে একটা পোর্টেবল্ টেলিভিশন এবং রাবারব্যান্ড দিয়ে বাঁধা একতোড়া কাগজ পেল। টেলিভিশনটি গবেষণাগারের দেয়ালের ক্যামেরার কথা মনে করিয়ে দিল। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে

টিভির সুইচ অন করল সিল। বুঝতে পারছে না এর ফলে গবেষণাগারের লোকজন তার অবস্থানের কথা জেনে যাবে কিনা। তবে টিভি পর্দায় ফুটে-ওঠা ছবি দেখে দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল সিলের। চার ইঞ্চি পর্দায় কার্টুন ছবি চলছে। এর সঙ্গে মরুভূমির কোনো সম্পর্ক নেই। সে টিভির আরেকটি বোতাম টিপল। টিভি থেকে চলে গেল রঙ, দেখা গেল একজন পুরুষ একটি নারীকে চুমু খাচ্ছে। অদ্ভুত পোশাক পরেছে তারা। পুরুষটির সুট এবং মহিলার লম্বা গাউনের সঙ্গে সিলের এ পর্যন্ত দেখা পোশাক মিলছে না। আরেকটা বোতাম টিপল সিল, কালো হয়ে গেল পর্দা। ভুরু কুঁচকে একই বোতামে আবারও চাপ দিল সে, আলোকিত হল পর্দা। অন, অফ। বিষয়টি বুঝে উঠতে সময় লাগল না।

পাশের সিটে টিভি রাখল সিল। সুটকেসটি উল্টে ধরল। কাগজের তোড়া পড়ে গেল মেঝেতে। এমন সময় লাউডস্পিকারে বেজে ওঠা কণ্ঠস্বর দারুণ চমকে দিল ওকে!

যাত্রী মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। লাসভেগাসের ডাইনিং কার বন্ধ হয়ে যাবে, তবে লাসভেগাস স্টেশন ত্যাগ করার পরে আবার তা খুলে দেয়া হবে। সকল নতুন যাত্রীকে টিকেট হাতে রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কারণ টিকেট চেক করা হবে। ধন্যবাদ।

ডাইনিং কার? ডাইনিং মানে খাবার। খালি সুটকেসটি হাতে তুলে নিল সিল, উঁকি দিল কমপার্টমেন্টে। যাত্রী বোঝাই সবগুলো কমপার্টমেন্টের দরজা বন্ধ, করিডোর আবছা আঁধারে ঢাকা। নীরব। পাতলা দেয়াল ভেদ করে মাঝে মাঝে দু-একটি ভোঁতা কণ্ঠ ভেসে আসছে। কার-এর একপ্রান্তে একটি তীর আঁকা। তার উপরে ছুরি ও কাটার ছবি। অপরপ্রান্তে সম্ভবত স্লিপিং কার।

ডাইনিং কারে ঢুকল সিল। ভেতরে কেউ নেই দেখে স্বস্তিবোধ করল। ডাইনিং কার আলোয় আলোকিত। বড় বড় জানালায় পর্দা টানা। টেবিল ঢাকা সাদা টেবিলক্লথে। তাতে সাদা পোর্সেলিনের নানান বাক্স। বাতাসে ভাসছে খাবারের সুঘ্রাণ। বুক ভরে বাতাস টানল সিল। কফি আর ডিমের গন্ধ। কিন্তু কাউন্টারের পেছনটা খুঁজেও কোনো খাবার পেল না ও। হতাশ হল সিল। ক্যাশ-রেজিস্ট্রারের নিচে একটা ড্রয়ার চোখে পড়ল। ওটা ধরে টান দিল। বন্ধ। এবার জোরে টান মারল সিল। ড্রয়ারের সামনের অংশটাতে ফাটল ধরল, তারপর ভেঙে গেল। ড্রয়ারে পাঁচটা খোপ। প্রতিটি খোপে সেই সবুজ কাগজ থরে-থরে সাজানো। এ কাগজ দিয়ে ট্রেন স্টেশনে মানুষজনকে জিনিসপত্র কিনতে দেখেছে সিল। এর নাম টাকা। ক্যাশ ড্রয়ার খালি করল সিল। ভবঘুরের প্যান্টের পকেটে ঢোকাল সবগুলো নোট।

কাউন্টারের পেছন থেকে ফিরছে সিল, একটা দরজা দেখতে পেল। দরজার হাতল ধরে মোচড় দিতেই খুলে গেল। গতকালের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার পরে এই

প্রথম ওর মুখে হাসি ফুটল ভেতরের জিনিসগুলো দেখে—খাবার, এবং পরিমাণে প্রচুর। এটা ট্রেনের স্টোররুম। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সারি সারি খাবারের ক্যান এবং বাক্স সাজানো। প্রতিটিতে সাদা-কালো লেবেল লাগানো।

অভিভূত সিল বাক্স না-খুলে বড় রেফ্রিজারেটরের হাতল ধরে টান দিল। এ ঘরে ঢুকে প্রথমে এটাই চোখে পড়েছে। দেয়ালের তাকে সাজানো শুকনো খাবারের চেয়ে ভালো জিনিস আছে এখানে—প্লাস্টিকের জগ ভর্তি ঠাণ্ডা দুধ, বাক্স-বোঝাই-করা হ্যামবার্গার, প্যাটিস, রান্না-না-করা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, ফলের রসের কার্টন এবং প্লাস্টিক কাপ বোঝাই পুডিং। ব্যাগে যতটা পারল খাবার ভরে নিল সিল। নিঃশব্দে কাজটা করার চেষ্টা করছে। তবে আরেকটু হলেই সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ চমকে উঠেছে সিল, হাত থেকে দুধের গ্যালনটা পড়ে যাচ্ছিল। চমকে উঠেছে টিকেট কনডাক্টরের বাঁশির শব্দে। সে ডাইনিং কারের পাশ দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে। বাঁশির তীক্ষ্ণ আওয়াজ আতঙ্কিত ও বিরক্ত করে তুলল সিলকে।

কনডাক্টর চলে যাবার পরে খাবার দিয়ে সুটকেস পুরোপুরি ভরে ফেলল সিল। স্টোররুম থেকে বেরিয়ে এল। পা বাড়াল নিজের কমপার্টমেন্টের দিকে। ব্যাগটা খাবারে ভরা। যদিও সিলের কাছে মোটেই ওজন বলে মনে হচ্ছে না। তবে ট্রেন হঠাৎ বেজায় দুলতে শুরু করায় হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে। টলতে টলতে এগোচ্ছে সিল। হঠাৎ পাথরের মূর্তির মতো জমে গেল। এক লোক তার সুটকেসের হাতল চেপে ধরেছে।

'সুটকেসটা আমাকে দাও,' লোকটা কনডাক্টর। এখন বাঁশি বাজাচ্ছে না, সিলের দিকে তাকিয়ে হাসছে। তার বাদামি চোখে বন্ধুত্বের ছায়া। খালি হাতটা দিয়ে সরু করিডোর দেখাল। 'তুমি সামনে বাড়ো, খুকি। আমি তোমার সুটকেস নিয়ে পেছন পেছন আসছি।'

আতঙ্কিত সিল জোর করে হাসি ফোটাল ঠোঁটে। তারপর লোকটার আগে আগে হাঁটতে লাগল স্লিপিং কার অভিমুখে। লোকটা তার পেছন পেছন আসছে, ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না সিলের। খাবার ভর্তি সুটকেস বহন করে নিয়ে আসছে সে, এ-বিষয়টি ওকে একটুও স্বস্তি দিচ্ছে না। অতিরিক্ত খাবারে বোঝাই সুটকেসের ঢাকনা খুলে গিয়ে যদি সমস্ত খাবার ছড়িয়ে পড়ে মেঝেয়, এর কী ব্যাখ্যা দেবে সিল?

লোকটা আবার বাঁশি বাজাচ্ছে। সিল ঘুরে লোকটার হাত থেকে সুটকেস কেড়ে নিয়ে বাঁশি বাজানো বন্ধ করে দেবে কিনা ভাবছে। ওর মস্তিষ্কের যুক্তিবাদী অংশ বলছে ও ভয় পেয়েছে বলে এমন আচরণ করছে। তবে লোকটাকে আঘাত করতে হল না। সে ভারী ব্যাগটা সিলের কমপার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে রেখে দিল। হাত দিয়ে ঠিক করল মাথার হ্যাট। তারপর চলে গেল। সিল সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিল কমপার্টমেন্টের দরজা।

সিল সুটকেসের ঢাকনা খুলছে, এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ল কে যেন। 'টিকেট প্লিজ।' মহিলা কণ্ঠ। হতাশায় হাতের মুঠোতে ঘুসি মারল সিল। তারপর দ্রুত পা দিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাগজগুলো সরিয়ে ফেলল। খুলল দরজা। ডাইনিং কারে যাবার আগে স্পিকারে ঘোষিত কণ্ঠটা মনে পড়ে গেল ওর। ট্রেনভ্রমণে সঙ্গে টিকেট থাকা চাই। কিন্তু করিডোরে দাঁড়ানো মহিলাকে দেয়ার মতো কোনো টিকেট সিলের কাছে নেই। তবে টাকা আছে। হয়তো মহিলা টিকেটের বদলে টাকা নিতে পারে। মহিলার বাম ব্রেস্টপকেটে তার নাম খোদাই করা : এ. **কারডোজা**। সিলের দিকে তাকিয়ে সে ফাঁকা একটা হাসি দিল। তারপর বাড়িয়ে দিল হাত। সিল ভবঘুরের নোংরা প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল। বেরিয়ে এল কিছু সবুজ নোট। মহিলার বাড়ানো হাতের তালুতে টাকাগুলো গুঁজে দিল।

এ. কারডোজা ভাঁজ-করা টাকা দেখল, তারপর তাকাল সিলের দিকে। 'তুমি কি একাই ভ্রমণ করছ?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল সে। মাথা ঝাঁকাল সিল।

'বয়স কত তোমার? এগারো? বারো?' আবার মাথা ঝাঁকাল সিল। মহিলা টাকা গুনে দুটো নোট নিজের কাছে রেখে বাকিটা ফিরিয়ে দিল কিশোরীকে। সিল টাকাটা পকেটে পুরল। মহিলা পকেট থেকে একটা প্যাড বের করল। একটা পৃষ্ঠা আলাদা করল ওটা থেকে। ধাতব একটা যন্ত্র দিয়ে ওতে ছাপ্পা দিল। অদ্ভুত একটা গর্ত তৈরি হল কাগজের গায়ে। 'তোমার বয়স লিখলাম এগারো,' চোখ টিপল সে। 'এজন্যে তোমার কাছ থেকে অর্ধেক ভাড়া রাখা হল।'

সিলের দিকে হাসিমুখে তাকাল মহিলা। ইতস্তত করল সিল। তারপর তৃতীয়বারের মতো মাথা ঝাঁকাল। নিজেকে সুতোয় বাঁধা পুতুলের মতো লাগছে। কী করবে বা বলবে বুঝতে পারছে না। এ. কারডোজা একমুহূর্ত দেখল সিলকে। তারপর হাসল। 'তুমি বোধহয় কথা কম বলো, তাই না? তোমাকে দেখে খুব লাজুক মনে হচ্ছে—তবে ঠিকই আছে। আমিও তোমার বয়সে মুখ খুলতেই চাইতাম না।' করিডোরে পিছিয়ে গেল কনডাক্টর কারডোজা। দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে, থেমে গেল। সিলের আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে মন্তব্য করল, 'এভাবে একা একা ভ্রমণ করা খুব বিপজ্জনক। দরজাটা বন্ধ করে রেখো, কেমন?' এক সেকেন্ড পরে এ. কারডোজা কমপার্টমেন্টের দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

৭

স্পেশাল অপারেশন্স এমপি রেলরোড কারের কাঠের দরজা খুলে ফেলল। শব্দ হল একজোড়া কাঠের গুঁড়ি যেন ঘষা খেয়েছে। সূর্যের আলো ঢুকল কারে। মেঝেতে দলা পাকিয়ে পড়ে আছে ভবঘুরের রক্তাক্ত লাশ। ভয়ংকর লাগছে দেখতে।

'আমাদের ছোট্ট মেয়েটি এ কাণ্ড করেছে?' ফিচের পাশে দাঁড়ানো রবার্ট জিজ্ঞেস করল। খড় বিছানো মেঝেয় লুটিয়ে থাকা লাশ দেখছে।

'ও ছোট্ট মেয়ে নয়,' কর্কশ গলায় জবাব দিল ফিচ। 'এমনকি ও মানুষও নয়। ভবঘুরের নখে পাওয়া চামড়ার ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখা গেছে মেয়েটাই এ কাণ্ড ঘটিয়েছে। লোকটা বোধহয় ওকে জাপটে ধরেছিল।'

'সম্ভবত হামলা চালিয়েছিল,' মন্তব্য করল ফিলিপ ম্যাকরামসে। এ দ্বিতীয় এইড। এর বিষয়ে এর বেশিকিছু জানেন না ফিচ।

'মেয়েটা যে-কোনো জায়গায় যেতে পারে,' চিন্তামগ্ন গলায় বলল রবার্ট। ডাক্তারের দিকে হতাশ চোখে তাকাল। 'শিকাগো, লাসভেগাস, লস এঞ্জেলস... যে-কোনো জায়গায়।'

'আমরা সবগুলো ট্রেন থামিয়ে চেক করব,' ফিলিপ দেখছে মিলিটারি পুলিশ এলাকায় পাহারা বসিয়েছে। প্রত্যেকের ইউনিফর্মের বাহুতে আর্মি স্পেশাল অপারেশন্স ইনসিগনিয়া লাগানো।

'এবং রেলরোড ও স্থানীয় পুলিশকে হাজারো প্রশ্ন করার সুযোগ দেব যার জবাব আমাদের জানা নেই?' মাথা নাড়লেন ফিচ। বিরক্ত। 'এ লাইনের প্রতিটি স্টপেজে একজন কী-পার্সোনেল রাখব। আমি চাই একটা টিম ওর ট্রাক খুঁজে বের করুক, ওকে কব্জা করুক—'

'যিশাস!' হাঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ করল রবার্ট। বক্সকারের দিকে তাকাল ঘাড় ঘুরিয়ে। 'আমরা এ কী করেছি?'

ফিচ ওকে ধমক দিতে গিয়েও সংযত করলেন নিজেকে। তাকালেন বিপরীত দিকে। দিগন্তরেখায় গিয়ে মিশেছে রেললাইন। ওদিকে সমভূমির শুরু।

আমরা এ কী করেছি?

এ প্রশ্নের জবাব যদি জানা থাকত সিলের!

৮

'তুমি এতদূর বয়ে এসেছ শুধু আমার হাতে এক কাপ কফি খাওয়ার জন্যে?' বিশ/বাইশ বছরের এক সুন্দরী মহিলা দারুণ সুদর্শন এক পুরুষের দিকে এগিয়ে গেল। তরুণীর পরনে সোয়েটার, কখনো ঢিলা, কখনো টাইট লাগছে তার গায়ে। তার কলারবোন এবং বুকের খাঁচা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটির স্কার্টের দৈর্ঘ্য খুব একটা খাটো নয়। তবে বেশি লম্বাও নয় যাতে যৌনাবেদন ঢাকা পড়ে যায়।

একটি সিটে পায়ের ওপর পা তুলে টিভি পর্দায় দৃশ্যটা দেখছে সিল। হ্যামবার্গার পেটিসে কামড় বসাচ্ছে মাঝে মাঝে। পর্দা থেকে সরছে না চোখ।

মেয়েটির বাদামি চুল ঝলমলে, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। ঠোঁটজোড়া লাল টকটকে। সে পুরুষের দিকে পেছন ফিরে কাপে কফি ঢালতে লাগল। কিন্তু কফির বিজ্ঞাপনচিত্র বেশিক্ষণ সিলের মনোযোগ ধরে রাখতে পারল না। সে বোতাম টিপে চ্যানেল বদলাল। পর্দায় কয়েকটি সুন্দরী মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। সবার মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল। তবে রং এবং স্টাইল আলাদা। একটি উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল, 'আপনার চুল এবং জীবনের জন্যে যদি উত্তেজনা প্রয়োজন হয় তাহলে এই নতুন—'

সিলের খাওয়া শেষ। সে নিজের জায়গায় বসে রইল। টিভি দেখছে মনোযোগ দিয়ে।

এবং শিখছে।

৯

'ওরা কোমরের নিচে যে জিনিসটি পরে তা হল পেনিস-গার্ড।'

বরাবরের মতো লেকচার হল-এর সামনের বেঞ্চি বা ডেস্কগুলো দখল করে রয়েছে তরুণীরা। কিশোরীদের মতো কলকল করছে তারা, যেন পার্টিতে এসেছে। প্রশ্রয় দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল প্রফেসর স্টিফেন আরডেন, লেসার পয়েন্টারটি তাক করল পর্দার মাঝখানের লোকটাকে উদ্দেশ্য করে। ছবিতে প্রফেসরকে দেখা যাচ্ছে। ক্যমেরার সামনে শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন। তার দুপাশে প্রায় নগ্ন দুই যোদ্ধা। এরা ব্রাজিলিয়ান উপজাতি ইয়ানোমামো গোত্রের মানুষ। খালিগায়ে পর্দায় নিজেকে দেখে বিব্রত বোধ করছে না আরডেন। হেলথ ক্লাবে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে সুগঠিত একটা শরীরের গর্বিত মালিক সে। আবার মাইক্রোফোনের ওপর ঝুঁকল প্রফেসর। বেলা তিনটার ক্লাস নিচ্ছে সে। 'মহিলারা তাদের স্বামীদের পেনিস-গার্ড পরতে দেয় তাদের...' সামনের সারির এক সুন্দরী নারী হেলান দিয়ে বসল, প্রফেসরের চোখে চোখ রাখল। মুচকি হাসল প্রফেসর। 'স্বামীদের কী জিনিস রক্ষা করার জন্য পেনিস-গার্ড পরতে দেয়া হয় তা নিশ্চয় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।' খিকখিক হাসির শব্দ ভেসে এল সামনের সারি থেকে।

'ভেনেজুয়েলার অরণ্যে খুবই ঝুঁকি নিয়ে চলতে হয়,' হাসি অগ্রাহ্য করল প্রফেসর আরডেন। 'বিশেষ করে ওরিনোকো নদীতে পেনিস-গার্ড না পরে নামা মানে মারাত্মক বিপদ ডেকে আনা। আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছি এ নদীতে একধরনের ছোট ক্যাটফিশ আছে যারা ইউরেথ্রা বেয়ে পুরুষের শরীরে ঢুকে পড়ে এবং ব্লাডারে চলে যায়। সেখানে পরজীবীর মতো বসবাস শুরু করে ক্যাটফিশ, রক্ত চুষে খেয়ে বড় হতে থাকে। আর লোকটি তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে মারা যায়।'

'নো ওয়ে,' মন্তব্য করল সামনের সারির এক ছাত্রী। মাথাটা একপাশে কাত করে বলল, 'ওরা যদি জানেই এরকম ঘটবে তাহলে নদীতে নামে কেন?'

'কারণ, মিস...?'

'টিল।'

'কারণ মিস টিল,' বলে চলল প্রফেসর, 'ওরিনোকো নদী তাদের জীবনধারণের অন্যতম ভরসা। তারা খানিক চাষবাস করলেও মূল খাবারের যোগান দেয় এ নদী। আর, খাবার পানির কথা নাইবা বললাম—'

বামদিকে একটা শব্দ হতে থেমে গেল আরডেন। ঘুরে তাকাল। রিচার্ড জারেলস্টিনকে দেখে কুঁচকে গেল ভুরু। নৃতত্ত্ব বিভাগে তার সহকর্মী। মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে রিচার্ড। প্রফেসরের সামনে এসে দাঁড়াল। ছাত্রদের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'এক মিনিটের জন্য আমাদেরকে একটু ক্ষমা করতে হবে, প্লিজ।' ক্লাসের দিকে পেছন ফিরল সে, আরডেনের কানে ফিসফিস করে বলল কী যেন। বিস্ফারিত হয়ে উঠল আরডেনের চোখ, মাথা ঝাঁকাল। পয়েন্টারটি তুলে দিল রিচার্ডের হাতে। ক্লাসের কথা বিস্মৃত হল সে, কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে, ব্রিফকেস হাতে বেরিয়ে গেল ক্লাসরুম থেকে। কোনো ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজনবোধ করল না।

আরডেনকে যেতে দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করল ছাত্রীরা। রিচার্ড জারেলস্টিন একটি বোতাম টিপল। অন্ধকার হয়ে গেল স্লাইড প্রজেক্টর। স্পিকারে কথা বলল সে, কর্কশ শোনাল কণ্ঠ।

'আজকের মতো লেকচার এখানেই শেষ। প্রফেসর আরডেনকে জরুরি কাজে বাইরে যেতে হয়েছে। কোনো নোটিশ না-দেয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে ক্লাস। এ ক্লাস তোমাদের অ্যানথ্রোপলজি কারিকুলামের অংশ হয়ে থাকলে শিডিউল বোর্ডে নজর রেখো। সোমবার নাগাদ ক্লাস শুরু না হলে কোর্স অ্যাডভাইজারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আশা করি, তিনি বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেবেন। গুড ডে।'

দলটা যখন লিস ফেরিতে অভিযান শুরু করে, কলোরাডো নদী ওইসময় পরিষ্কার এবং শীতল। সকালের উষ্ণ সূর্যতাপে ঝলমল করছে গাঢ় নীল পানি। তবে ব্রাইট অ্যাঞ্জেলস ফলস-এর কাছে স্রোতে যেন টগবগ করে ফুটছে নদী। লরা বেকার একসঙ্গে সব দেখতে চায়। সে সাঁইত্রিশ ফুট লম্বা ভেলার সঙ্গে ভেসে চলছে। ভেলার সঙ্গে বাঁধা একজোড়া টিউব তাকে ভাসিয়ে রেখেছে। র‍্যাফট বা ভেলা ছুটছে, সেইসঙ্গে টানের চোটে টিউবও। পানির ছিটায় ভিজে চপচপে লরা বেকার। ছোটার তালে সবুজাভ পানি ঢুকছে লরার নাকে-মুখে। হাসল সে। তবে বেশিক্ষণ মজাটা উপভোগ করতে পারল না। বাগড়া দিল কালো একটা হেলিকপ্টার। প্রকাণ্ড যান্ত্রিক ফড়িংটা উড়ে চলে এল লরার র‍্যাফটের ওপর। লরা মুখ তুলে চাইল। কপ্টারে দুজন লোক। পাইলট এবং কো-পাইলট। কো-পাইলট কপ্টারের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। পানির ওপর, শূন্যে ভাসছে। মুখের সঙ্গে লাগানো লাউডস্পিকার। তাকে লরার মনে হল একটা বানর।

'ড. লরা বেকার,' গমগম করে উঠল লাউডস্পিকার। লাফিয়ে উঠল লরা।

'প্লিজ হাত তুলে দেখান, আপনি কোথায় আছেন।' আরেকটু হলে পড়ে যাচ্ছিল টিউব থেকে। 'আমি আবার বলছি, ড. লরা বেকার, আপনি যদি এই ভেলায় থাকেন তাহলে প্লিজ হাত তুলে দেখান। অত্যন্ত জরুরি একটি কাজে আপনার সাহায্য খুব দরকার হয়ে পড়েছে।'

'ধ্যাত্তেরি,' বেজায় বিরক্ত হল লরা। দুবছর ধরে সে পরিকল্পনা করে রেখেছে প্রকৃতির সঙ্গে মিশবে বলে। কিন্তু ছুটি কাটানো হল না। আবার কাজ এসে চেপে বসেছে ঘাড়ে। টিউবের মাঝখানে লরা, হাত উঁচু করে দেখাল। এখন ওর আফসোস লাগছে কেন ডিভিশনাল সেক্রেটারিকে বলে এসেছিল ও কোথায় ছুটি কাটাতে যাচ্ছে।

'কাজ করার সময় কি ওরা এখনো তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে, ড্যান? পাসপোর্ট আইডেন্টিফিকেশন বিভাগের লোকজন?'

মৃদু হাসল ড্যান স্মিথসন। প্রশ্নটা নির্দয়ের মতো হয়ে গেছে এবং এর জবাব সে দিতে চায় না। তবে ড. রথ-এর নরম গলা শুনতে ভালো লাগে তার। বারবার শুনতে ইচ্ছে করে। যতবার সে সেশন করেছে, প্রতিবার ড. রথ তার মন থেকে অশান্তি অনেকটাই দূর করে দিয়েছেন, স্বস্তিবোধ করেছে ড্যান। যেন ফুসফুসে দীর্ঘক্ষণ চেপে রাখা নিশ্বাস ফেলেছে। জবাব দেয়ার জন্য মুখ খুলেছে, ঘাড় এবং পিঠের পেশিগুলো শক্ত হয়ে গেল। কেউ অফিসের দরজায় টোকা দিচ্ছে। সেশন নিশ্চয় এত তাড়াতাড়ি শেষ হবার কথা নয়। মাত্র কিছুক্ষণ হল এখানে এসেছে ড্যান।

'কড়া নাড়ছে নাড়ুক। খুলব না দরজা।' বললেন ড. রথ। 'এরকম ঠাট্টা-তামাশা করে অনেকে মজা পায়। তবে ছোটমনের মানুষরা মজাটা পায় বেশি।'

দরজায় আবার টোকা পড়ল। এবারে আগের চেয়ে জোরে। ড্যান ড. রথ-এর প্রশ্নের জবাব তৈরি করে রেখেছিল। কড়া নাড়ার শব্দে ফাঁকা হয়ে গেল মাথা। যেন সকালের নাস্তায় ডোনাটের সঙ্গে চিনি মিশে গেল। শব্দটা অগ্রাহ্য করতে চাইল ড্যান। 'ওরা আমাকে ভয় পায় না। কারণ জানে আমি মারামারি করতে পারি না।'

'ড. রথ, প্লিজ, দরজা খুলুন। সাংঘাতিক জরুরি।' ভোঁতা, অস্পষ্ট শোনা গেল কথাগুলো। ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টিতে ড্যানের দিকে তাকাল রথ, চেয়ার ছাড়ল। মোচড় দিয়ে খুলল দরজার তালা। কালো সুট এবং টাই পরা একজন লোক দোরগোড়ায়। ওয়ালেট বের করে আইডি কার্ড দেখাল। প্লাস্টিকের নিচে সোনালি সিল জ্বলজ্বল করছে।'

'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত,' বলল লোকটা। নিজের পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। মনোবিজ্ঞানীকে হতভম্ব করে ঢুকে পড়ল ঘরে। তার চেহারা ভাবলেশশূন্য।

'তোমার সাহায্য আবার আমাদের দরকার হয়ে পড়েছে, ড্যান।'

উঠে দাঁড়াল ড্যান। কৃতজ্ঞ হাসি ফুটল মুখে। কেউ সাহায্য চাইলে খুব ভালো লাগে ড্যান-এর।

'আমার বেড়ালটার যত্ন নেয়ার জন্য ধন্যবাদ,' সিঁড়িতে ট্রাভেল ব্যাগটা নামিয়ে রাখল প্রেস লেনক্স। পোষা জানোয়ারটাকে তুলে দিল বৃদ্ধ পড়শী মিসেস মরিসের হাতে। লেনক্সের পাশের বাড়িতেই থাকেন ভদ্রমহিলা। তিনি লোরকার ঘাড়ে এবং কানে হাত বুলিয়ে দিলেন। আরামে গরগর করল বেড়াল। সামনের দরজা বন্ধ করল প্রেস লেনক্স। যখনই কয়েকদিনের জন্য বাড়ির বাইরে যেতে হয় ওকে, লোরকার দেখাশোনা করেন বৃদ্ধা। মিসেস মরিসের হাতে বেড়ালটাকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকে লেনক্স।

'তোমার আমি খুব যত্ন করি, লোরকা, করি না?' মিসেস মরিস বেড়ালটার কানে গাল চেপে ধরলেন। লোরকা অদ্ভুত একটা শব্দ করল—অর্ধেক গরগর, অর্ধেক মিউমিউ। প্রেসকে ছাড়া লোরকা থাকতেই চায় না। ওকে সামলে রাখতে জান ছুটে যায় মিসেস মরিসের।

ফুটপাতে দাঁড়ানো ধূসর রঙের সেডান থেকে পরপর দুবার হর্ন বাজল। প্রেস নিজের ব্যাগ তুলে নিল কাঁধে। 'আমি এবারে বেশিদিন বাইরে থাকব না। ফেরার আগে ফোন করব আপনাকে।' সে লম্বা পায়ে এগিয়ে গেল গাড়িতে। উঠে বসল প্যাসেঞ্জার-সিটে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় নেয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। তারপর অভিনীত হল ওর অপছন্দের দৃশ্যটি। যতবার দৃশ্যটা দেখে মন খারাপ হয়ে যায় প্রেস লেনক্সের।

মিসেস মরিস উৎফুল্ল হেসে লোরকার থাবা ধরে নাড়লেন। যেন প্রেসকে বিদায় জানাচ্ছে ওর প্রিয় বেড়াল।

১০

আবার স্বপ্ন দেখছে সে, আরেকটি ট্রেন স্টেশন। তবে ব্রিগহ্যামের মতো নয়। ভিড় নেই বললেই চলে, একজনও পুরুষ নেই। শুধু সিল... এছাড়া মেয়েমানুষের সংখ্যা প্রচুর, সবাই ওর মতো দেখতে। ওরা কি সিল-এর দিকে তাকিয়ে আছে? ঠিক জানে না সিল। হয়তো প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে আছে ও, একসঙ্গে বহু মুখের ছবি ফুটে ওঠে এমন কোনো আয়না—এজন্যেই মনে হচ্ছে সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে স্থিরদৃষ্টিতে। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগছে সিলের, একই সঙ্গে সব জায়গায় থাকছে যেন ও।

ওর পায়ের নিচে মাটি থরথর করে কাঁপতে লাগল। ট্রেন একটা টানেল ধরে চলেছে। স্টেশনের শেষ মাথাটা ধোঁয়ার মতো। তবে ট্রেনটাকে অন্যরকম লাগছে—মনেই হচ্ছে না এটা একটা ট্রেন, যেন অনেকগুলো খুলি, হাঁ করে তাকিয়ে আছে। আঁতকে উঠল সিল। তাকে কাঁকড়ার মতো কতগুলো বাহু জড়িয়ে ধরল খুলির মুখ থেকে বেরিয়ে এসে। চিৎকার করে উঠল সিল। কিন্তু চিৎকার করে লাভ হচ্ছে না। নিজের কানেই পৌঁছাচ্ছে না চিৎকার। সে টের পাচ্ছে তাকে ধরে শূন্যে ছুড়ে ফেলে দেয়া হল, অজ্ঞান হয়ে গেল সিল।

আবার জ্ঞান ফিরে পেল সিল। সে এবার ট্রেনটিকে দেখতে পাচ্ছে, নিজেকে নয়। ট্রেনটা হিসহিস করে বাষ্প ছড়াতে ছড়াতে আরেকটি টানেলে ঢুকেছে। একসময় সাদা বাষ্পের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ট্রেন।

দুঃস্বপ্ন দেখছে সিল। স্লিপিং কমপার্টমেন্টের একটি চেয়ারে গুটিসুটি মেরে বসে আছে সে। দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠল। শরীরটা ভালো ঠেকছে না... অতিরিক্ত খাওয়ার ফল... না, তা নয়। বিষয়টি পেট কিংবা শরীর ব্যথা নিয়ে নয়। সে কোনো কারণে বিধ্বস্ত বোধ করছে। তীব্র খিদেটা চলে গেছে, এমন ক্লান্তি ভর করেছে গায়ে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতেও রীতিমতো কসরত করতে হচ্ছে।

তাছাড়া ভয়ানক গা চুলকাচ্ছে। মুখ, হাত, ভবঘুরের নোংরা পোশাকের নিচে গোটা শরীর প্রচণ্ড চুলকাচ্ছে। হাতের আঙুল দেখল সিল। হয়তো কোনো অ্যালার্জি, খাবার থেকে উৎপত্তি—

চামড়ার নিচে কিছু-একটা নড়াচড়া করছে। এমন তীব্র হয়ে উঠল চুলকানি,

চিৎকার দেয়ার জন্য মুখ হাঁ করল সিল। তার হাতের পেছনের মাংস জ্যান্ত হয়ে উঠেছে, যেন অদৃশ্য কিছু ত্বক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। লাফ মেরে খাড়া হল সিল, উন্মাদের মতো হাত ঝাঁকাচ্ছে, ছোট কমপার্টমেন্টের দেয়ালে বাড়ি মারছে। হঠাৎ তাল সামলাতে না পেরে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল সে। ভয়ের চোটে চোখ দিয়ে পানি গড়াতে শুরু করেছে। মুখের চামড়াও জ্বলছে, চুলকাচ্ছে। মুখের মাংসও কি নড়াচড়া শুরু করে দিয়েছে?

টলতে টলতে সিধে হল সিল বাথরুমের দরজা ধরে। ভেতরে ঢুকল। ছোট্ট, চৌকানো আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে পাচ্ছে। আর্তনাদ করে উঠল ভয়ে। এমন ভয়ংকর চেহারা জীবনে দেখেনি সিল। মুখের মাংসপেশিগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। কপাল এবং গালে শতশত গোঁটা উঠে ভরে গেছে মুখ। কয়েকটা চোখের কাছাকাছি। আতঙ্কিত সিল একটা গোঁটা ধরে চাপ দিতে ওটা ফেটে গেল। ছিদ্র দিয়ে কিলবিল করে বেরিয়ে এল কেঁচোর মতো ঘিনঘিনে একটা প্রাণী। গালের আরেকটা গোঁটা আপনাআপনি ফেটে গেল সিল-এর। তারপর আরেকটা। প্রতিটি ফাটা গোঁটা থেকে হিলহিল করে বেরুল কুৎসিত কীটগুলো।

চিৎকার করতে গিয়ে গলা ভেঙে গেল সিল-এর। পোকাগুলো একের-পর-এক কিলবিল করে বেরুচ্ছে। বেরিয়ে একত্রিত হচ্ছে। এবারে লম্বা লম্বা পোকা বেরুচ্ছে। সরু, ফ্যাকাশে সাদা রঙ। শরীরের কোনো জায়গা এখন বাদ নেই সিল-এর যেখান থেকে স্বচ্ছ রশির মতো পোকা বেরুচ্ছে না। ওগুলো আকারে বড় হচ্ছে, এগোচ্ছে সিলিং-এর দিকে। নর্দমার কীটগুলো আকারে শুধু বড়ই হচ্ছে না, গায়ে শক্তিও আছে বেশ। সিলকে দ্রুত নাগপাশে বেঁধে ফেলছে। সিল-এর সারা শরীরে বিশাল একটা জাল তৈরি করছে তারা। অসহায়ের মতো ফোঁপাচ্ছে সিল, টের পাচ্ছে মেঝে থেকে শূন্যে উঠে যাচ্ছে। আসলে লম্বা পোকাগুলো ওকে টেনে তুলছে।

অবশেষে সিলিং-এর গায়ে বাড়ি খেল সিল। ঝুলে রইল ওখানে। ছাড়া পাবার জন্য খামোকাই ধস্তাধস্তি করল। দেখল পোকাগুলোর শরীর থেকে উজ্জ্বল, আঠালো একধরনের সুতো বের করছে। চিৎকার করে করে কর্কশ হয়ে গেছে সিল-এর কণ্ঠ, গলা দিয়ে আর স্বর বেরুচ্ছে না। সুতোর জাল পেঁচিয়ে ধরল সিল-এর বুক, ওর দম বন্ধ হয়ে এল, যখন ঝলমলে তার বা সুতো ওর মুখে ঢুকতে লাগল ততক্ষণে সিল-এর ফুসফুস সম্পূর্ণ বাতাসশূন্য হয়ে গেছে।

সিল নিশব্দে ঝুলতে লাগল শূন্যে, ওকে ঘিরে থাকল কাচের মতো উজ্জ্বল একটা শুকনো পদার্থ।

ট্রেনের কনডাক্টর অ্যাঞ্জেলা কারডোজা সিল-এর কমপার্টমেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল। ভেতরে টিভি চলছে। মেয়েটা টিভি অন করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা কে জানে। এত রাতে দরজায় করাঘাত করে ঘুমন্ত যাত্রীদের কাঁচা ঘুম ভেঙে দিতে চায় না অ্যাঞ্জেলা।

'হ্যালো?' ডাকল সে। 'তুমি জেগে আছ, খুকি?' কোনো সাড়া নেই। দরজায়

ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। অথচ মেয়েটিকে দরজা বন্ধ করে রাখতে বলেছিল ও। 'হেল—ওহ্, কী শব্দ। আর ঘরটাকে কী করে রেখেছে!'

কমপার্টমেন্টে আলো বলতে একটি আসনে বসানো ছোট্ট টিভি থেকে বিচ্ছুরিত নীলচে-সাদা আলো। অ্যাঞ্জেলা টিভির সুইচ ঘুরিয়ে ভল্যুম কমাল। মেয়েটিকে ঘরে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ঘরের দশা যাচ্ছেতাই। মেঝেতে খাবার, প্যাকেট আর দুধের কার্টন গড়াচ্ছে। অদ্ভুত মেয়েটা খাবার-টাবার নিয়ে অন্য কোনো কমপার্টমেন্টে লুকিয়েছে কিনা কে জানে। তাহলে ওটাকেও তো নোংরা করে রাখবে।

অ্যাঞ্জেলা ধরেই নিল মেয়েটি এ-ঘরে নেই। তবুও বাথরুমে গেল সে। মেয়েটি শাওয়ার কিউবিকলে ঘাপটি মেরে আছে কিনা দেখতে। অন্য ঘরের চেয়ে এখানকার লাভেটরি আকারে অর্ধেক। অ্যাঞ্জেলা টয়লেটের ওপরে ঝুলতে থাকা কিছু-একটার সঙ্গে বাড়ি খেল। দেয়াল এবং মাঝামাঝি জায়গায় ঝুলছে ওটা।

অ্যাঞ্জেলা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার ছায়া পড়ল জিনিসটার ওপরে। 'কী এটা?' বলে উঠল সে।

জিনিসটা যাই হোক, আকারে বেশ বড়। এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃতি ওটার। অ্যাঞ্জেলা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে তার শুধু চোখ পড়ল চকচকে সারফেসে লালচে তরলের বুদ্বুদ ফুটে আছে। ওগুলো কেঁচোর মতো ল্যাগব্যাগ করছে। হাঁ-করা ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল অ্যাঞ্জেলা। আরেকটু ভালো করে দেখার জন্যে এক কদম সামনে বাড়ল।

বুদ্বুদের মাঝ দিয়ে বিস্ফোরিত হল একটা হাত-আঁকড়ে ধরল অ্যাঞ্জেলার মুখ। লম্বা আঙুল চেপে ধরে থাকল ওকে, টান মেরে তুলে নিল শূন্যে। চিৎকার দেয়ার আগেই তার মাথা এবং ঘাড় মাংসাশী, ভীতিকর একটি গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। শূন্যে মোচড় খেল অ্যাঞ্জেলার শরীর, ছাড়া পাবার জন্যে ধস্তাধস্তি করছে। একটু পরে অদৃশ্য বাঁধন আলগা হল, ধপ করে মেঝেতে পড়ে গেল অ্যাঞ্জেলা কারডোজা। কপালে তিন ইঞ্চি লম্বা ক্ষত, দরদর ধারায় রক্ত পড়ছে। অ্যাঞ্জেলার সারা মুখে লেপ্টে থাকা সবুজ ঘিনঘিনে পদার্থটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

অ্যাঞ্জেলার মাথার ওপরে স্ফটিকস্বচ্ছ জিনিসটার মধ্যে অকস্মাৎ দারুণ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। চকচকে সারফেসের সর্বত্র ফাটল সৃষ্টি হতে লাগল। যে ভয়ংকর গহ্বরে ঢুকে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে অ্যাঞ্জেলাকে, সে-জায়গাটা বিপুলভাবে নড়তে লাগল। ওখানে সৃষ্টি হল চাপ। তারপর জরায়ু থেকে যেন বেরিয়ে এল নবজাতক, মাংসল মুখটা থেকে খসে পড়ল সিল। প্রথমে মাথা, তারপরে বাহু, এরপরে বুক, এবং সবশেষে গোটা শরীর বেরিয়ে এল। অ্যাঞ্জেলার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল সে; তবে এ কিশোরী সিল নয়, অপূর্ব সুন্দরী এবং যুবতী সিল।

বাতাসের গন্ধ শুঁকল সে, চমৎকার সোনালি চুল তার মাথায়, চোখজোড়া সাগরের মতো নীল, চারপাশে নজর বুলাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। স্থির হল লাশটার ওপর। ধীরে ধীরে ঝুঁকল সিল। মৃত কনডাক্টরের শরীর থেকে খুলে নিতে লাগল পোশাক।

১১

প্রেস আগেও একবার এখানে এসেছে। ড. ফিচের অফিসে। তবে ড. ফিচের এইডটি নতুন। রবার্ট না কী যেন নাম। প্রেস কাইলি জ্যাকবসনের কথা ভাবছে। ড. ফিচের ওই সহকারীটি বেশ মজার লোক ছিল। সবসময় জোকস বলত। লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে না প্রেস। কী হয়েছে তার?

ড. ফিচের অফিস নানা জিনিসপত্রে ঠাসা। ডক্টরের মতোই নীরস। এমনকি এ অফিসের চেয়ারে বসেও মজা নেই। অথচ এই রিসার্চ সেন্টারের জন্য অবিশ্বাস্য অঙ্কের টাকা ঢালা হয়। প্রেস কিছু কাঠ এবং একটি কাউচ দিয়ে অফিসের চেহারা সহজেই বদলে দিতে পারত।

প্রেস ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে গেল। ফিচের সহকারী বলেনি প্রেস এবং ফিচ ছাড়া অন্য কেউ আজকের মিটিং-এ থাকবে। তবে ঘরে আরও তিনজনকে দেখা যাচ্ছে, ফিচের ডেস্ক ঘিরে বসেছে। দুজন পুরুষ, অপরজন মহিলা। মহিলাটি খুবই সুন্দরী।

ডক্টর ফিচ এখনো এসে পৌঁছাননি। আরো দুটো চেয়ার খালি। সুন্দরীর পাশের খালি চেয়ারের দিকে পা বাড়াল প্রেস। বসতে গিয়েও বসল না। 'এটা আগেই কেউ দখল করে রাখেনি তো?' সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে হাসল সে।

হাসি ফিরিয়ে দিল তরুণী ডান-বামে মাথা নেড়ে। বসে পড়ল ফিচ। ঘরের অপর দুই পুরুষকে দ্রুত, সংক্ষেপে দেখে নিল। একজন কমবয়েসী, মোটাসোটা, কৃষ্ণাঙ্গ, কালো চোখ, চেহারায় শিশুসুলভ সারল্য। অপরজন কালো চুলের সুদর্শন নওজোয়ান, প্রেসের প্রায় সমবয়েসীই হবে। ঘরের সবার দিকে পালাক্রমে তাকাচ্ছিল সে। প্রেস তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে তার একটা ভুরু লাফ দিল টকাশ করে। দুজনে একই সঙ্গে তাকাল মহিলার দিকে, তাদের চাউনি উপভোগ করল নারী, ঠোঁটের কোণ একটু বাঁকা হয়ে গেল হাসির ভঙ্গিতে।

'হাই,' সামনের দিকে ঝুঁকল কৃষ্ণাঙ্গ, হাঁটুর ওপরে জড়ো করে রেখেছে হাত। 'আমি ড্যান, ড্যান স্মিথসন। আ-আমি ঠিক জানি না কেন আমাকে এখানে ডেকে পাঠানো হয়েছে। ওরা বলল আমাকে নাকি ওদের দরকার। খুব নাকি জরুরি।'

অপরজন মাথা সামান্য কাত করল, 'তুমি কী করো, ড্যান?' তাকে ডাক্তারের মতো লাগছে, যেন রোগীর তথ্য নোট করে মনের ক্যাবিনেটে জমা রাখছে।

'আমি হিউম্যান মোটিভেশনের ব্যাপারে একজন এক্সপার্ট বলতে পারেন। আরো

পরিষ্কার করে বললে আমি একজন এমপ্যাথ।' দু হাত জড়ো করল ড্যান, নার্ভাস ভঙ্গিতে আঙুল নাড়ছে।

'মাঝে মাঝে ওরা আমাকে অদ্ভুত কিছু জিনিস দেখায়। মানুষের সৃষ্ট নানান কাণ্ড। এসবের কারণ ওদেরকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করি।' এক পায়ের ওজন আরেক পায়ে তুলে দিল ড্যান, জুতোয় জুতো ঘষা খেয়ে শব্দ উঠল। 'এমনিতে আমি পাসপোর্ট অফিসে ইনডেক্সিং ক্লার্ক হিসেবে আছি।'

কৌতূহল বোধ করল প্রেস। 'তুমি কী করে কাজটা করো, ড্যান?'

ড্যানের মসৃণ, কুচকুচে কালো কপালে মৃদু ভাঁজ পড়ল। 'আমি... কোনোকিছু গভীরভাবে অনুভব করতে পারি। অন্যেরা কী চিন্তা করছে বুঝতে পারি।'

'আচ্ছা!' প্রেস ওকে দেখল সন্দেহের দৃষ্টিতে। 'বলো তো, আমি এ-মুহূর্তে কী ভাবছি?'

ড্যানের চেহারা দেখে মনে হল সে এ-প্রশ্নের জবাব দিতে চায় না। যেন জবাব দিলে প্রেসের প্রাইভেসি নষ্ট করা হবে। অবশেষে সৌজন্যের খাতিরে বলল, 'আপনি... আমাদের আর বাকি সবার মতোই। কৌতূহলী।'

'স্টিফেন আরডেন, হার্ভার্ড অ্যানথ্রপলিজি ডিপার্টমেন্ট।' আরো কিছু বলার আগেই অপর পুরুষটি লালচুলো মহিলার দিকে বাড়িয়ে দিল নিজের হাত। 'আমি মানুষ নিয়ে গবেষণা করি, ক্রস-কালচারাল আচরণের বিষয়ে আমাকে এক্সপার্ট বলতে পারেন।'

কোনো দ্বিধা না করে অধ্যাপকের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল মহিলা। তার গভীর নীল চোখে ঝিকিয়ে উঠল আগ্রহ। 'লরা বেকার। আমি মলিকিউলার বায়োলজিস্ট।'

এবার প্রেসের পরিচয় দেয়ার পালা। চেয়ারে হেলান দিল সে। 'আর আমি প্রেসটন লেনক্স।'

সামনে ঝুঁকে এল স্টিফেন আরডেন। 'আপনার কর্মক্ষেত্রটি কোথায়, মি. লেনক্স?'

'আমি... সেনাবাহিনীর একজন ইনভেস্টিগেটিভ স্পেশালিস্ট। নিখোঁজ লোকদের খুঁজে বের করা আমার কাজ। সরকারি নানান সমস্যার সমাধানে আমার ডাক পড়ে।'

'আচ্ছা,' বলল স্টিফেন। দু হাত বাঁধল বুকে। 'আমরা কী-ধরনের সমস্যা নিয়ে কথা বলছি, মি. লেনক্স?'

একমুহূর্তের জন্যে সবাই ভাবল এ-প্রশ্নের জবাব বোধহয় দেবে না প্রেস! কিন্তু শ্রাগ করল সে। 'সমস্যা,' অবশেষে বলল ও, 'এমন সমস্যা যা নিয়ে কেউ কথা বলতে চায় না।'

ওর চেহারা দেখে বোঝা গেল এ-বিষয় নিয়ে আর কথা বলতে রাজি নয় লেনক্স।

ফিচ দলটিকে সি-জি-ওয়ান-এ পাঠিয়েছেন। এটি একটি রিসার্চ ল্যাব। এখানে আশি ইঞ্চি প্রজেকশন মনিটরের নেটলিঙ্ক রয়েছে। ফিচ এসে দেখলেন ওরা চারজন পর্দার সামনে চারটি চেয়ার দখল করেছে। রুমের পেছনে, ইউনিটের কনসোলে বসে আছে একজন কম্পিউটার টেকনিশিয়ান, আসন্ন হাইরেজুলেশন ইমেজের সিকোয়েন্স তৈরি করছে। ঘরের লোকগুলোর হতাশ চেহারা দেখে বোঝা যায় এরা টেকনিশিয়ানকে প্রশ্ন করেও জবাব পায়নি। ফিচ অবশ্য আগেই লোকটাকে এ ব্যাপারে মুখ খুলতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

ডক্টর ভেতরে ঢুকতে স্মিথসন, আরডেন এবং বেকার প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। প্রেস্টন লেনক্সকে তেমন পছন্দ করেন না ফিচ। তবে লোকটা নিজের কাজে খুব দক্ষ। সে ফিচের দিকে 'আবার কী কাণ্ড ঘটালেন' ভঙ্গিতে তাকিয়ে মৃদু মাথা ঝাঁকাল। ফিচ ওকে গ্রাহ্য না করে অন্যদের প্রতি মনোযোগ দিলেন।

'আমি জেভিয়ার ফিচ,' বললেন তিনি। 'আমি এ অপারেশনের নেতা। বাতি বন্ধ করো।'

বিশাল পর্দায় শুরু হয়ে গেল ছবি। আরেসিবো রেডিও টেলিস্কোপ এবং তার চারপাশের অরণ্য দেখা যাচ্ছে। আকাশ থেকে তোলা ছবিতে। ঘরের বাতি না নেভালেও চলত তবে এতে পর্দায় ছবির রেজুলেশন আরো তীক্ষ্ণভাবে ফুটে উঠল।

'১৯৭৪ সালের নভেম্বরে,' শুরু করলেন ফিচ, 'সার্চ ফর এক্সট্রাটেরেস্টিয়াল ইনটেলিজেন্স বা SETI'র একটি ছোট দল আরেসিবো'র দানব রেডিও ডিশ ব্যবহার করে মহাশূন্যে ম্যাসেজ পাঠাতে। তারা প্রায় পৌনে এক কিলোবাইট তথ্য পাঠায়। এর মধ্যে মানুষের ডিএনএ'র গঠনপ্রণালীও ছিল, ছিল আমাদের সৌরজগতের একটি মানচিত্র, পৃথিবীর জনসংখ্যা—এরকম আরো নানান তথ্য।' বিরতি দিলেন ফিচ। তারপর আবার শুরু করলেন, '১৯৯২ সালের ২১ মার্চ আরেসিবো একটি সিগনাল বা সংকেত পায়। ধারণা করা হয়, সংকেতটি এসেছে এক্সট্রাটেরেস্টেরিয়াল সোর্স থেকে। অস্বাভাবিক কোনো অরিজিন এর উৎপত্তিস্থল। নিউ মেক্সিকোর ভেরি লার্জ অ্যারে এবং অস্ট্রেলিয়ার পার্কসে অস্ট্রেলিয়া টেলিস্কোপ ন্যাশনাল ফ্যাসিলিটিও একই ধরনের সংকেত পায়। এই সংকেত বা ম্যাসেজ—দুটি সেকশনে এসেছিল। প্রতিটি সাতাশ হাজার বার রিপিট করা হয়, ব্যাপারটা পরিষ্কার করার জন্য যে ট্রান্সমিশনটা ছিল ইচ্ছাকৃত।'

হঠাৎ বলে উঠল ড্যান স্মিথসন, 'ওরা আছে! ওরা সত্যি আছে!'

'বেশ,' বলল স্টিফেন আরডেন। 'তবে বোঝা গেল ওরা তথ্যের ভিত্তিতে পরিভ্রমণ করে। তবে ওরা এখানে এসে পড়েছে এ ভাবনাটা হাস্যকর—'

'এ গ্রহের বাইরে বুদ্ধিমান জীবন?' লরার চোখ কম্পিউটার ইমেজে।

'আমাদের কল্পনারও বাইরে স্পেসের অস্তিত্ব রয়েছে,' মন্তব্য করল স্টিফেন। 'কাজেই শুধু আমরাই জীবন গঠনে সমর্থ এরকম ভাবছি কেন? এরকম ভাবা

নির্বুদ্ধিতা।' হঠাৎ তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ওটা এল কোত্থেকে? আপনারা জানতে পেরেছেন?'

'না,' স্বীকার করলেন ফিচ। 'আমরা ওদের ট্রেস করতে পারিনি, সংকেত ডিসাইফার করার ক্ষমতাও ছিল না। ম্যাসেজ পাবার পরে আমরা এর অরিজিন ট্রেস করার জন্য দেশের সবচেয়ে প্রতিভাবান জ্যোতির্বিদ এবং অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টদের এ কাজে নিয়োগ করি। তাঁরা যেটুকু তথ্য বের করতে পেরেছেন তা হল কৃষ্ণগহ্বরের কোথাও থেকে ওই সংকেত এসেছে। ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে—তবে সংকেত-প্রেরকের অস্তিত্ব সম্ভবত আর নেই।'

'তার মানে আপনারা জানেন না কীভাবে তারা এখানে এল। ঠিক আছে বলতে থাকুন।' শ্লেষের সুর প্রেসের গলায়। বিরক্ত লাগছে তার।

'আমি আগেই বলেছি দুটো স্বতন্ত্র কম্যুনিকেশন ছিল।' বললেন ফিচ।

'প্রথম ম্যাসেজ ডিকোড করার পরে আমরা ফুয়েল থেকে সীমাহীন শক্তি উৎপাদনের পোটেনশিয়াল পেয়ে যাই।'

'আর দ্বিতীয়টি?' জিজ্ঞেস করল প্রফেসর আরডেন। গভীর দম নিলেন ফিচ। 'দ্বিতীয় ম্যাসেজটি ডিএনএ'র নতুন সিকোয়েন্সে রূপ নেয়। ডিএনএ'র সিকোয়েন্স শ'খানেক মানব ডিম্বাণুতে প্রবেশ করানো হয়।' ফিচ টেকনিশিয়ানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। সে আরেসিবো গবেষণাকেন্দ্রের ছবি দেখাতে লাগল। ছবিতে দেখানো হল কীভাবে ডিম্বাণুতে ডিএনএ ঢোকানো হল তার দৃশ্য। পর্দায় একটি নাম ফুটল : কোড নেম : **সিল**।

ডিম্বাণুতে ডিএনএ প্রবেশের দু-ঘণ্টার মধ্যে কন্টেইনারে একটি নবজাতক শিশুকে ভাসতে দেখা গেল। বাচ্চাটা চোখ মেলে চাইলে লাফ দিয়ে উঠল ড্যান।

'মাই গড!' মুখ হাঁ হয়ে গেল স্টিফেনের অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখে।

চেয়ারে শিরদাঁড়া টানটান হয়ে গেল লরার, স্থিরচোখ পর্দায়। 'টাইম-টেবিলে নিশ্চয় গণ্ডগোল আছে—এত দ্রুত কেউ বেড়ে উঠতে পারে না!'

'টাইম-টেবিলে কোনো গণ্ডগোল নেই,' গম্ভীর মুখে জানালেন ফিচ। 'আমি ওখানে ছিলাম এবং নিজের চোখে সবকিছু দেখেছি।' পর্দায় আবার ইমেজ ফুটল। প্রজেক্ট সিল-এর বয়স এখন চার।

'এক সপ্তাহের মধ্যে ও এতবড় হয়ে গেছে,' মিরাক্‌ল!'

'হ্যাঁ,' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, ড. ফিচ। 'ওকে আমরা মেয়ে হিসেবে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিই। ভেবেছি এতে ওকে সহজে বশ মানানো যাবে, ও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।'

লরা এবং প্রেস মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। লরা চোখের মণি ঘোরাল, প্রেস বিরক্ত গলায় বলল, 'বশ মানানো যাবে এবং নিয়ন্ত্রণে থাকবে? কিন্তু ওকে আপনারা তেমন

বশ মানাতে পারেননি। পেরেছেন কি?'

'আপনারা ওকে এভাবে খাঁচায় বন্দি করে রেখেছিলেন?' আঁতকে উঠল লরা। 'সারাক্ষণ? ওর সঙ্গে কাউকে কথা পর্যন্ত বলতে দেননি?'

এ প্রশ্নে বিস্মিত দেখাল ফিচকে। 'হ্যাঁ, ওকে আমরা সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখি। বুঝতে পারছিলাম না ঠিক কী নিয়ে কাজ করছি। তাই সিদ্ধান্ত নিই ওকে অন্তত হপ্তাদুয়েক কারো সঙ্গে কথা বলতে দেব না। আমাদের প্রাথমিক ধারণা ছিল আমরা এমন একটি প্রাণী তৈরি করছি যার সাহায্যে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব, কিছু শিখতে পারব। ভেবেছি যেহেতু মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে ওকে, ওর সঙ্গে কথা বলা যাবে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।'

পর্দায় আরেকটি ছবি ফুটল। একটি কিশোরী মেয়ে একটি বড় কাচের ঘরে। সিলের বয়স এখন বারো। টেকনিশিয়ানরা তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চার্ট লিখছে, খাঁচার চারপাশে ছড়ানো ছিটানো মেডিকেল মনিটরের ডায়াল অ্যাডজাস্ট করছে। গার্ডরা দেখছে ওদেরকে।

স্টিফেন মেয়েটির নড়াচড়া লক্ষ করছে। 'মেয়েটির মধ্যে উষ্ণতা কম। তবে ও কথা বলতে পারে।'

লরার কপালে ভাঁজ পড়ল। 'আপনি বুঝলেন কী করে? ও তো এখন পর্যন্ত একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি।'

'এই যে দেখুন,' প্রফেসর একটা মনিটরে ঝুঁকল, বিরতি দিল এক সেকেন্ড। তারপর টোকা দিল পর্দায়। 'এবং এটা লক্ষ করুন। লক্ষ করুন ওর চোখ। একেকজনের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে তার দৃষ্টি—লোকের ঠোঁটের ভাষা পড়ে নিচ্ছে সে।'

'দারুণ,' হাঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ করল লরা। 'এবং মাত্র দু-হপ্তার মধ্যে।'

হঠাৎ সামনে ঝুঁকে এল ড্যান, ছবিতে নিবদ্ধ দৃষ্টি, 'কিছু একটা লুকাচ্ছে ও।'

'তুমি ঠিকই ধরেছ, ড্যান।' টেকনিশিয়ানের দিকে ইঙ্গিত করলেন ফিচ। খটাখট কয়েকটা সুইচ টিপল সে। দেখা গেল কম্বলের নিচে ঘুমাচ্ছে সিল। ছবিটি থেমে রইল একমুহূর্ত, তারপর স্লোমোশনে চলতে লাগল। 'মনোযোগ দিয়ে দেখুন।'

প্রথম পাঁচ সেকেন্ড কিছুই ঘটল না। তারপর সাদা কম্বলের নিচে মেয়েটির পিঠ থেকে শক্ত কিছু একটা বেরিয়ে এল। ওটা লম্বা এবং সরু, গজালের মতো আকার। একঝলক মাত্র দেখা গেল, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। কম্বলের নিচে মেয়েটির স্বাভাবিক শিরদাঁড়ার কাঠামো ফুটে থাকল।

'কী ওটা?' চেঁচিয়ে উঠল প্রেস। তার পূর্ণ মনোযোগ এখন পর্দায়। সুদর্শন মানুষটার হালকা নীল চোখজোড়ার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

'টেপ রিওয়াইন্ড করো,' হুকুম দিল স্টিফেন। 'আবার চালাও।' নির্দেশ পালন করল টেকনিশিয়ান। সতর্কতার সাথে দৃশ্যটা দেখল ওরা পাঁচজন। কিন্তু মেয়েটির

পিঠে একটা ঝলকের মতো যা ফুটে উঠল তা বাদামি-কালো অস্পষ্ট একটা দাগ মাত্র। জিনিসটা কী বোঝা গেল না। 'মেয়েটার মুখের দিকে তাকান,' আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করল উত্তেজিত প্রফেসর। 'চোখ দেখুন। র‍্যাপিড আইড মুভমেন্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সে। ঘুমাচ্ছে।'

'কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছে?' জিজ্ঞেস করল লরা। 'হয়তো যা ঘটেছে তা স্বপ্নের মধ্যে উদ্বেগ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।'

'আমি আরো বেশি উদ্বিগ্ন বোধ করছি,' বিড়বিড় করল প্রেস। তাকাল ফিচের দিকে, মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ মানুষটি।

'রিসার্চ টিমে একই রকম অনুভূতি হয়েছিল সবার। এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয় থিওরিটিক্যাল রিসার্চ আরো না-চালানো পর্যন্ত ফিজিকাল এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করে দেয়া হবে। তবে প্রজেক্ট টারমিনেট করতে গিয়ে যা ঘটেছে তা এখন দেখছেন আপনারা।' আঁধার ঘনাল ড. ফিচের চেহারায়।

ফুটেজে সিল-এর পালানোর দৃশ্য দেখানো হল বিস্তারিতভাবে।

'ওই যে কাইলি,' গম্ভীর গলায় বলল প্রেস। দেখছে ফিচ-এর সাবেক সহকারী হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। 'কী হল ওর?'

'খুব খারাপ,' মন্তব্য করল ড্যান। 'এতগুলো লোক—'

'সবাই মারা গেছে,' বললেন ফিচ।

'তার মানে ও পালিয়ে গেছে,' শান্ত গলায় বলল লরা।

'হ্যাঁ,' বললেন ফিচ। ফুটেজে রক্তাক্ত লাশ দেখে চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল ড্যানের। 'গতকাল সকালে সল্ট লেক সিটির কাছে বক্সকারে এক ভবঘুরের লাশ পাওয়া গেছে। প্রাথমিক ডিএনএ পরীক্ষায় জানা গেছে ওই লোকটাকে হত্যা করেছে আমাদের সৃষ্টি।'

'আর কোনো লাশ পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল স্টিফেন।

'এখন পর্যন্ত না।'

'পাবেন,' হঠাৎ বলে উঠল ড্যান। সবগুলো মুখ ঘুরে গেল তার দিকে। কিন্তু ব্যাপারটা লক্ষ করল না সে। 'মেয়েটার চোখ সামনের দিকে। তার মানে ও একজন শিকারি। প্রিডেটর বা শিকারিদের চোখ সামনের দিকে থাকে। ফলে শিকারের সঙ্গে নিজের দূরত্ব পরিমাপের সুবিধা হয় প্রিডেটরের।'

ফিচ প্রেসের দিকে তাকালেন। 'মি. লেনক্স। আপনি বুঝতে পারছেন তো কী ঘটছে?'

প্রেস ঠাণ্ডা-চোখে দেখল বৃদ্ধকে। 'বুঝতে পারছি, ড. ফিচ। বুঝতে পারছি আপনি আউটার স্পেস থেকে এক দানব নিয়ে এসেছেন। দানবটা পালিয়ে গিয়ে হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছে।' সে সবার দিকে একে একে তাকাল। 'আপনি এখন চাইছেন ওটাকে আমরা কব্জা করি এবং মেরে ফেলি।'

'সহজে যে-কোনো জিনিস বুঝে নেয়ার ব্যাপারে আপনি একটি প্রতিভা, মি. লেনক্স,' খিটখিটে গলায় বললেন ফিচ।

'ধন্যবাদ।'

চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে দিল লরা। ওকে হতাশ দেখাচ্ছে। 'আমরা ওকে ধরার পরে আরো পরীক্ষার জন্যে বাঁচিয়ে রাখতে পারি না? মেয়েটা তো আসলে অর্ধ-মানবী।'

সবাই কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল। প্রস্তাবের যৌক্তিকতা নিয়ে যেন ভাবছে। একটু পরে চেয়ার ছাড়ল প্রেস। চলে যাবে। 'লরা,' শান্ত গলা তার। 'আমার ধারণা এটা সম্পূর্ণ সার্চ অ্যান্ড ডেস্ট্রয় মিশন।' ফিচ-এর ওপর থেকে চোখ ঘুরে এল তার। মেঝের দিকে দৃষ্টি রেখে শেষ করল কথা। 'ওদের কাউকে খুন করার প্রয়োজন হলেই কেবল আমাকে ডেকে পাঠায়।'

১২

পর্দার ফাঁক দিয়ে প্রথমবারের মতো ইউনিয়ন স্টেশন দেখছে সিল। উটাহ্'র ব্রিগহ্যাম সিটি থেকে এ সম্পূর্ণ আলাদা এক জগৎ। এখানে অনেক লোক দেখতে পাচ্ছে ও। কেউ ট্রেনে চড়ার অপেক্ষা করছে, কেউবা অপেক্ষায় আছে কখন ট্রেন আসবে।

স্লিপিং কমপার্টমেন্ট থেকে বেরুনোর আগে নতুন কনডাক্টরের ইউনিফর্মের সামনের অংশ আঙুল দিয়ে চেপেচুপে ভাঁজটাজগুলো ঠিক করে নিল সিল। পোশাকটায় নিজেকে কতটুকু মানিয়েছে লক্ষ করছে। ওর কোমর কারডোজার কোমরের চেয়ে সরু। ট্রেন থেকে নেমে পড়ল সিল, যাত্রীদের দিকে পা বাড়াল। এরা একটা টানেল ধরে এগুচ্ছে। টানেলটা মিশেছে মেইন স্টেশনে।

মূল ভবনটি প্রকাণ্ড। ছাদটা এত উঁচুতে, উপরের দিকে তাকালে বোঁ করে ওঠে মাথা। সিল তার চারপাশে লক্ষ করতে লাগল। হাঁটছে, সেইসঙ্গে ওখানকার পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। গভীর মনোযোগে সবকিছু লক্ষ করছে ও। একটি ছোট মেয়ের পাশ কাটাল সিল। মেয়েটি তার মা'র হাত ধরে রেখেছে শক্ত করে। সিলের দিকে তাকিয়ে হাসল। নেভী ব্লু সুট এবং চোখে গাঢ় চশমা পরা একজন লোক হনহন করে এগিয়ে আসছে সিলের দিকে—

আড়ষ্ট হয়ে গেল সিল। একটা অনিবার্য সংঘর্ষের জন্যে প্রস্তুত। তবে সংঘর্ষ হল না। লোকটা কিছু না বলে পাশ কাটাল সিলকে। মহিলা এবং ছোট মেয়েটির দিকে এগোল। কী যেন বলল ওরা, লোকটা একটা ছোট্ট আইডেন্টিফিকেশন কার্ড দেখাল। তারপর ওদেরকে নিয়ে **'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'** লেখা দরজার দিকে পা বাড়াল। এই প্রথমবার সিলের নজরে এল আরো কয়েকজন পুরুষ, একইরকম পোশাক পরা, আট থেকে চোদ্দ বছরের একদল মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। চকিতে চিন্তাটা মনে এল সিল-এর—এই লোকগুলো আসলে ওকেই খুঁজছে। তবে ওদের ধারণা, সিল এখনো কিশোরীই রয়ে গেছে! সে স্বচ্ছন্দে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে। ওরা বুঝতেই পারবে না।

কিন্তু স্বস্তিবোধ করতে পারছে না সিল। মনে হচ্ছে কেউ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। উদাস চেহারা নিয়ে ঘুরল ও। ওর কাছ থেকে হাত-দশেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে ব্রিগহ্যাম সিটির স্ন্যাক বার-এর সেই ছেলেটা। ছেলেটা বোধহয় সিলকে

চিনতে পেরেছে—মুগ্ধচোখে দেখছে ওকে। সিল ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসল। ছেলেটার মা তার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে, পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে ঘুরে গেল সিল এবং মিশে গেল মেইন এক্সিটের দিকে ধাবমান ভিড়ের সঙ্গে।

হাজারো মানুষের সঙ্গে সে পা বাড়াল লস এঞ্জেলস-এর রাস্তা অভিমুখে।

'তোমাকে সাহায্য করতে পারি?'

মুখ তুলে চাইল সিল। কতগুলো পোশাক নেড়েচেড়ে দেখছে। তার সামনে দাঁড়ানো মহিলা বয়সে প্রৌঢ়, বেশ মোটাসোটা। সিল মহিলার বার্গান্ডিরঙা চুল দেখল, পিটপিট করল চোখ। নিজের অজান্তেই পরের হ্যাঙ্গারের একটা ড্রেসে হাত রেখে বলল, 'আমি এটা নেব।'

মহিলা ড্রেসের ঘাড়ে আটকানো ট্যাগে চোখ বুলিয়ে তাকাল সিল-এর দিকে। 'তুমি কি এটা কারো জন্য নিতে চাইছ?' সিল-এর লম্বা শরীর এক ঝলক দেখল সে প্রশংসার চোখে। 'এটা তোমার গায়ে ঠিক ফিট করবে না।'

সিল ফিরে গেল র‍্যাকে, পছন্দ করল আরেকটা। পোশাকটা তুলে ধরল। মহিলা ডানে-বামে মাথা নাড়ল। 'এটাও তোমাকে মানাবে না। এসো, আমার সঙ্গে।' সে আরেকটা সেকশনের দিকে ইঙ্গিত করল। 'তোমার আট সাইজের নিচে লাগবে।' সে র‍্যাক থেকে একটা হ্যাঙ্গার নামাল। 'এটাতে তোমাকে মানিয়ে যাবে।'

পোশাকটা গোলাপি স্যাটিনের। নববধূরা এরকম ড্রেস পরে। সিল হাত বাড়াল পোশাকটির দিকে। ক্লার্ক ওর হাতে তুলে দিল ড্রেস। ওকে নিয়ে এগোল পর্দাঘেরা একটা কিউবিক্‌ল-এর দিকে। 'ভেতরে গিয়ে পরে দেখো কেমন মানাল।' বলল মহিলা। 'এটা একদরের দোকান। তুমি পোশাকটি নেবে কিনা আগে ঠিক করো।' সিল ইতস্তত করছে দেখে তাকে অভয় দিল ক্লার্ক। 'ভেতরে যাও। কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না।'

তিন মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে কাউন্টারে ফিরে এল সিল। গোলাপি স্যাটিনের পোশাকে চমৎকার মানিয়েছে ওকে। ও কনডাক্টরের টাকার ব্যাগটা কোমরে বেল্টের মতো বেঁধে নিয়েছে। সে ব্যাগ খুলে যা টাকা পেল বের করে নিল। ক্লার্ক কিছু বলার জন্যে হাঁ করল মুখ, সিল সবগুলো নোট কাউন্টারে ঠেলে দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল চলে যাবার জন্যে।

'দাঁড়াও!'

থেমে গেল সিল। ঘুরল। দাঁড়িয়ে থাকল আড়ষ্ট কাঁধ নিয়ে। কাউন্টারে টাকা গুনছে মহিলা।

'টাকা-পয়সা নিয়ে একটু সাবধানে থাকবে,' বলল ক্লার্ক। বেশিরভাগ মহিলা... ইয়ে মানে, দোকান থেকে কনের পোশাক পরে সরাসরি বাইরে যায় না।' সিল লক্ষ

করল মহিলার চোখের পাতা অস্বাভাবিক ভারী, সে দুচোখের পাতায় দুরকম রঙে রাঙিয়েছে। 'তুমি কি বিদেশি?' জিজ্ঞেস করল সে।

একদিকে মাথা কাত করল সিল। 'হুঁ।' মহিলা অনেকগুলো টাকা ফেরত দিল ওকে। সিল টাকাগুলো দলামোচড়া করে কনডাক্টরের প্যাকে রেখে দিল।

'তুমি ইংরেজি বোধহয় খুব বেশি বলো না, না?' জানতে চাইল ক্লার্ক।

'আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারি,' জবাব দিল সিল।

প্রৌঢ়া নীরবে লক্ষ করছে সিলকে। সিলের মনে হল অনেকক্ষণ ধরে মহিলা দেখছে ওকে। অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ক্লার্ক।

'সাবধানে থেকো, কেমন?'

মাথা ঝাঁকাল সিল, তার চেহারায় সিরিয়াস ভাব ফুটল।

'জি,' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে বলল ও, 'জানি আমি। সাবধানে থাকব।'

দিনের বেশিরভাগ সময় হেঁটে বেড়াল সিল। এখন শেষ বিকেলের সূর্য পাহাড়ের কোলে ডুব দিতে চলেছে। সোনালি-লাল আবিরে রাঙানো পাহাড়চুড়ো, উপত্যকা এবং রাস্তার পাশের সারি-সারি ভবন। সিল-এর চারপাশে মানুষ আর মানুষ—এত মানুষ গুনে শেষ করা যাবে না। ফুটপাত ধরে হাঁটছে সিল। একজন পুরুষ এবং নারীর দিকে স্থির হল দৃষ্টি। একটা গাড়ির দরজা খুলে নামছে ওরা। গাড়িতে চড়া সুরের মিউজিক বাজছে। নাকে ধাক্কা দিল মদের গন্ধ। পুরুষলোকটার হাত তার সঙ্গিনীর শরীরে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহিলার চেহারা দেখে মনে হল এতে তার আপত্তি তো নেই-ই বরং ব্যাপারটা উপভোগ করছে সে। সিল-এর কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে মহিলা, তার সঙ্গীকে জড়িয়ে ধরে গভীর চুমু খেল মুখে। লোকটার মুখে ঢুকিয়ে দিল ঠোঁট। হাঁ করে দৃশ্যটা দেখছে সিল, ওরা রাস্তার পাশের ভবনে হেলান দিয়ে চুমোচুমি করতে লাগল আশপাশের সবকিছু ভুলে। ওদেরকে কিছুক্ষণ দেখল সিল তারপর পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

সময় গড়াচ্ছে। রাত নেমেছে। সিল আরেকটি রাস্তায় চলে এসেছে। অদ্ভুত একটা জায়গা। জায়গাটির নাম হলিউড বুলেভার্ড। রাস্তার পাশে সারবাঁধা সবুজ গাছ, গাছের পেছনে সার-সার সুন্দর সুন্দর বাড়ি। বাড়ির সামনে উঠোন। উঠোনের চারপাশে বেড়া। একটা বাড়ি থেকে একটা কুকুর ঘেউঘেউ করে উঠল সিলকে দেখে। বাড়িগুলোতে বাগান আছে। তাতে বোগেনভিলিয়ার গাছ, মরিচ গাছ, বাতাসে ফুলের মিষ্টি সৌরভ। দেখতে ভালোই লাগছে সিল-এর। হলিউড বুলেভার্ডের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে যৌনতা—রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে নিশিকন্যারা, ড্রাইভারদের হাত তুলে ডাকছে। বড় বড় বিলবোর্ড ঝলমলে আলোয় রঙিন। সেখানে নগ্ন সুন্দরীদের আহ্বান, সুন্দরীরা যৌনকাতর চোখে তাকিয়ে আছে

ম্যাগাজিনের র‍্যাক থেকেও।

রাস্তায় যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের বয়স খুবই কম। এগারো থেকে আঠারো-উনিশ হবে। বয়সীদের ব্যক্তিত্ব এবং আচরণ কিশোরদের থেকে আলাদা। এদের সবাইকে গভীর মনোযোগে লক্ষ করছে সিল। শিখছে। ওর চারপাশে যারা আছে, কাউকেই সঙ্গীহীন মনে হচ্ছে না। প্রত্যেকের সঙ্গে কেউ-না-কেউ আছে।

একটা বাসস্টপের সামনে চলে এল সিল। দুটি মেয়ে খিলখিল করে হাসছে। সিল-এর পেছনের দোকানের জানালার দিকে ইঙ্গিত করছে আঙুল তুলে। ওরা কি সিলকে দেখে হাসছে? পরনের গোলাপি পোশাকে হাত বোলাল সিল। মেয়েগুলোর ড্রেস ওরটার চেয়ে অনেক আধুনিক। তবে মেয়েগুলো আসলে ওর দিকে তাকিয়ে নেই। চোখের কোণ দিয়ে ওদেরকে লক্ষ করল সিল। চলে গেল দুজনে। সিল দোকানের জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। কাচের পেছনে সুন্দর সুন্দর অনেক পোশাক। দেখে মনে হচ্ছে এগুলো এ পরিবেশে খাপ খাবে বেশি। এসব পোশাকের তুলনায় সিল-এর গোলাপি ড্রেস নিতান্তই বেমানান। জানালা থেকে পিছিয়ে এল সিল। ভেতরে ঢুকবে। দোকানের নামটা দেখল ও। আলো ঝলমলে একটা সাইনবোর্ড দোকানের মাথায় : **ফ্রেডরিক'স অব হলিউড।**

১৩

‘দেখে মনে হচ্ছে এখানে যেন একটা পার্টি দিয়েছিল মেয়েটা,’ মন্তব্য করল স্টিফেন। দলবল নিয়ে স্লিপিং কমপার্টমেন্টে ঢুকেছে ও। দুটো সিটের মাঝখানে জায়গা সামান্যই, তাছাড়া মেঝেতে ছড়ানো আবর্জনার কারণে দাঁড়িয়ে থাকতে সমস্যাই হচ্ছে ওদের। ছোট একটা টেলিভিশন-সেট কাত হয়ে পড়ে আছে একদিকে, ওতে নাটক চলছে। ড. ফিচ হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দিলেন সুইচ। কমপার্টমেন্টে অদ্ভুত, বমি উগরে আসা একটা গন্ধ। মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে পচা, ভাঙা ডিম—সেইসঙ্গে পায়খানার গন্ধ যোগ হয়েছে।

প্রেস উঁকি দিল বাথরুমে। তার দেখাদেখি অন্যরাও। মেঝেতে ব্রা আর প্যান্টিপরা রক্তাক্ত মহিলাকে দেখে শিউরে উঠল। ডাক্তার পরীক্ষা করলেন লাশ। ‘মহিলার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।’ মন্তব্য করলেন তিনি।

‘ওটা কী?’ জিজ্ঞেস করল ড্যান। বাথরুমের ছাদে এবং দেয়ালে ঝুলে থাকা আঁশের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

আরডেন বলল, ‘মনে হচ্ছে শুঁয়োপোকা—রেশম গুটি।’

‘তো আমরা এখন কী খুঁজব?’ ঠাট্টার গলায় জিজ্ঞেস করল প্রেস। ‘দানব কোনো প্রজাপতি?’

শুকিয়ে যাওয়া একটা আঁশ পরীক্ষা করল লরা। ‘ওটা যাই হোক, এখন পুরোপুরি প্রাপ্তবয়স্কে পরিণত হয়েছে।’ মুখের কাছে হাত এনে গন্ধ শুঁকল। ‘এহ্, বিশ্রী গন্ধ। সহ্য করা যায় না।’

‘ঠিকই বলেছেন, ড. বেকার,’ ফিচ এবং আরডেন দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়ালেন। প্রেস একটা হাত বাড়িয়ে দিল লরার দিকে। হাতটা কৃতজ্ঞচিত্তে ধরল লরা। ‘এই কুৎসিত মৃত্যুবাক্স থেকে বেরিয়ে পড়ি চলুন। তাজা বাতাস দরকার আমাদের।’

মিলিটারি পুলিশ ঘিরে রেখেছে জায়গাটা। বাইরে চলে এল দলটা। জেভিয়ার ফিচ বললেন, ‘তো রেশমগুটিটা সম্পর্কে কারো কোনো ধারণা আছে?’

ডিজেলের গন্ধ ভরা বাতাসে শ্বাস টানল লরা। ‘আমার ধারণা শৈশব থেকে লাফ মেরে হঠাৎই যৌবনে প্রবেশ করেছে মেয়েটা। সে এখন পূর্ণ যুবতী। তবে তার

চেহারা এখন কেমন সে-ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই।'

'ব্যাপারটা বিস্ময়কর,' বলল স্টিফেন। 'আমাদের যা শিখতে লাগে কয়েক বছর, সে তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শিখে ফেলছে।' সে সিল-এর ব্যবহার-করা ড্রিংক কন্টেইনার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই'র খালি প্যাকেট ইত্যাদি একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে এনেছে।

'ও পড়তেও শিখে গেছে। এই যে দেখুন, ব্যাগে লেখা : স্ট্র ভেতরে ঢোকান, ট্যাব তুলে নিন এবং পান করুন। সে তাই করেছে। ব্যাগের লেখা পড়ে সেভাবে কাজ করেছে।'

'কিন্তু ও পড়তে শিখল কী করে?' অবাক হল প্রেস। 'ওকে তো কেউ বর্ণমালা শেখাচ্ছে না।'

'এখানে শেখায়নি বটে,' বাধা দিল ড্যান, 'তবে কমপাউন্ডের কেউ হয়তো শিখিয়েছে।'

সবাই তাকাল ফিচ-এর দিকে। মাথা দোলালেন তিনি। 'হ্যাঁ, আমরাই ওকে বর্ণমালা শিখিয়েছি। তবে ও-যে পড়তে শিখে গেছে তা বুঝতে পারিনি। কারণ সেরকম কোনো ইঙ্গিত ছিল না সিল-এর আচরণে।'

'ইঙ্গিত দেয়ার কোনো প্রয়োজনও ছিল না তার,' বলল ড্যান।

'এখন সে নিজেই সবকিছু শিখে নিচ্ছে। কমপাউন্ড থেকে যা শিখতে পারেনি টিভি থেকে হয়তো তা শিখে নিয়েছে। বিজ্ঞাপনগুলোতে তো ক্যাপশন দেয়াই থাকে। ওকে শুধু লক্ষ করতে হয়েছে।'

প্রেস ফিরল ফিলিপ ম্যাকরামসের দিকে। 'আমটার্ক বলছে মহিলা কনডাক্টর ছিল?' মাথা ঝাঁকাল এইড। 'ওর ক্রেডিট কার্ড এবং আইডেন্টিফিকেশন বের করার জন্যে কম্পিউটারে বসে যান। ট্রেনে কনডাক্টরের পার্স কিংবা জামা-কাপড় পাওয়া যায়নি। তার মানে সিল এগুলো নিয়ে গেছে।'

ফিলিপ ম্যাকরামসে মাথা ঝাঁকাল। 'আমি দেখছি।'

'এই মহিলা ভয়ংকর,' বলল ড্যান, 'সে মানুষ হত্যা করছে কিন্তু এজন্যে কোনো অনুতাপ নেই।'

'লস এঞ্জেলেসের পরিবেশে ও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে,' বলল প্রেস।

'বেশ।' বুকে হাত বাঁধলেন ফিচ। 'লস এঞ্জেলস—এখানেই তাহলে লড়াইটা শুরু হতে যাচ্ছে।'

'লড়াই?' স্টিফেনকে ভীত দেখাল। 'আপনি বোধহয় কথাটা বুঝতে পারেননি, ড. ফিচ। লস এঞ্জেলস সিল-এর জন্যে পারফেক্ট শহর। এ শহরে হাজারো রকমের মানুষের বাস। কেউ কাউকে চেনে না। মেয়েটা যাই করুক না কেন, কেউ তা লক্ষ করবে না। ওকে থামাবে কে?'

কঠোর দেখাল প্রেসের চেহারা। 'আমরা।'

বিল্টমোর হোটেলটি বেশ বড়, অভিজাত। এ হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে অভিযানে অংশ নেয়া দলটির। লাউঞ্জে বসে কফি খেতে খেতে পরবর্তী করণীয় নিয়ে কথা বলছে ওরা।

লরা বেকার বলল, 'আমার একটা পরামর্শ আছে। আমরা প্রাণীটার আঁশের ডিএনএ দিয়ে আরেকটা প্রাণী সৃষ্টি করি না কেন? তাহলে সিল আসলে কী জিনিস তা বুঝতে পারব।

'কিন্তু এ প্রস্তাবটা আমার কাছে খুবই বিপজ্জনক মনে হচ্ছে,' আপত্তি জানাল প্রেস।

'তবে লরার যুক্তি ঠিকই আছে,' সায় দিল স্টিফেন। 'আমরা এটার আসল চেহারা না-দেখা পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্যে পৌঁছুতে পারব না। ওকে ক্যামোফ্লেজ ছাড়া দেখা হয়ে উঠবে আমাদের সেরা অস্ত্র।' সবার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চোখ বুলাল সে।

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলেন ফিচ। 'ড. বেকার হয়তো ঠিকই বলেছেন। এ পরীক্ষার মাধ্যমে অন্তত এটুকু বুঝতে পারব আমরা কার সঙ্গে যুদ্ধ করছি।'

১৪

'আমরা যখন কোষ প্রবেশ করাব, ভিনদেশি ডিএনএ'র সঙ্গে পরিচয় ঘটবে নমুনা হোস্টের। নমুনা একটি পুষ্টিকর সলিউশনের মধ্যে রাখা আছে যা সেল ডিভিশনের বৃদ্ধি ও খাদ্য জোগাবে।'

লরার গলার স্বর শুনে প্রেস বুঝতে পারল মেয়েটা দর্শকদের উদ্দেশে এভাবে বক্তৃতা দিয়ে অভ্যস্ত। সে যখন বক্তৃতা দেয় তার সঙ্গে নিশ্চয় সহকারী থাকে এবং গ্রাজুয়েশন লেভেলের ছাত্ররা সে-কাজ করার সময় তাকে প্রশ্ন করে। এ মুহূর্তে দলটি রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির লস এঞ্জেলস ক্যাম্পাসের ভাইরাস রিসার্চ ল্যাবের অবজারভেশন কক্ষে। একজোড়া লিভার নিয়ে কাজ করছে লরা। চেহারা জয়স্টিকের মতো—একটা কাচের বাক্সের আইসোলেশন চেম্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদেরকে আলাদা করে রেখেছে ফুট-পাঁচেক লম্বা একটি জানালা। লরাকে সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত এক ল্যাব-কর্মী। পোশাকে আটকানো ট্যাগে তার নাম লেখা : মিশেল পুরডু। দলটা দুটো ভিডিও মনিটরে লরার কার্যকলাপ লক্ষ করছে। মনিটর-জোড়া ঠিক কনসোলের ওপর, কন্ট্রোলের সামনে। একটি মনিটরে আসোলেশন চেম্বারের সমস্ত লেআউট রেকর্ড করে নিচ্ছে, অপর মনিটরে দেখাচ্ছে গ্লাস বক্স ডিএনএ ইনজেক্ট করার প্রক্রিয়া।

'আমরা মানুষের কোষ ব্যবহার করছি না,' বলল স্টিফেন, 'তাহলে কিসের কোষ ব্যবহার করছি?'

'বাদুড়ের।'

'বাদুড় কেন?' জিজ্ঞেস করল প্রেস। 'এসব পরীক্ষায় সাধারণত উভচর প্রাণীদের ব্যবহার করা হয় বলেই শুনেছি। অথবা ইঁদুর।'

'বাদুড় ভাল্লাগে না আমার,' বলল ড্যান। মনিটরের দিকে চোখ যেন ভৌতিক ছবি দেখছে। 'ওরা উড়তে পারে।'

হাসল লরা, 'হ্যাঁ। তবে ওরা আকারে ছোট্ট, গায়ে শক্তিও নেই তেমন। আমাদের হোস্ট সেল সীমিত। পরীক্ষার জন্যে এটাই প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ল্যাবে এ মুহূর্তে এটাই আছে। দোকানে গিয়ে ভ্রূণকোষ কেনার সময় নেই এখন।'

'জীববিজ্ঞান বিভাগের কাছে ব্যাঙ নেই একথা বিশ্বাস করি না আমি,' তর্ক করল প্রেস। 'ড্যানের সঙ্গে আমিও একমত—বাদুড় আমারও পছন্দের প্রাণী নয়। তাছাড়া

আমরা তো দেখতে চেয়েছি ভিনগ্রহের প্রাণীটার চেহারা কেমন। এভাবে পরীক্ষা চালালে ওটার চেহারা বাদুড়ের মতো হয়ে যাবে না?'

'হতে পারে,' বলল লরা। 'তবে অরিজিনাল স্পিসিজ-এর হোস্ট সেল যেহেতু পাচ্ছি না, কাজেই আমরা কখনোই নিশ্চিত হতে পারব না ঠিক কী জিনিস দেখব। তাছাড়া কে বলতে পারে আমরা যে ডিএনএ সিকোয়েন্স পাচ্ছি তা ঠিক ওগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছে কিনা। যদি করেও আমরা জানি না কী দেখার প্রত্যাশা করছি—যদি ওটা কুড়ি ফুট লম্বা কোনো প্রাণী হয়? নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরেই আমরা ভিনগ্রহের ডিএনএ'র সঙ্গে আমাদের পরিচিত জিনিস মিশ্রিত করছি। আমরা সবাই জানি বাদুড় দেখতে কেমন, কাজেই ভিন্নরকম কিছু ঘটলে তা সহজেই চিহ্নিত করা যাবে। যেহেতু ভিনদেশি ডিএনএ আমাদের চেয়ে অনেক অগ্রসর তাই আমরা মানুষের কোষ ব্যবহার করছি না। মানবিক বুদ্ধি বিবেচনা ছাড়া প্রাণীটা জানতে পারবে না সে তার আকার-আকৃতি বদলাবার ক্ষমতা রাখে। ওটার চেহারা যেরকম হওয়ার কথা সেরকমই হবে। আমরা মানবকোষ ব্যবহারের কথা চিন্তাও করেছিলাম। বিশেষ করে ড. ফিচ। ভিনদেশি ক্রোমোজোমের সংখ্যা বাড়িয়ে এবং মানবকোষের সংখ্যা কমিয়ে কাজটা করলে প্রাণীটা অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান হয়তো হবে, কিন্তু সিল কমপাউন্ডে যে কাণ্ড ঘটিয়েছে সেকথা নিশ্চয় মনে আছে আপনাদের। এ প্রাণীটাও আকারে বিশাল হয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। আর ভিনগ্রহের প্রাণীরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান হওয়াই স্বাভাবিক।' দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করল লরা। হাত বাড়িয়ে একটা সুইচ টিপল। 'এবারে শুরু হচ্ছে অ্যাকশন।'

সবার চোখ ঘুরে গেল অপেক্ষাকৃত ছোট মনিটরের দিকে। হোস্ট সেলে ডিএনএ ঢোকানো হচ্ছে। 'ঠিক আছে... ওখানে—ধ্যাত্তেরি।' কন্ট্রোল ছেড়ে দিল লরা। বসে পড়ল ধপ করে। হতাশ।

'ছবির কী হল?' জানালা দিয়ে খালি আইসোলেশন চেম্বারে তাকাল ড্যান। তারপর হতভম্ব দৃষ্টি ফেরাল লরার দিকে।

'আধুনিক টেকনোলজির সেবার নমুনা হল এই,' নাক কোঁচকাল স্টিফেন। 'আপনার ক্যামেরাটার আয়ু শেষ।'

'আমাদের রিপ্লেসমেন্টের ব্যবস্থা নেই?' লরা জিজ্ঞেস করল ড. ফিচকে।

বিব্রত দেখাল ফিচকে, তাঁর হয়ে জবাব দিল পারডু। 'অবশ্যই আছে। বিকল্প একটা রাখা আছে। তবে টেকনিশিয়ানের ক্যামেরা বসাতে খানিক সময় লাগবে।'

'টেকনিশিয়ানের দরকার কী?' অভিযোগের সুর লরার কণ্ঠে। 'আমার ল্যাবে এরকম ঝামেলা প্রায়ই হয়—সবারই হয়। ক্যামেরা বসানো খুব সহজ কাজ।'

'কাজটা আপনি নিজে করতে পারবেন?' শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলেন ড. ফিচ।

'অবশ্যই। কেউ বক্সের ওপরের অংশটা খুলে দিলেই পারব।'

মুখ থেকে টুথপিক বের করে কাছের আবর্জনার ক্যানে ওটা ছুড়ে মারল প্রেস। 'এ নিয়ে কথা বাড়ানোর দরকার নেই। চলুন, আমি আপনাকে সাহায্য করছি।'

'ক্যামেরা এখানেই আছে,' জানাল ল্যাবকর্মী। সে মাথাসমান উঁচু একটা শেলফ থেকে কাবার্ডের একটি বাক্স নামাল। কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলল রশি। বের করে আনল নতুন একটি ক্যামেরা। 'আপনারা আইসোলেশন চেম্বারে ঢুকবেন?'

লরা মেয়েটার হাত থেকে ক্যামেরা নিল, দ্রুত একবার চোখ বুলাল ওতে। 'আমরা ঢুকব আর বেরিয়ে আসব। চলুন,' প্রেস লরার পেছন পেছন চলল অনুগতের মতো। ভারী ফায়ার ডোর আইসোলেশন-চেম্বার অবজারভেশন-রুম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ফিচ কন্ট্রোল কনসোলের একটা বোতাম টিপলেন, খুলে গেল দরজা; ওরা ভেতরে ঢুকতেই আবার বন্ধ হয়ে গেল।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' অদৃশ্য স্পিকার থেকে ভেসে এল ফিচের খনখনে, ধাতব কণ্ঠ। 'আমরা আপনাদেরকে জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। তবু জানতে চাইলাম স্পিকার ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা।'

'কাজ করছে,' হাঁক ছাড়ল প্রেস, চারপাশে চোখ বুলাল কোত্থেকে ফিচের গলা ভেসে আসছে দেখার জন্য। দেখতে পেল না।

'চিৎকার করতে হবে না,' মৃদু ভর্ৎসনা করল লরা। 'স্পিকার ঠিক থাকলে আপনার কথা শুনতে কারো সমস্যা হবে না। বাইরে থেকে ওরা কী বলছে আমরাও পরিষ্কার শুনতে পাব।'

'আচ্ছা,' সে এবং লরা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ওটা কাচের ছোট ক্রেটটা বহন করছে। লরা প্রেসকে ক্যামেরা দিল। তিন ফুট চওড়া বাক্সটা ভারী, স্টেরিলাইজড কাচে তৈরি, ওপরে কবজা। কবজার বিপরীত দিকে একজোড়া উইংনাট ওটাকে আটকে রেখেছে। প্রেস দেখল লরা নাট খুলছে। দুজনে মিলে ঢাকনা তুলে ধরল, প্রেস ধরে থাকল নাট ক্যামেরা, ওটা বাক্স থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লরা। বাক্স থেকে খুলে এল ক্যামেরা, প্রেস নামিয়ে আনল ওটা, নতুনটাকে বসিয়ে দিল জায়গামতো। লরা দ্রুত ভিডিও তারগুলো কানেকশনে লাগাল, তারপর পিছিয়ে এল। হঠাৎ ঝাঁকি খেল ও।

'আহ্—'

'ক্রাইস্ট!' ফিচের চিৎকার ভেসে এল স্পিকারে। 'ছবি পাচ্ছি আমরা। প্রসেসিং শুরু হয়ে গেছে। ক্যামেরা ওটার ওপর ধরুন।'

খালিচোখেই দৃশ্যটা দেখতে পেল ওরা। একটা ডিশের মধ্যে থলথলে, গোলাপি-বাদামি রঙের কী একটা মাথা তুলতে শুরু করেছে।

'অবিশ্বাস্য', দম বন্ধ হয়ে এল লরার। ডিশের কভার থাবা মেরে বন্ধ করে দিল ও। প্রেসের হাতে এখনো উইংনাটজোড়া, সে একটা পেরেক জায়গায় বসিয়ে ওটা লাগিয়ে দিল, তারপর লরার পাশে চলে এল। 'এত দ্রুত জীবন বৃদ্ধি পেতে পারে

না!'

'দারুণ,' প্রেস আরেকটা নাট লাগাতে গেল, আঙুলের ফাঁক গলে পড়ে গেল ওটা মেঝেতে। 'যা শালা!'

প্রেসের সঙ্গে লরাও মেঝেতে উবু হয়ে বসে পড়ল। নাট খুঁজছে পাগলের মতো। ওদের মাথার ওপরের টেবিল থেকে ভেসে এল একটা শব্দ। লরা ফোঁসফোঁস শ্বাস ফেলছে। স্পিকারে শোনা গেল ড্যানের গলা।

'আমার মনে হয় লরা এবং প্রেসের এখনই ফিরে আসা উচিত।'

'শালার বল্টুটা গেল কই?' চেঁচিয়ে উঠল প্রেস। 'আমি—'

'ওই যে!'

বামদিকে আঙুল দিয়ে দেখাল লরা। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল প্রেস। তিনফুট দূরে মেঝেতে শুয়ে আছে বল্টু। হাত বাড়িয়ে ওটা তুলে নিল প্রেস। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল টেবিলে। দ্রুত নাট লাগাতে লাগল। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেছে ওর। ডিশের মধ্যে দ্রুত আকারে বড় হয়ে উঠছে ভীতিকর জিনিসটা। কাঁপছে। বড়সড় রেশমগুটির মতো লাগছে দেখতে। বাক্সটাও কাঁপছে। যেন ফেটে যাবে এখুনি।

'জলদি চলুন,' প্রেস লরার হাত ধরল। দুজনে একসঙ্গে কুঁকড়ে গেল কাচের বাক্সের মধ্যে কুৎসিত, কদাকার মুখটা বাড়ি খেতে। তীক্ষ্ণ একটা শব্দ করল ওটা। চৌকোনা মুখে সারিসারি ধারালো দাঁত। ওটার একটা লেজও আছে। কাঁটাভর্তি। সিলের মেরুদণ্ডে এরকম একটা জিনিস ক্ষণিকের জন্যে ফুটে উঠতে দেখেছিল ওরা। প্রাণীটা লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল। কাচের সঙ্গে ধাক্কা খেল। একটা শব্দ হল—ক্লিক! প্রেস এবং লরা নিজেদের জায়গায় জমে গেল, শব্দটা আবার হল—ক্লিক।

তৃতীয়বারের মতো কাঁটাঅলা লেজটা কাচে বাড়ি খেতে বিদ্যুৎ খেলে গেল দুটো শরীরে। লাফ মেরে পেছাল ওরা। প্রাণীটার শরীরের চাপে ঝনঝন শব্দে ভাঙল কাচের বাক্স, মাথায় শুঁড়অলা, কাঁটাভর্তি লেজ নিয়ে বাদুড়ের মতো দেখতে ভীতিকর প্রাণীটাকে বাক্স থেকে বেরুতে দেখে প্রাণঘাতী আর্তনাদ ছাড়ল লরা। ওটা সোজা প্রেসকে লক্ষ করে লাফ দিল। ঝট করে একপাশে সরে গেল প্রেস। লক্ষ্যচ্যুত হল টার্গেট। প্রেসের কাঁধের ওপর দিয়ে শক্ত কংক্রিটের ওপর আছড়ে পড়ল বাদুড়সদৃশ প্রাণীটা। মেঝের টাইলসের সঙ্গে সেঁটে থাকল র‍্যাটলস্নেকের লেজের মতো। দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। মুখ দিয়ে হিসহিস করতে করতে আইসোলেশন চেম্বারের পেছনে, কাঠের একটা টেবিলের নিচে গিয়ে সেঁধুল।

চেম্বারের সিলিঙের চারকোনার বাবল বাতিগুলো লাল আলো নিয়ে জ্বলতে শুরু করল, সেইসঙ্গে কানফাটানো শব্দে বাজতে লাগল সাইরেন। গোলমাল, হল্লা-চিৎকার সত্ত্বেও স্পিকারে পরিষ্কার শোনা গেল ফিচের কণ্ঠ। ঠাণ্ডা, পেশাদার।

'আমি অটোমেটিক ক্লক চালু করে দিয়েছি,' বলে চলল তাঁর অশরীরী কণ্ঠ।

'আপনারা ওটাকে ধ্বংস করার জন্যে দু'মিনিট সময় পাবেন। ওই সময়ের মধ্যে ওটাকে হত্যা করতে না পারলে আইসোলেশন চেম্বার জ্বালিয়ে দেব আমি।'

আঁতকে উঠল লরা। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল প্রেস। জানালা দিয়ে জ্বলন্ত চোখে তাকাল ফিচের দিকে। ভিডিও ক্যামেরার ঠিক নিচে একটা ডিজিটাল ঘড়িতে ইতোমধ্যে ফুটতে শুরু করেছে সময়। দুই মিনিট... এক মিনিট উনষাট সেকেন্ড...

'কী!'

'আমাকে ঘর জ্বালিয়ে দিতেই হবে।' পুনরাবৃত্তি করলেন ফিচ। পরিষ্কার কোয়ার্টজ গ্লাস থেকে তাঁর অভিব্যক্তিশূন্য চেহারা দেখা যাচ্ছে। স্টিফেন এবং ড্যান তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে, চোখে প্রবল বিতৃষ্ণা। 'প্রাণীটাকে ধ্বংস করার জন্যে আপনারা দু'মিনিটেরও কম সময় পাচ্ছেন।'

'বুলশিট!' প্রেস ঘুসি মারল দরজায়, লরা লাথি কষাল। সে চেম্বারে চোখ বুলাচ্ছে দ্রুত। 'দরজা খুলুন!'

'পারব না। ওটা বেরিয়ে আসতে পারে। আমাকে প্রটোকল মেনে চলতে হবে।'

'কিসের বালের প্রটোকল?' গর্জে উঠল প্রেস। বৃথাই দরজার হাতল ধরে টানাটানি করল। 'দরজা খুলুন, ফিচ।'

'এ এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গে প্রটোকল জড়িত।'

অত্যন্ত ধৈর্যশীল শোনাল ফিচের কণ্ঠ। প্রেসের ইচ্ছে করল গলা ফাটিয়ে চেঁচায়; তার চেয়েও বেশি ইচ্ছে করছে বুড়োর ঘাড়টা মটকে দিতে।

'ঘরে ঢোকার আগে একথা বলেননি কেন আমাদের?' চেঁচাল লরা। 'আপনার মনটা তখন কোথায় ছিল? আকাশে?'

'ওদেরকে বেরুতে দিন,' ড্যানের কণ্ঠ শোনা গেল। তবে যেন দূর থেকে ভেসে আসছে গলা, যেন ওকে জোর করে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। 'প্লিজ, ড. ফিচ—'

ওকে বাধা দিলেন ড. ফিচ। 'এখন আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। আপনারা মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন।'

এমন সময় প্রেস টেবিলের নিচ থেকে খরখরে একটা শব্দ শুনতে পেল। লরা ওকে টেবিলের পাশ থেকে টেনে সরিয়ে নিল।

'আমার ভয় লাগছে,' ভীত গলায় বলল ড্যান।

'আইসোলেশন বক্সে একজোড়া ইনসিনেরেশন লাইন আছে,' কন্ট্রোলরুমের সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে উচ্চকিত হয়ে উঠল ল্যাবকর্মীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। সবুজটা অক্সিজেনের, লালটা গ্যাসের। লাল তারটা ছুটিয়ে নিয়ে ওটা ফ্লেমথ্রোয়ার হিসেবে ব্যবহার করুন। জলদি করুন—আর মাত্র এক মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড বাকি।'

'ফিচ, ইউ সন অব আ বিচ,' ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে দাঁতমুখ খিঁচাল প্রেস। লাফ মেরে এগিয়ে গেল বক্সের দিকে, টান মেরে ছুটিয়ে আনল লাল তারটা। লরা খুলে ফেলল ভালভ। হিসহিস শব্দে বেরুতে লাগল গ্যাস। প্রেস পকেট থেকে

একটা বিক লাইটার বের করল, হুইলে বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিল, লাইটারের মুখে আগুনের ছোট একটা শিখা জ্বলে উঠল দপ করে। সে এবং লরা চট করে ঘুরল। ভয়ংকর প্রাণীটাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। 'গেল কোথায় ওটা? ধরুন—' লরাকে লাইটার ছুড়ে দিল প্রেস। 'জ্বালিয়ে রাখুন।' মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসল ও, এগোল হামাগুড়ি দিয়ে। ডানদিক দিয়ে ভেসে এল মৃদু হিস্‌স্‌ শব্দ, তারপর আরেকটা, তবে এবারের শব্দ আগের চেয়ে জোরালো। প্রেস আছড়ে পিছড়ে পিছু হটল প্রাণীটাকে টেবিলের একটা পায়ার সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে দেখে। প্রেসকে দেখে ওটা যতটা সম্ভব পেছনে সরে গেল।

আতঙ্ক বোধ করল প্রেস দেখে ওটার শরীরে দুপাশে হাতের মতো দুটো জিনিস গজিয়েছে। আকারে আরো বড় হয়েছে। হঠাৎ প্রাণীটার পিঠ ফেটে গেল, বেরিয়ে এল ক্ষুরধার দাঁতের সারি নিয়ে আরেকটা ভয়ংকর-দর্শন মুখ। ওটা বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলল টেবিলের একটা পায়া। তারপর কপকপ করে কাঠের ছিলকা ও টুকরো খেতে লাগল।

'ওটাকে খাওয়ার সুযোগ দেবেন না,' শিউরে উঠল লরা।

'খাবার পেটে গেলে আকারে আরো বেড়ে যাবে।'

প্রেস বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে গ্যাসলাইনের জ্বলন্ত অংশ ছুড়ে দিল প্রাণীটাকে লক্ষ করে। অগ্নিশিখা ছোবল মারল প্রাণীটার গায়ে। কিচকিচ করে ছুটে পালাল। প্রেস হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল। তাকাল ডিজিটাল ঘড়ির দিকে। ১ মিনিট ১৫ সেকেন্ড আছে আর... ঝড়ের গতিতে বয়ে যাচ্ছে সময়। প্রেস ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল টেবিল। প্রাণীটা নেই।

'ফিচ, ইউ বাস্টার্ড, দরজা খুলুন।'

একমুহূর্ত বিরতি, তারপর শেষবারের মতো স্পিকারে ভেসে এল ফিচের কণ্ঠ।

'আমি দুঃখিত, প্রেস এবং লরা। আমি পারব না।'

'প্লিজ, ড. ফিচ,' অনুনয় করল ড্যান। 'ওদেরকে একটু দয়া করুন—এভাবে ওদেরকে আপনি পুড়িয়ে মারতে পারেন না।'

'দুর্ভাগ্যবশত পরিস্থিতি আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে। মাঝেমাঝে এমন সব কাজ আমাদের করতে হয় যা আমরা করতে চাই না।'

'তাই বলে দুজন নির্দোষ মানুষকে এভাবে পুড়িয়ে মারতে হবে?' রাগে গনগন করছে স্টিফেনের চেহারা।

'ইউ সিক, বাস্টার্ড, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদেরকে পুড়ে মরতে দেখবেন? হারামজাদা দরজা খোলার বোতামটা কোথায়? আমি নিজে খুলে দেব দরজা। আপনি বলতে পারেন আমি আপনাকে বাধ্য—'

কথা শেষ করতে পারল না স্টিফেন, তীক্ষ্ণ, তীব্র একটা আর্তনাদে থেমে গেল

মাঝপথে। জানালা দিয়ে আইসোলেশন চেম্বারের অনেকটা অংশ দেখা যায়। ওরা দেখল প্রাণীটা এখন দু'ফুট লম্বা, লরার ঊরুর কাছের কাপড় কামড়ে ঝুলে আছে। ব্যাঙাচির মতো গায়ে নতুন আরো কাঁটা গজিয়েছে। প্রেস আকাশের দিকে ঠ্যাংতোলা টেবিলটা লাফ মেরে টপকে এল, হাত দিয়ে ধরে ফেলল প্রাণীটার শরীর এবং লেজের মাঝখানের অংশ। টান মেরে ছুটিয়ে আনল লরার গা থেকে। ওটা কামড়ে ধরল প্রেসের মুখ। গগনভেদী চিৎকার দিল প্রেস। প্রাণীটাকে ছুড়ে ফেলল মেঝেতে।

কিন্তু যতবার মেঝেতে ছুড়ে ফেলা হল ততবার দ্বিগুণ বেগে প্রেসের দিকে ছুটে এল ওটা। প্রাণীটা লরাকে হামলা করেছে দেখে হাত থেকে গ্যাসের লাইন ফেলে দিয়ে ওকে বাঁচাতে গিয়েছিল প্রেস। এবার লরা হাতে তুলে নিল লাইন, বিক লাইটার দিয়ে জ্বালাল গ্যাস। প্রাণীটাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার বৃথা চেষ্টা করতে লাগল। কারণ স্থির থাকছে না ওটা একমুহূর্তের জন্যেও। সাপের মতো হিসহিস করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রেসের গায়ে। প্রেসকে বাঁচিয়ে প্রাণীটার গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

প্রেস হঠাৎ ওটার লেজ জাপ্টে ধরার সুযোগ পেল। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওটাকে শূন্যে একপাক ঘুরিয়ে আছাড় মারল দেয়ালে। দেয়াল থেকে মেঝেতে ছিটকে পড়ল সৃষ্টিছাড়া জীবটা। কিন্তু কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হল না। মেঝেতে কিলবিল করে এগোতে লাগল প্রেস এবং লরার দিকে। ওটার ঘাড়ে মাংসপিণ্ডের মতো কী একটা গজাচ্ছে। আকারে আগের চেয়ে চারগুণ হয়ে গেছে। জীবটাকে দেয়ালে আছড়ে ফেলে ঘড়ির দিকে চকিতের জন্যে তাকিয়ে ছিল প্রেস এবং লরা। ভয়ানক প্রাণীটাকে ওদের দিকে আসতে দেখে আঁতকে উঠে চট করে একপাশে সরে দাঁড়াল।

আর মাত্র নয় সেকেন্ড বাকি।

'আমার পথ থেকে সরে দাঁড়ান, ফিচ,' ঘোঁতঘোঁত করল স্টিফেন। পা বাড়াল কনসোলের দিকে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফিচ পকেট থেকে পিস্তল বের করে তাক করেছেন ওর দিকে। স্টিফেন স্টেনলেস স্টিলের ছোট, চকচকে AMT .45 ব্যাকআপ-এর ব্যারেলের দিকে তাকিয়ে থাকল পাথর হয়ে। মাত্র ছয় ইঞ্চি লম্বা ব্যারেল, তবে ওর ভবলীলা সাঙ্গ করার জন্যে যথেষ্ট।

ওদিকে, জানালার ওপাশে প্রেস অতিরিক্ত গ্যাসলাইনের ধাতব শেষপ্রান্ত প্রাণীটার ফুলে-ওঠা মাংসের মধ্যে সেঁধিয়ে দিয়েছে। পটকা ফাটার মতো একটা শব্দ হল। যন্ত্রণায় কাতরে উঠল জীবটা, পিছিয়ে গেল। ঘরের প্রায় অর্ধেকটা অংশ জুড়ে রেখেছে সে এখন। আবার সামনে বাড়ল। মুখ দিয়ে থুতু ছিটোচ্ছে, দাঁতে দাঁত

ঘষছে।

'যেখানে আছে সেখানেই থাকুন, আরডেন,' ফিচের চেহারাই বাক্যটার শেষ বলে দিল : *নইলে আমি গুলি করব*। ডক্টরের বাম কপাল বেয়ে ঘামের একটা ফোঁটা নামল।

ছয়। পাঁচ—

উন্মাদের মতো চারদিকে তাকাল ড্যান। কনসোলে অসংখ্য বোতাম! কোন্টা দিয়ে দরজা খোলে? প্রফেসর আরডেন জানে। কিন্তু ড. ফিচ তাকে দরজা খুলতে দেবেন না। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকা ড্যান যেন চলৎশক্তিহীন মানুষ হয়ে পড়ল, দেখল ঘড়ির সেকেন্ড দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। চার, তারপর তিন। আতঙ্কিত হয়ে উঠল দেখে বৃদ্ধ খালিহাতটা লাল টকটকে একটা বোতামের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ বোতামের মানে একটাই হতে পারে—প্রেস এবং ড. বেকারের মৃত্যু। ড. ফিচ একবার পর্দায় চোখ বুলাচ্ছেন, পরমুহূর্তে তাকাচ্ছেন আরডেনের দিকে। মিশেল পারডু হতভম্ব হয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'না—করবেন না!' বুড়োর হাত বোতামের দিকে নেমে আসছে, তার ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ড্যান। তার বিশাল শরীরের ধাক্কায় মেঝেতে ছিটকে পড়লেন ড. ফিচ। হাত থেকে ছুটে গেল .45। চলে গেল নাগালের বাইরে। তবে মার্শাল আর্টে দক্ষ বৃদ্ধমানুষটি সহজেই ড্যানের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারলেন। হাঁচড়েপাঁচড়ে সিধে হলেন। এগোলেন কনসোলের দিকে।

টেবিলের কিনারায় চলে এসেছেন ড. ফিচ, আবার হামলা চালাল ড্যান। কুস্তিগীরের শরীর নিয়ে সমস্ত ওজন চাপিয়ে দিল বুড়োলোকটির গায়ে, মেঝের সঙ্গে যেন গেঁথে ফেলল। ড্যানের দ্বিতীয়বার হামলার সুযোগটা নিল স্টিফেন। একলাফে চলে এল কনসোলের সামনে, আইসোলেশন চেম্বারের দরজা খোলার বোতামটা পেয়ে গেল। বোতাম টিপে ধরতেই খটাশ করে খুলে গেল দরজা।

'কাম অন!' কনসোলের মাইক্রোফোনে গলা ফাটাল স্টিফেন।

'জলদি বেরিয়ে আসুন!'

প্রেস এবং লরা টলতে টলতে বেরিয়ে এল খোলা দরজা দিয়ে, স্টিফেন আবার সুইচ টিপল। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ফায়ার প্রুফ ইস্পাতের দরজায় বিকট প্রাণীটা সশব্দে আছড়ে পড়ল।

'যথেষ্ট হয়েছে,' ঘোঁতঘোঁত করল প্রেস। সে ড্যান এবং ফিচকে ডিঙিয়ে কনসোলের সামনে চলে এল। টিপ দিল ইনসিনারেশন বাটনে। এক সেকেন্ড কিছুই ঘটল না। তারপর জানালায় চোখ-ধাঁধানো কমলা রঙের আলো জ্বলে উঠল। আগুন ধরে গেছে আইসোলেশন চেম্বারে।

'ঈশ্বর, আরেকটু হলেই গেছিলাম,' লরা কন্ট্রোল টেবিলের কিনারে বসল, হাঁপাচ্ছে বেদম।

'আপনি ঠিক আছেন তো?' প্রেস জিজ্ঞেস করল লরাকে। তারপর ড্যানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ওকে সিধে হতে সাহায্য করল। ওর হাতটা ধরে থাকল প্রেস। গভীর গলায় বলল, 'ড্যান, তোমার সঙ্গে যদি কেউ কখনো কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করে, স্রেফ আমাকে খবর দিও। ঠিক আছে? তুমি খুবই ভালো একজন মানুষ।' প্রশংসা শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ড্যানের চেহারা। লরা ওর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে দেখে লজ্জায় লাল হল।

ফিচ আস্তে ধীরে খাড়া হলেন। ওরা চারজন তাঁর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। প্রেস ঘুসি পাকিয়ে এগোল বুড়োর দিকে। 'এক মিনিট, লেনক্স,' দ্রুত বলে উঠলেন ফিচ। 'আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন এ ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না। সিল পালিয়ে যাবার পরে আমাকে প্রটোকলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কমপ্লেক্সকে আবার বিপদাপন্ন করে তুলতে পারে এমন কিছু ঘটলে আমি যেন ওই ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিই।' তিনি মেঝে থেকে পিস্তল তুলে নিলেন, কোনো মন্তব্য না করে রেখে দিলেন পকেটে। প্রেস রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল, ড্যানের নরম গলা থামিয়ে দিল ওকে। 'প্রটোকল?' সরল বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে সে ফিচের দিকে।

'আমি জানতাম না প্রটোকল মানে নিজের লোককে হত্যা করা।'

১৫

সিল সানসেট পামস-এ উঠেছে। এটা একটা মোটেল। ছোট বিল্ডিংটির সামনের ফুটপাতে কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে ঘোরাঘুরি করতে দেখছে। ওদেরকে দেখে প্রথমে আশঙ্কিত বোধ করেছে। কিন্তু ওরা এক বেশ্যাকে জেরা করছে দেখে দূর হয়ে গেছে উদ্বেগ। পুলিশ অফিসাররা সিল এবং তার ওভারলোড করা ব্যাগ লক্ষ্য করলেও বলেনি কিছু। ওদের দু-একটা কথা শুনতে পেয়েছে সিল। 'খুন' শব্দটা ওর মনোযোগ কেড়ে নেয়। ট্রেনের ছোট্ট টিভিসেট এবং এই দুই ইউনিফর্ম-পরা লোকের কথোপকথন থেকে একটা বিষয় বুঝতে পারছে সিল— সে সেই ভবঘুরে এবং মহিলা কনডাক্টরের যে দশা করেছে তাকে বলে খুন। পুলিশ কর্মকর্তারা উত্তেজিত ভঙ্গিতে জেরা করে ভীত করে তুলছে মহিলাদেরকে। সিল বেশ বুঝতে পারছে ওকে আরো সাবধান হতে হবে। নইলে কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়লে তাকে ওরা কমপ্লেক্সে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে কিংবা তারচেয়েও খারাপ কিছু ঘটতে পারে ওর কপালে।

মহিলা কনডাক্টরের ইউনিফর্মের পকেট হাতড়ে টাকা যা পেল তা নিয়ে রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে পা বাড়াল সিল। ডেস্কের পেছনে বসে বছর কুড়ির একটা ছেলে রোলিং স্টোন পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল। তার আঠালো চুলের রঙ সোনালি, সামনের পাটির দাঁতের মাঝখানের ফাঁকে অলসভঙ্গিতে জিভ ঢুকিয়ে দিচ্ছিল সে। চেহারায় বিরক্তি। কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালেও সিল-এর দিকে মুখ তুলে চাইল না সোনালি চুল। কী করবে বুঝতে না পেরে ভাঁজ-করা টাকাগুলো ডেস্কে, ছেলেটার দিকে ঠেলে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সিল।

অবশেষে মুখ তুলে চাইল ছেলেটা। সামনে অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতীকে দেখে চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার, হাত থেকে ম্যাগাজিন ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ঝট করে। তেমন লম্বা নয় সে। সিল-এর সুগঠিত শরীর দেখল কয়েক সেকেন্ড বোকার মতো, তারপর হাঁ-করা মুখ বুজে ফেলল। ডেস্কের টাকাটা নিয়ে গুনতে লাগল। প্রায় পুরোটাই রেখে দিল সে, সিলের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল।

হাসিটা পছন্দ হল না সিলের। তবু বিনিময়ে লাজুক একটুকরো হাসি উপহার দিল সে।

ডাবল রুম পেয়েছে সিল। সে ঘরে ঢুকে জামাকাপড় ছাড়ল। পায়ে শুধু হাইহিল, নগ্ন শরীর নিয়ে দাঁড়াল ক্লজিটের মানুষসমান আয়নার সামনে। এ মোটেলে আসার আগে পত্রিকার একটা দোকানে দাঁড়িয়ে কসমোপলিটান, প্লেবয় এবং চিক পত্রিকা উল্টেপাল্টে দেখেছে সিল। মস্তিষ্কে গেঁথে গিয়েছে কোন্ ড্রেস পরলে তাকে সুন্দর দেখাবে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সিল। আয়নায় লম্বা, নমনীয় শরীরের দারুণ সুন্দরী এক নারীর প্রতিবিম্ব ফুটে আছে। সিল-এর চুল ঝলমলে সোনালি, পটল-চেরা আকাশের মতো নীল চোখ, ভারী, উদ্ধত একজোড়া বক্ষ। তার গায়ের রঙ ফর্সা, ত্বকে কোনো দাগ নেই। চোয়ালের হাড় সামান্য উঁচু, পাখির ডানার মতো একজোড়া ভুরু। সরু কোমর। নিতম্বজোড়া বেশ ভারী এবং লম্বা পাজোড়া অত্যন্ত লোভনীয়। আয়না থেকে দৃষ্টি সরল বিছানায়। ওখানে সাটিনের আন্ডারওয়্যার এবং ব্রা আছে। এগুলো পত্রিকা দেখে দোকান থেকে কিনে এনেছে সিল। একজোড়া কালো প্যান্টি তুলে নিল ও। হাত উঁচু করে দেখছে। এগুলো পরলে ওকে দারুণ দেখাবে।

পোশাক পরে নিয়েছে সিল। টিভি ছেড়ে দিয়ে একের পর এক চ্যানেল বদলাতে লাগল। টিভি দেখে অনেক কিছু শেখা যায়। পুরুষ, নারী এবং শিশুরা কত কী করছে। কেউ গাইছে, কেউ চিৎকার করছে। একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে ভূমিকম্প নিয়ে। ভূমিকম্প কী জিনিস? একটা চ্যানেলে নারী-পুরুষের রমণদৃশ্য দেখে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল সিলের। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে তারা যে কাণ্ড শুরু করল টিভি পর্দায়, শরীর গরম হয়ে উঠল ওর। দৃশ্যটা দেখে একজন পুরুষের সঙ্গে মিলিত হবার তীব্র কামনা জাগল বুকে। টিভির ওই জগতের বাসিন্দা হতে চায় সিলও।

সিল টিভি দেখেই জেনে ফেলল নারী-পুরুষের মিলনে জন্ম নেয় নতুন প্রাণ।

মোটেলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সিল, পেছন থেকে ডাকল রেজিস্ট্রেশন ডেস্কের আঠালো চুলের ছেলেটা।

'আ, এক্সকিউজ মি... মিস।'

চায় কী ও? ছোকরাকে প্রথম দর্শনেই ভালো লাগেনি সিলের। নোংরা, গায়ে গন্ধ। ওকে পাত্তা না দিয়ে বেরিয়ে যাবে ভেবেছিল সিল, শেষমুহূর্তে বদলাল মত। এভাবে গেলে অনাকাঙ্ক্ষিত মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুরল সিল, ছোড়ার সামনে এসে দাঁড়াল। ছোকরা লোভাতুর চোখে ওকে দেখল। লো-কাট কালো ব্লাউজ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে সিলের পিনোন্নত পয়োধর। মিনি স্কার্ট সুগঠিত ঊরুর অনেক ওপরে এসে শেষ হয়ে গেছে। সিল অবশ্য লোকটার নোংরা চাউনি লক্ষ করল না।

'আপনি এখানে রুম ভাড়া করেছেন,' ব্যাখ্যা করল ছেলেটা।

'আপনার ক্রেডিট-কার্ডটা আমাদের লাগবে।' মাথা একদিকে কাত করে তাকাল সিল। ছোকড়া জড়ানো উচ্চারণে দ্রুত কথা বলে। পরিষ্কার বোঝা যায় না। তার গালে ব্রনের দাগ। 'যেমন ধরুন সিনেমা দেখলেন, দূরে কোথাও ফোন করলেন কিংবা ঘরের কোনো ক্ষতি হল—এ সব আর কি।'

সিল ব্যাগ খুলে ওকে কিছু টাকা দিল। ঘর ভাড়া দিয়েও এ টাকাগুলো তার কাছে থেকে গেছে। ছেলেটাই বাকি টাকা ফেরত দিয়েছিল।

মাথা নাড়ল ক্লার্ক। 'টাকা দিলে হবে না, লেডি। ক্রেডিট-কার্ড লাগবে। জিপ-জ্যাপ।'

'জিপ-জ্যাপ?' কথাটার মানে কিছুই বুঝতে পারল না সিল।

হলুদ দাঁত বের করে হাসল রেজিস্ট্রেশন ক্লার্ক। মুখ থেকে গন্ধ আসছে। নিশ্চয় দাঁত মাজেনি। 'ইয়াহ্, হানি। জিপ-জ্যাপ, অ্যামেক্স, ভিসা, মাস্টারকার্ড, প্লাস্টিক।'

প্লাস্টিক! এখন বুঝতে পারল সিল। কনডাক্টরের ব্যাগ খুলল সে। ভেতরে প্লাস্টিকের একটা কার্ড পেল, তাতে পিরামিড আকারের একটা সাইন। লেখা : মাস্টারকার্ড। কার্ডটা বাড়িয়ে দিল সিল। কার্ড নিয়ে মাথা ঝাঁকাল ক্লার্ক। কমপিউটারের সামনে বসল। কী-বোর্ড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, ব্যাগের চেইন টেনে বন্ধ করল সিল। তারপর বেরিয়ে এল। মাত্র কয়েক কদম এগিয়েছে, মোটেলের দরজা খুলে গেল সশব্দে। ডেস্ক ক্লার্ক একছুটে বেরিয়ে এল।

'এই যে!' হাঁক ছাড়ল সে। 'দাঁড়ান!'

দাঁড়িয়ে পড়ল সিল। কুঁচকে গেছে ভুরু। লোকটা কি আরো প্লাস্টিক চাইছে? ব্যাগে আরেকটা কার্ড আছে। ভিসা লেখা। দরকার হলে এটাও ওকে দিয়ে দিতে পারে সিল।

কিন্তু আরেকটা কার্ড চাইল না লোকটা। বরং সিলের দেয়া মাস্টারকার্ডটি ফিরিয়ে দিল। কার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সিল। তার সঙ্গে লোকটার অন্য কোনো দরকার আছে কিনা জানার জন্যে অপেক্ষা করছে। তবে লোকটা তার কাছে আর কিছু চাইল না, তেলতেলে একটা হাসি উপহার দিল। 'মিস কারডোজা অ্যাঞ্জেলা—আপনার বোধহয় এটাই নাম, না? ক্রেডিট কার্ড যেন ভুল লোকের হাতে না পড়ে লক্ষ রাখবেন। আমি কী বলতে চাইছি আশা করি বুঝতে পারছেন।' হাসিটা চওড়া হল লোকটার মুখে, যেন গোপন কোনো কথা বলছে। সিলের ঠোঁট বেঁকে গেল বিতৃষ্ণার ভঙ্গিতে। 'ভুল লোক' বলতে এ লোক কী বোঝাতে চাইছে বুঝতে পারেনি সে। তবে লোকটার কথা শুনে মনে হচ্ছে নিজেকে সে ভালো লোক বলে দাবি করছে।

'না,' বলল সিল, 'পড়বে না।' একমুহূর্ত ক্লার্কের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, তারপর একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। 'পুরুষলোক পাবার মতো ভালো জায়গা কোথাও

আছে?'

ডেস্ক ক্লার্কের মুখ থেকে তেলতেলে হাসিটা অদৃশ্য হয়ে গেল, ঝুলে পড়ল চোয়াল। 'পুরুষমানুষ?' বোকার মতো জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ, পুরুষলোক,' পুনরাবৃত্তি করল সিল।

মাথার পেছনে হাত চালিয়ে দিল লোকটা। চেহারায় চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে বলল, 'ফরমোসার আইডিতে পুরুষলোকের অভাব নেই।' সিল তার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে ব্যাখ্যা করল, 'এটা একটা ক্লাব। ওখানে লোকে মদ খায়, নাচে, জানেনই তো?' মাথা ঝাঁকাল সিল। 'ওখানে কোনো পুরুষমানুষ খুঁজে পেতে সমস্যা হবে না আপনার। তাছাড়া আজ লেডিস নাইট। আজ আপনাকে ওরা ফ্রি ঢুকতে দেবে। যদি মনের মতো কাউকে খুঁজে না পান,' লালসার দৃষ্টি আবার ফিরে এল ক্লার্কের চোখে, 'আমাকে জানাবেন কেমন?' চোখ টিপল সে, দৃষ্টি দিয়ে যেন লেহন করল সিলের শরীর।

'বেশ।' আর কিছু না বলে ঘুরল সিল। মাস্টারকার্ড ঢুকিয়ে ফেলল ব্যাগে। হাঁটা দিল। লোকটা বিড়বিড় করে 'অকৃতজ্ঞ মাগী' বলে গাল দিল সিলকে। সিল ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। চলে গেছে লোকটা।

১৬

ফোন ধরতে দীর্ঘ সময় নিল প্রেস। ড. ফিচের ফোন। টিভিতে স্পোর্টস চ্যানেল দেখছিল প্রেস। ফোন ধরে নিরাসক্ত গলায় বলল, 'বলুন?'

'কনডাক্টরের ক্রেডিট-কার্ডের খোঁজ মিলেছে। হলিউডের সানসেট পামস মোটেলে।' ফিচের গলা কাঠখোট্টা।

'গাড়ি রেডি আছে। আমরা ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে বেরিয়ে পড়ছি। কাজেই—'

ঠকাশ করে ফোন রেখে দিল প্রেস। ডেড হয়ে গেল লাইন। ফিচ ভুরু কুঁচকে ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর নামিয়ে রাখলেন রিসিভার। পা বাড়ালেন দরজার দিকে। তিনি জানেন প্রেস তাঁর ওপর যতই রাগ করুক, সে একজন প্রফেশনাল। কাজে ফাঁকি দেয় না।

অন্যেরা গাড়িতে উঠে পড়েছে। সবাই আকস্মিক নির্দেশ পেয়েছে। ড্যান জুতো পরার সময় পায়নি। মোজা আর জুতো হাতে নিয়েই চলে এসেছে। লরা এবং স্টিফেনও এসে পড়েছে। শুধু প্রেসের আসা বাকি।

সানসেট পামস মোটেলের সামনে থামল ড. ফিচ-এর গাড়ি।

'মেয়েটা এখানে থাকবে কেন?' জীর্ণ, পুরোনো ভবনটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ড্যান। 'বাল্টিমোর এরচেয়ে অনেক ভালো জায়গা।'

'কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা খারাপ হোটেল তা সে বোঝে না,' ব্যাখ্যা করল স্টিফেন আরডেন। 'আর বুঝলেও গ্রাহ্য করে না।'

গাড়ির দরজা খুলে হুড়মুড় করে নেমে পড়ল সবাই। এগোল মোটেলের দরজার দিকে। ডেস্ক ক্লার্ক জিনস প্যান্টের পেছনের পকেটে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

'অ্যাঞ্জেলা কারডোজা পরিচয় দেয়া মহিলা কত নম্বর রুমে উঠেছে?' ক্লার্কের একটা হাত খপ করে চেপে ধরলেন ফিচ। 'আমাদের নষ্ট করার সময় নেই। তোমাকে আগেই বলা হয়েছে—'

'আরে, ছাড়ুন তো,' ঝাঁকি মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল ক্লার্ক। 'আমার শার্টের ভাঁজ নষ্ট করে দিলেন তো। আমি জানি আপনারা কে।' সে কুঁচকে যাওয়া আস্তিন সময় নিয়ে ঠিক করছে। প্রেস থমথমে চেহারা নিয়ে এগোল তার দিকে। সে ক্লার্কের চেয়ে এক হাত লম্বা, ওজনও কমপক্ষে ত্রিশ পাউন্ড বেশি।

'আমরা এখানে ফাজলামি করতে আসিনি।'

আঠালো চুলের ক্লার্ক চোখ টিপল। 'টেক ইট ইজি, ম্যান। মেয়েটা চলে গেছে। ক্রেডিট-কার্ডটা যে চুরি করা তা আমি টের পাবার আগেই উড়ে গেছে পাখি।'

'ওর রুমটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল স্টিফেন। 'কোনোকিছু রেখে গেছে?'

'কিচ্ছু না,' জবাব দিল ক্লার্ক। 'আমি চেক করেছি।'

'তাতো করবেই,' ঘোঁতঘোঁত করল প্রেস।

কাঁধ ঝাঁকাল ক্লার্ক। 'আপনারা নিজেরা গিয়ে দেখে আসুন না।'

'যাব।' বলল প্রেস। সে ক্লার্কের কাঁধে হাত রাখল, যেন কতদিনের দোস্তি। লোকটার মুখ ব্যথায় নীল হয়ে গেল কাঁধের জয়েন্টে প্রেসের শক্ত আঙুলের চাপ খেয়ে। মুচকি হাসল প্রেস। 'ও কাজটা আমি ব্যক্তিগতভাবে করব। তবে একটু পরে। তুমি বুদ্ধিমান মানুষ। আশা করি ঘরের কোনো জিনিসপত্র এদিক-সেদিক হয়নি। ঘরে যাতে কেউ না ঢুকতে পারে সে-ব্যাপারটা তুমি নিশ্চিত করবে, তাই না?'

হাতের চাপ আরেকটু বাড়াল প্রেস। আর্তনাদ ছাড়ল ক্লার্ক, 'নি-নিশ্চয় করব।' ওকে ছেড়ে দিল প্রেস। লোকটা যন্ত্রণাকাতর চেহারা নিয়ে কাঁধ ডলতে লাগল।

'ওখানে একটা সিকিউরিটি ক্যামেরা আছে,' ছাদের দিকে ইঙ্গিত করল স্টিফেন। 'ফিল্মটা দেখব।'

মাথা নাড়ল ক্লার্ক। 'ভুলে যান। ফিল্ম দেখাতে পারব না।'

'অবশ্যই দেখাতে হবে,' দাবড়ানি দিলেন ফিচ। লোকটার মুখের সামনে মুখ নিয়ে এলেন। 'কাজটা না করলে এ মোটেলের মালিককে জবাবদিহিতা করতে হবে কেন তোমার অসহযোগিতার কারণে এ মোটেল দুই হপ্তার জন্যে বন্ধ ছিল। তাছাড়া ফেডারেল জেলেও তোমাকে ঢুকতে হবে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে!' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলল ক্লার্ক। 'আমি ফিল্ম দেখানোর ব্যবস্থা করছি। পাঁচ মিনিট সময় দিন।'

কাউন্টারের পাশে 'EMPLOYFES ONLY' লেখা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। কিছুক্ষণ পর উদয় হল প্রাচীন একটি পোর্টেবল সাদা-কালো টিভি এবং মলিন চেহারার একটা ভিসিআর নিয়ে।

'জলদি করো,' লোকটাকে হুকুম দিলেন ফিচ।

টিভি এবং ভিসিআর চালু করতে সময় নিল ক্লার্ক। তারপর চালু করল ফিল্ম। কিছুক্ষণ ফাস্ট-ফরোয়ার্ড এবং রিওয়াইন্ড করার পরে 'পজ' বোতামে টিপ দিল। 'ওই যে সে।'

'এরচে' ভালোভাবে ছবি দেখা যাবে না?' ছোট্ট পর্দায় উঁকি দিল লরা। 'চেহারাই তো চেনা যাচ্ছে না।'

ক্লার্ক হাত বাঁধল বুকে। 'এটা ভিডিওর দোকান নয়, হানি। যা দেখতে পাচ্ছেন

এরচে' ভালো দেখাতে পারব না।'

'এখানে দেখার মতো কিছু নেইও,' বলল লরা। পর্দার দিকে পেছন ফিরল।

'মেয়েটা কোথায় গেছে, জানো?' জিজ্ঞেস করলেন ফিচ। তাঁর চোখ সেঁটে আছে পর্দায়। 'কোনো অনুমান?'

'অনুমান অবশ্য করা যায়। বলল তার পুরুষসঙ্গী দরকার। আমি তাকে আইডি ক্লাবে যেতে বললাম।' সবাই নীরব হয়ে গেল তার কথা শুনে। হতভম্ব দেখাল ক্লার্ককে। 'আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি? যেভোবে ড্রেস পরেছিল মেয়েটা, ভেবেছি পতিতা-টতিতা হবে।'

'টেপটা আমাকে দাও,' বললেন ফিচ। ক্লার্ক প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, আপত্তি জানিয়ে লাভ হবে না বুঝতে পেরে বন্ধ রাখল মুখ। ভিডিও ক্যাসেটটি বের করে নিল যন্ত্র থেকে। দিল ফিচকে। 'ল্যাবে এটা পাঠিয়ে দেব। ওরা ছবিটা বড় করে দেখানোর ব্যবস্থা করবে। দেখি এতে যদি চেহারাটা পরিষ্কার বোঝা যায়।' দলের অন্যান্য সদস্যদের ওপর চোখ বোলালেন তিনি। 'আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হল—'

'আইডি ক্লাব।'

১৭

আইডি লস এঞ্জেলসের সবচে’ বড় ক্লাব। ওটার বাইরের চেহারা দেখেই অভিভূত সিল। টিভিতে দেখা প্রাসাদের মতো। বিশাল বিশাল খিলান, ধূসর-রঙা পাথুরে দেয়াল। তিনতলা ক্লাব। ক্লাবে ঢোকার জন্যে বিরাট লাইন দিয়েছে লোকে। সিল লাইনের পাশে হাঁটতে হাঁটতে সদর দরজায় চলে এল। লাইনে দাঁড়ানো মহিলাদের চেয়ে সিলের পোশাক অনেক বেশি রক্ষণশীল। অবশ্য ওই মেয়েগুলোর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরীও সিল। সুন্দরী বলেই ক্লাবে ঢুকতে বেগ পেতে হল না ওকে। পেশিবহুল শরীরের এক বাউন্সার দাঁড়িয়ে ছিল ক্লাবের প্রবেশপথে। সিলকে হাত ইশারায় ডাকল সে। দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ‘ভেতরে যান।’

বাউন্সারকে মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে দৃঢ়পায়ে সামনে বাড়ল সিল। লাইনের অনেকেই ঈর্ষাকাতর নানান মন্তব্য করল ও আগে ঢোকার সুযোগ পেয়েছে বলে। ভারী দরজা পেরিয়ে প্রকাণ্ড একটা ঘরে ঢুকে পড়ল সিল। চোখ ধাঁধানো আলোর ছটায় অন্ধ হবার দশা। চড়া সুরে গান বাজছে। অদৃশ্য, কয়েক ডজন স্পিকার ছড়িয়ে দিচ্ছে মিউজিক। তালে তালে নাচছে অসংখ্য মানুষ। নারী-পুরুষ সবাই।

রুমের মাঝখানে বিশাল, গোলাকার একটি বার, ডায়মন্ড প্লেটশিট মেটালে তৈরি, ক্রোমের রেইলিং। তার ওপরে সারসার টিভি-মনিটর। সবগুলো টিভিতে সেক্সি ছবি দেখাচ্ছে। সিলিং-এর সমান উচ্চতায় দুটি মেয়ে নগ্ন হয়ে নাচছে,বর্ণিল আলোকচ্ছটায় রঙিন তাদের শরীর। দর্শকরা তাদের উদ্দেশ্য করে সিটি বাজাচ্ছে।

বার-এর দিকে এগোল সিল। একজন আসন ছেড়ে চলে যেতে জায়গাটা দখল করল ও। চারপাশে চোখ বুলাতে লাগল। আশপাশের মহিলাদের লক্ষ করে বুঝতে পারল তাদের তুলনায় গা-ঢাকা পোশাক পরেছে সে। এক পায়ের ওপরে আরেকটা লম্বা পা তুলে দিল সিল। ফর্সা ঊরু আরও খানিকটা উন্মুক্ত হলো, তবে পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো নয়। সোনালি চুলের এক মহিলা, সিলের মতো দেখতে, পাশ দিয়ে হেঁটে গেল নিতম্বে ঢেউ তুলে। অনেক পুরুষই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তাকে। সিল লক্ষ করল পুরুষদের চোখ সেঁটে রয়েছে মেয়েটির নিতম্ব এবং বুকে। মেয়েটি টাইট, চেরিরঙা ট্যাঙ্ক-টপ পরেছে। জামা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে সুউন্নত বক্ষ। সিলের ব্লাউজও টাইট, তবে তার ঊর্ধ্বাংশ ঢেকে আছে অনেকটাই।

সিল ব্লাউজ খুলে ফেলল। ভেতরে শুধু ব্রা। সিল বার-এর টুলের নিচে ফেলে

দিল ব্লাউজ। ব্যাপারটা লক্ষ করল না কেউ।

সিল ভিড়ের ওপর চোখ বুলাচ্ছে, চোখাচোখি হয়ে গেল বাদামি চুলের সুদর্শন এক পুরুষের সঙ্গে। লোকটার দিকে আবার ফিরে তাকাল সিল। চোখ টিপল। কয়েক সেকেন্ড সিলকে স্থিরদৃষ্টিতে দেখল সুদর্শন যুবক। তারপর ওর দিকে পেছন ফিরল। ব্যাপারটা বুঝতে পারল না সিল। ও কি কোনো ভুল করে ফেলল? ভুরু কুঁচকে লোকটাকে লক্ষ করতে লাগল সে। যুবক কয়েকবার তাকাল সিলের দিকে। প্রতিবারই অস্বস্তি ফুটল চোখে। সিল দেখল লোকটা আরেক মহিলার দিকে তাকাচ্ছে যেভাবে সিলের দিকে তাকাচ্ছিল। তবে মহিলা লোকটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল না। একবার মাত্র তাকিয়েই নামিয়ে ফেলল চোখ। তার চোখের পাতা কাঁপছে ভীরু লাজে। নিজের ড্রিংকের গ্লাসে চোখ। এরকম বারকয়েক করল সে। অবশেষে লোকটা হেঁটে গেল মহিলার কাছে, বসল তার পাশে। কথা বলতে লাগল।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সরু হয়ে এল সিলের চোখ। পুরুষদের দিকে আসলে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে নেই। এতে তাদের অস্বস্তি বাড়ে। লাজুক প্রকৃতির নারী তাদের পছন্দ। সিল ওই লোকটার দিকে নির্লজ্জের মতো তাকিয়ে ছিল বলে তার অস্বস্তি হচ্ছিল। এরকম ভুল দ্বিতীয়বার করবে না সিল।

সিল টের পেল তার পাশে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। ঘুরল সে। টিভিপর্দায় দেখা পুরুষদের মতো হ্যান্ডসাম এক যুবক হাসল ওর দিকে তাকিয়ে। 'হাই।'

'হাই,' বলল সিল। নিজের সেরা হাসিটি উপহার দিল ও। তারপর লাজুক ভঙ্গিতে ফিরে তাকাল অন্যদিকে।

লোকটা সিলের মুখোমুখি হল বার-এ কনুই ঠেকিয়ে। তার চামড়া ট্যান করা, দাঁতগুলো ধবধবে সাদা। কাছে বসেছে তবু যুবকের চোখের রঙ বুঝতে পারছে না সিল চোখ-ধাঁধানো রঙিন আলোর ছটায়। 'তুমি কোত্থেকে এসেছ?'

'আমি... বিদেশি।' জবাব দিল সিল। চুলের গোছায় হাত বুলাতে বুলাতে ভাবল এরপরে কী বলবে।

'তাই নাকি?'

সিল জানে না এর জবাবে কী বলা উচিত। তবে কথা বলার সুযোগ সে পেল না। হঠাৎ একটা মেয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল, প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল সিলের পাশে দাঁড়ানো লোকটার গায়ে। মেয়েটি বেশ সুন্দরী। মদ খেয়ে টাল হয়ে আছে। তার ঘন পিঙ্গল কেশ ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে আছে কাঁধজুড়ে। চামড়ার ভেস্ট ফুঁড়ে মাথা তুলতে চাইছে স্তন। যুবক মাতাল যুবতীর হাত ধরে ফেলল, তাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল। মেয়েটা যুবকের দিকে তাকিয়ে মদির ভঙ্গিতে হাসল। 'হাই,' বলল সে। তার কণ্ঠ সামান্য জড়ানো। 'আমি পার্টিতে যাব। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাবার কেউ নেই।'

'আমি তোমাকে নিয়ে যাব,' সঙ্গে সঙ্গে বলল যুবক।

মেয়েটির মুখের হাসি চওড়া হল। 'তুমি নিয়ে যাবে? বেশ?' বার ধরে নিজেকে সামলাল যুবতী, দুলে উঠল চুল। 'আমি একটু ওয়াশরুমে যাচ্ছি। তুমি এখানেই থাকো। এক্ষুনি আসছি।' সে ভিড়ের দিকে পা বাড়াল।

সিল যুবকের দিকে তাকাল। যুবক তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছে। ইশারায় বারটেন্ডারকে ডাকছে। সিল নেমে পড়ল টুল থেকে, নিতম্বের কাছে স্কার্ট টেনেটুনে ঠিক করল। তারপর পা বাড়াল ওয়াশরুমের দিকে।

ওয়াশরুম লোয়ার লেভেলে, সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। মাতাল মেয়েটিকে সিঁড়ি বেয়ে টলতে টলতে নামতে দেখল সিল। কয়েকটি মেয়ে উঠে আসছে ওপরে। পিঙ্গল কেশের সুন্দরীর পিছু নিয়ে ওমেন্সরুমে চলে এল সিল। ছোট ছোট অনেকগুলো বাথরুম, ট্রেনের টয়লেটের মতো।

মাতাল মেয়েটি একমুহূর্তের জন্যে ওয়াশরুমের আয়নার সামনে দাঁড়াল, টাইট লেদার ভেস্টের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। বুকজোড়া ভেস্টের ওপরের দিকে ঠেলে দিল সে। তার ফর্সা বুক এখন অনেকটাই উন্মুক্ত।

যুবতী ঘুরে দাঁড়াল। দেখল সিল তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। প্রবল ঘৃণা চোখে। মেয়েটি বুঝতে পারল সিল তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে। কারণ বার-এর যুবককে একরকম জোর করে সিলের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে সে। তবে সিলের জ্বলন্ত চাউনি গ্রাহ্য করল না যুবতী।

'হেই, হানি, যুদ্ধ এবং প্রেমে কোনোকিছুই অন্যায় নয়' বলে কাছের বাথরুমে ঢুকে পড়ল। ঠাস করে বন্ধ করে দিল দরজা।

সিল যুবতীর পাশের বাথরুমে ঢুকল। সাবধানে বন্ধ করল দরজা। মেয়েটার কথাটা আগে কোথাও শুনেছে সে। মনে করতে পারছে না। সম্ভবত টিভির কোনো শোতে। তবে ওসব নিয়ে এখন মাথা ঘামাচ্ছে না সিল, তার রাগ হচ্ছে মেয়েটির ওপর। বুঝতে পারছে না মেয়েটি তাকে 'হানি' বলায় কেন তার ভেতরে ক্রোধ জাগছে। যুবতী পাশের টয়লেটে বসে গান ধরেছে। সিল শুনতে পাচ্ছে গানের কথাগুলো—

আমাকে এখন স্পর্শ করো ও অচেনা মানুষ, এখন আবিষ্কার করার সময়... আমার দেহ তোমার জাহাজে—

কী করছে নিজেও সে-ব্যাপারে সচেতন নয় সিল, টয়লেটের দেয়াল ভেঙে ঢুকে পড়ল। পরমুহূর্তে রক্তাক্ত হয়ে উঠল যুবতী, চিৎকার দেয়ার সুযোগও পেল না।

সিল আবার ফিরে এল নাইটক্লাবের মূল রুমে। তবে আগের সেই যুবককে খুঁজে পেল না। তীক্ষ্ণচোখে তাকে খুঁজছে, দৃষ্টি স্থির হল আরেক লোকের ওপরে। একে

আগের যুবকের চেয়ে আকর্ষণীয় মনে হল। পরনে টুক্সেডো। যুবককে প্রথম দর্শনেই পছন্দ হয়ে গেল সিলের।

ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এল সিল। সোজা এগিয়ে গেল টুক্সেডো পরা যুবকের দিকে।

'হাই,' বলল সিল। তবে মাতাল মেয়েটির মতো জড়ানো উচ্চারণে বলতে পারল না কথাটা। আশা করল এতে কোনো সমস্যা হবে না। 'আমি পার্টিতে যাব। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাবার কেউ নেই।'

'তাই নাকি?' কৌতূহলী দৃষ্টি ফুটল লোকটার কালো চোখে। সিলের কোমরে হাত রাখল। কানে গরম বাতাস লাগল। 'বেশ, আমার নাম রোবি। আমার গাড়ি আছে। আমি তোমার ড্রাইভার হব। পার্টিটা কোথায়?'

'আ-আমি জানি না। ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি।' দ্রুত যোগ করল সিল।

হেসে উঠল রোবি। 'তাতে কিছু আসে যায় না, বেবি। চলো—আমরা নিজেরাই পার্টি দেব।'

•

'এটা আমার গাড়ি। পছন্দ হয়?' রোবি তার কনভার্টিবলের দরজা খুলে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তাকাল সিলের দিকে। সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সিল, বসে পড়ল প্যাসেঞ্জার সিটে। সিলের দিকের দরজা বন্ধ করল রোবি, ঘুরে চলে এল সামনে। বসল স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে। 'এটা পুমা। আমি স্পেশাল অর্ডার দিয়ে বানিয়েছি।'

'পুমা?' সিল জানত পুমা বেড়ালজাতীয় প্রাণী; কিন্তু এখন দেখছে তার জানাটা ভুল ছিল। সে মনোযোগ দিয়ে দেখল রোবি একটা চাবি ঢোকাল ইগনিশনে, ঘোরাল ওটা, চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন। ফার্স্ট গিয়ার দিল রোবি, বের হয়ে এল পার্কিং লট থেকে, তারপর ছুটল সামনে।

গাড়ি চালানো কঠিন কোনো ব্যাপার মনে হল না সিলের। ঘটে খানিকটা বুদ্ধি থাকলেই চলে—রাস্তায় চলার সময় আশপাশে খেয়াল রাখতে হবে, মনে রাখতে হবে গাড়ি চালানোর সময় কী কী নব ও পেডাল ব্যবহার করা হয়েছে। সিল ভাবল সে নিজেও পারবে গাড়ি চালাতে।

লা ব্রিয়ার ট্রাফিক জ্যাম ছাড়িয়ে বামে, হলিউড অভিমুখে গাড়ি ঘোরাল রোবি। 'তোমার নাম কী?'

'সিল,' জবাব দিল সিল। পরিচিত একটা শব্দ শুনে মুখ তুলে চাইল। মাথার অনেক ওপরে একটা হেলিকপ্টার উড়ছে, ওদের পেছনদিকে চলে গেল যান্ত্রিক ফড়িংটা আরেকটি কপ্টারের সঙ্গে যোগ দিতে। ওরা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে স্পটলাইটের আলো। ওরা কি টের পেয়ে গেছে সিল এখানে?

'ওয়াও,' বলল রোবি হেলিকপ্টারের দিকে মাথা নেড়ে। 'এ শহরে সবসময়ই কিছু-না-কিছু অ্যাকশন চলতেই থাকে।' পাশ ফিরে এক ঝলক দেখল সিলকে।

'আমার বাসা শ্যালেট ড্রাইভে, পাহাড়ের পাশে। আলো নেভালে সাগর দেখা যায়।'

আবার মাথা ঝাঁকাল সিল। একটা কান খাড়া করে শুনছে ক্রমশ অপসৃয়মাণ হেলিকপ্টারের অস্পষ্ট হয়ে আসা শব্দ। সাগর কী জিনিস? রাস্তায় একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেল সিল : **সানসেট বুলেভার্ড**। রোবি ফেয়ারফ্যাক্স নামে একটা রাস্তা পার হয়ে এল। এ রাস্তায় কাচের তৈরি একটা ভবন চোখে পড়ল সিলের। ভবনের গায়ে লেখা **DIRECTORS GUILD OF AMERICA**। মোড় ঘুরল রোবি, তারপর ডজনখানেক ছোট, আঁকাবাঁকা রাস্তায় মোড় নিল। হেলিকপ্টারের আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না।

'তুমি বোধহয় তেমন একটা কথা বলো না, না?'

কাঁধ ঝাঁকাল সিল, ভাবল এতেই জবাব দেয়া হয়ে গেছে। কী বলবে ঠিক জানে না ও, বুঝতে পারছে না লোকটা তাকে কী বলতে চাইছে কিংবা তার কী বলা উচিত নয়।

অনেকক্ষণ রাস্তায় গড়িয়ে চলল পুমা, হঠাৎ একটা সিগনালে গাড়ি ঘোরাল রোবি, সাবধানে ঢুকে পড়ল একটা ড্রাইভওয়েতে। দূরে একটা পাহাড়, চুড়োয় একটা বাড়ি। বাড়িতে আলো জ্বলছে। রোবি গ্যারেজের সামনে গাড়ি থামাল। একটা বোতাম টিপতেই খুলে গেল গ্যারেজের দরজা। গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল রোবি। আবার সুইচ টিপে বন্ধ করল গ্যারেজ। বন্ধ করল গাড়ির ইঞ্জিন, নামল গাড়ি থেকে। সিলের দিকের দরজা খুলল।

'হোম, সুইট হোম,' খুশিখুশি গলা তার। 'এই পথে,' সিল রোবির পিছু পিছু এগোল। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে অসমাপ্ত গ্যারেজ। কাঠের ফ্রেমওয়ার্ক এবং হার্ডওয়ারের নানান জিনিস শেলফে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

সিঁড়ির মাথায় উঠে এল ওরা। রোবি সিলকে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকল। এটা লিভিংরুম। দেয়ালে বোতাম টিপতেই আলোর বন্যায় ভেসে গেল ঘর। রোবি আরেকটা সুইচ টিপল। দূরপ্রান্তের দেয়ালে জ্যান্ত হয়ে উঠল স্টেরিও সিস্টেম। সারাউন্ড-সাউন্ড স্পিকার নরম, মিষ্টি মিউজিক ছড়িয়ে দিতে লাগল। অপর প্রান্তের দেয়ালে, একজোড়া প্যাশিও ডোরের মাঝখানে অব্যবহৃত একটি ফায়ারপ্লেস। তার সামনে একজোড়া দামি পাপাসান চেয়ার। ঘরের চারপাশে ঘিরে আছে গাঢ় বাদামি রঙের চামড়ার কাউচ, মেঝেতে মোটা কার্পেট। কার্পেটের মাঝখানে গোল কফি টেবিল। তামার তৈরি টেবিলটি গায়ে আলো মেখে ঝকঝক করছে।

রোবি সিলের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ-পরা দাঁত বের করে হাসল। 'তোমার পছন্দ হয়েছে?'

মাথা দোলাল সিল। 'হ্যাঁ, খুব সুন্দর।'

'বেশ,' রোবি একমুহূর্ত দেখল ওকে, তারপর মুখে বাতাস করার ভঙ্গিতে হাত

নেড়ে বলল, 'ইশ, আমার খুব গরম লাগছে। ঘেমে একেবারে নেয়ে গেছি—ওটা তো একটা পাগল গারদ। আমি গোসল করব।' তার চোখের রঙ ধূসর, এই প্রথম লক্ষ করল সিল, চকচক করছে। 'সুন্দরী, তুমিও করবে?'

ইতস্তত ভঙ্গিতে হাসল সিল। কী বলবে বুঝতে পারছে না।

'তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারো। অথবা পরেও করতে পারো। ড্রিঙ্ক খেতে চাইলে ওই যে ফ্রিজ আছে। নিয়ে নাও। নো প্রবলেম।'

'নো প্রবলেম,' রোবির কথার প্রতিধ্বনি তুলল সিল। দেখল বাথরুমের দিকে পা বাড়িয়েছে লোকটা। জামাকাপড় খুলে ছুড়ে ফেলে দিল লিভিংরুমের এক কোনায়। রোবির পেছন পেছন লিভিংরুম হয়ে মাস্টার বেডরুমে ঢুকল সিল। লোকটার পেশিবহুল পিঠ এবং সরু কোমর পছন্দ হয়েছে ওর। সিলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল রোবি। ন্যাংটো হয়ে আছে বলে কোনোরকম অস্বস্তিবোধ করছে না। বড় একটি বাথরুমে ঢুকে পড়ল। বাথরুম আর সিলের মাঝখানে সাত ফুট লম্বা একটি কাচের দেয়াল। শাওয়ার ছেড়ে দিল রোবি। হট ওয়াটার বাথ নিচ্ছে। বাষ্পে আবছা হয়ে গেল কাচের দেয়াল। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রোবিকে। সে গুনগুনিয়ে গান গাইছে, গায়ে মাখছে সুগন্ধি সাবান। গন্ধটা নাকে লাগছে সিলের। কমপ্লেক্সে এরকম একটা গন্ধ পেত সে।

সিলের নিশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠল। রোবির নগ্ন শরীর, সাবানের গন্ধ উত্তেজিত করে তুলছে ওকে। ও বেডরুমে চলে এল। অপেক্ষা করবে রোবির জন্যে। বিছানাটা বিশাল। বিছানায় হাত বোলাতে লাগল সিল। তার ভেতরে উত্তেজনাটা বেড়েই চলেছে।

গোসল শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে না সিল।

১৮

ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে আইডি ক্লাবের সামনে থেমে গেল গাড়ি। প্রথমে নামল প্রেস। পা বাড়াল দরজার দিকে। বাউন্সার ব্রুনো ওকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল। ওর নাকের সামনে নিজের পরিচয়পত্র তুলে ধরল প্রেস।

'সরকারি কর্মকর্তা। দেখি সরো, ভেতরে ঢুকতে দাও।' সে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল মাসলম্যান ব্রুনোকে।

'এক মিনিট,' প্রেসের হাত খামচে ধরার চেষ্টা করল সে। কিন্তু তার আগেই ভেতরে ঢুকে পড়েছে প্রেস। তার পেছন পেছন এলেন ড. ফিচ, এইড এবং সৈন্য নিয়ে। এদের দেখে মুখ হাঁ হয়ে গেল ব্রুনোর। ফিচ দলবল নিয়ে ঢুকে পড়লেন ক্লাবে।

'সবাইকে ঘিরে রাখো,' সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন ফিচ।

'প্রত্যেককে। কেউ যেন বেরুতে না পারে।'

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল ক্লাবে। লোকজন শান্ত করতে মুখে বুলহর্ন তুলে নিল মিলিটারি পুলিশের মাস্টার সার্জেন্ট। 'সবাই শান্ত হোন। আপনাদের কোনো বিপদ হবে না। ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। আপনাদেরকে শুধু কয়েক মিনিটের জন্যে আটকে রাখব আমরা। লাইন ধরে বেরুবেন। তবে দুটি পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। এবং এর মধ্যে একটিতে অবশ্যই আপনাদের ছবি থাকতে হবে।'

প্রেস শুনতে পেল তার পাশে এক মহিলা কণ্ঠ ফিসফিস করে বলছে, যেন তাকে উদ্দেশ করেই, 'ভিকি বলেছে সে যে-মেয়েটার সঙ্গে কথা বলেছে তার লাশ পড়ে আছে বাথরুমে।'

প্রেস মুখ ঘুরিয়ে দেখার আগেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল মহিলা।

প্রেসের পাশে এসে দাঁড়াল লরা, তার পেছনে ড্যান এবং স্টিফেন। ফিচও সঙ্গেই আছেন।

'এক মহিলার লাশ নাকি পড়ে আছে বাথরুমে,' লরাকে বলল প্রেস। 'এইমাত্র একজন বলল আমাকে। আমাদের মেয়েটার কাণ্ড নিশ্চয়।'

ওরা ছুটল বাথরুমের দিকে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল দ্রুত। মেয়েটার লাশ খুঁজে পেতে সময় লাগল না। পিঙ্গল কেশের এক সুন্দরী। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রেসের দিকে। তার বুকে প্রকাণ্ড একটা গর্ত। বড় কিছু একটা পিঠ দিয়ে ঢুকে বুক ফেঁড়ে বেরিয়ে গেছে। গোটা শরীর রক্তে মাখামাখি। বাথরুমের দেয়ালেও রক্ত।

প্রেস বুঝতে পারল না মেয়েটাকে কেন হত্যা করেছে সিল।

'সবাইকে চেক করা হয়েছে,' মিলিটারি পুলিশ সার্জেন্ট জানাল ফিচকে। 'আমরা আসার আগেই বোধহয় সে চলে গেছে। বিল্ডিং-এর সব জায়গায় খুঁজে দেখেছি। বললে আরেকবার দেখতে পারি।'

'দরকার নেই,' বলল প্রেস। 'ও চলে গিয়ে থাকলে আর ফিরছে না। চলুন, ডক্। ব্রুনোর সঙ্গে কথা বলি। ও হয়তো কোনো তথ্য দিতে পারবে।'

'মনে হয় না পারবে,' সন্দেহের সুরে বললেন ফিচ। 'প্রতিদিন কত মেয়ে আসে এখানে তা জানেন?'

প্রেস দাঁতের ফাঁকে একটা টুথপিক গুঁজল। 'জিজ্ঞেস না করলে জানব কীভাবে?'

ব্রুনো আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। আজকের মতো বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ক্লাব। লোকজন দরজা দিয়ে লাইন বেঁধে বেরিয়ে আসছে। অ্যাম্বুলেন্স এবং মিলিটারির গাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে।

রাস্তায় পাথর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিলিটারি পুলিশ। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আধডজন এল.এ. পুলিশ-কার। গাড়িগুলোর লাল-নীল বাতি জ্বলছে-নিভছে। প্রেস এবং ফিচকে তার দিকে আসতে দেখে মুখ ভেংচাল ব্রুনো। 'আপনারা তাহলে মেয়েটার খোঁজ পাননি।' নিরাসক্ত গলা তার।

'না', মুখের বাম থেকে ডানে টুথপিক সরাল প্রেস, আবার জিভ দিয়ে ঠেলে নিয়ে এল বাঁয়ে। 'আমরা লম্বা, নীল চোখের এক স্বর্ণকেশীকে খুঁজছি। উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ বা এরকম হবে। পরনে কালো ব্লাউজ এবং কালো মিনি স্কার্ট। ও কার সঙ্গে গেছে, জানো?'

ব্রুনো চোখের মণি ঘোরাল, বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল প্রেসকে। 'আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন? প্রতি রাতে এখানে কমপক্ষে হাজারখানেক স্বর্ণকেশী আসে। এদের মধ্যে অন্তত দশজন, কারো-না-কারো সঙ্গে বেরিয়ে যায় রতিমিলন করতে।'

'যা জানতে চাওয়া হয়েছে তার জবাব দাও,' বললেন ফিচ।

'আমাদের হাতে সময় নেই।'

প্রেস চিন্তিত ভঙ্গিতে টুথপিক কামড়াচ্ছে। বলল, 'আচ্ছা,এখানে নিয়মিত যারা আসে তাদের কথা বলো। আজ এমন কাউকে কি দেখেছ যে নির্ধারিত সময়ের আগে চলে গেছে কোনো সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে?'

ব্রুনো মাথা চুলকাল। 'ভাবছি,' তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। রোবি ললুইন। এক স্বর্ণকেশীর সঙ্গে ওকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি। ও সাধারণত এত তাড়াতাড়ি ক্লাব ছাড়ে না।'

'এই রোবি থাকে কোথায়?' টুথপিকটা ছুড়ে ফেলল প্রেস।

ব্রুনো তাকে ঠিকানা দিল। প্রেস তার সঙ্গীদের নিয়ে ছুটল গাড়ির উদ্দেশে।

১৯

'আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো,' শান্ত গলায় বলল সিল। রোবিকে হঠাৎ অপছন্দ হতে শুরু করেছে তার। যে উদ্দেশে রোবির সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছে সে, সে উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে না এ লোক। কারণ এর শরীরে অসুখ আছে। রোগাক্রান্ত কারো সঙ্গে মিলিত হতে চায় না সিল। চোয়াল ঝুলে পড়ল রোবির, 'কী!'

'বললাম আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো।'

রোবির ঠোঁট বেঁকে গেল হাসির ভঙ্গিতে, 'এসব কী বলছ তুমি! তুমি জানো আমরা কেন এখানে এসেছি—তুমি নিজেই আমার কাছে এসেছ।'

'কিন্তু আমি এখানে আর থাকতে চাই না। চলে যাব।'

'চলে যাব বললেই তো যাওয়া যায় না, খুকি,' কঠিন শোনাল রোবির কণ্ঠ। 'তুমি কোথাও যাচ্ছ না।'

রোবিকে স্পর্শ করার মোটেই ইচ্ছে নেই সিলের। সে দরজার দিকে পা বাড়াল। ওর পথ আটকে দাঁড়াল রোবি।

'আমি কী বলেছি শোনোনি?' বরফ ঠাণ্ডা রোবির গলা। 'তুমি কোথাও যাচ্ছ না।'

দুজনের কেউই নড়ল না। পাঁচ সেকেন্ড ওভাবেই চলে গেল। তারপর দশ। 'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল সিল। তার আঙুলগুলো থাবায় পরিণত হয়েছে। তবে রোবি তা দেখতে পেল না কোমরের পেছনে সিল হাত লুকিয়ে রাখার কারণে, 'তুমি যা বলো।'

রোবির কঠিন চেহারা সহজ হল, এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সিলকে। 'এই তো লক্ষ্মীমেয়ের মতো কথা।' সে সিলের চেয়ে চার ইঞ্চি লম্বা। ঝুঁকে এল ওকে চুমু খেতে।

'এসো, খুকি। দ্বিধা আর শঙ্কা ছাড়ো। মজা করি, এসো। আমি তোমাকে এমন সুখ দেব যা কোনোদিন কল্পনাও করোনি, কসম।'

রোবি তার মুখ দিয়ে সিলের মুখ ঢেকে ফেলল, ঠোঁটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল জিভ। শ্বাস বন্ধ হয়ে এল সিলের, যেন একটা ব্যাঙ ওর মুখে ঢুকে পড়েছে। চোখ বুজল সিল। সবুজ একটা কুয়াশা যেন ঘিরে ধরল ওকে। ওর ভেতরে সেলফ-প্রিজারেভশানের একটা আবেগ সৃষ্টি হয়েছে। এ আবেগের কাছে নিজেকে সমর্পণ করল সিল। অন্ধকার, বিশাল সংজ্ঞাতীত কী একটা জিনিস রকেটের গতিতে ঢুকে

গেল শরীরে, ওর শরীর কাঁপতে লাগল, রোবিকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানল।

বিস্ফারিত হয়ে উঠল রোবির চোখ। চিৎকার দেয়ার চেষ্টা করল কিন্তু সিলের জিভ সাপের কুণ্ডলী খোলার মতো খুলে গিয়ে আকারে বড় হয়ে গেছে। রোবির মুখ এবং গলা সাপের মতো জিভটা বন্দি করে রেখেছে। নিজেকে মুক্ত করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল রোবি। কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিতে ওকে ধরে রেখেছে সিল। মাথা দিয়ে দুবার ওকে আঘাত করল রোবি। মোটেই ব্যথা পেল না সিল। তৃতীয়বার আঘাত করতে যাচ্ছে, ওর খুলি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল সিলের জিভ। মগজ, রক্ত এবং ভাঙা হাড় নোংরা করে ফেলল দামি পার্শিয়ান কার্পেট। রোবি সিলের হাতের মধ্যে মোচড় খেয়ে এলিয়ে পড়ল। ওকে ছেড়ে দিল সিল। মেঝেতে পড়ে গেল রোবির লাশ।

আবার স্বাভাবিক হয়ে এল সিল। থু থু করে মুখের রক্ত আর মগজ ফেলল। বাথরুমে ঢুকল পরিষ্কার হতে। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়াল শাওয়ারের নিচে। শাওয়ারের নব ধরে মোচড় দিতেই ঝিরঝির করে পানি পড়তে লাগল। গরম পানির ঝিরঝিরে উষ্ণ পরশে সিল রোবির কুৎসিত স্পর্শ ভুলে যেতে চাইল।

২০

'বেশ,' শুকনো গলায় বলল লরা, 'আমরা ওর পেছনে লেগে আছি এটা ও আগে ধারণা না-করতে পারলেও আমার মনে হয় এখন পারছে। ওই পাহাড় থেকে এ রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায়। আমাদের সঙ্গে যে-পরিমাণ ইকুইপমেন্ট আছে, কয়েক মাইল দূর থেকে লোকে টের পেয়ে যাবে আমাদের উপস্থিতি।' সামনের সিট থেকে মাথা ঘুরিয়ে গাড়ির পেছনের জানালায় তাকাল ও। ওদের পেছনে আর্মির নানা আকারের সাতটি গাড়ি আসছে। আলো প্রায় নিভু-নিভু থাকলেও ট্রাকটাকে না দেখতে পাবার কোনো কারণ নেই।

'এছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না,' বললেন ফিচ।

'এতে কিছু আসে যায় না,' অবিচলিত কণ্ঠে বলল স্টিফেন। জানালার বাইরে অন্যমনস্ক দৃষ্টি। 'আমাদেরকে নিয়ে ওর এখন মাথাব্যথা নেই। সে এখন সন্তান জন্ম দেয়ার কথা ভাবছে।'

'আপনাদের কি মনে হয় না ও এখানে থাকতে পারে?' গাড়ির ভেতরের অল্প আলোয় ড্যানের আবলুস-রঙা চেহারা প্রায় চেনাই যাচ্ছে না। 'থাকবে না কেন?'

'সফলভাবে মিলিত হতে পারলে,' বিড়বিড় করল স্টিফেন, 'ও অনেক আগেই চলে গেছে।'

'মিলন হলেই ও সন্তান জন্ম দিতে পারবে?' সিটবেল্ট খোলার চেষ্টা করছে ড্যান। 'ও তো অর্ধমানবী। কাজেই আমাদের মতো ওকেও সন্তান জন্ম দিতে নয়মাস অপেক্ষা করতে হবে, তাই না?'

লরা তক্ষুনি জবাব দিল না। বুঝতে পারল সবাই ওর জবাবের অপেক্ষায় আছে। 'আমি জানি না,' অবশেষে স্বীকার করল সে। 'ভাইরাস ল্যাবে ওর এবং প্রাণীটাকে যেভাবে বেড়ে উঠতে দেখেছি তাতে মনে হয়েছে, সম্ভবত অতদিন অপেক্ষার প্রয়োজন হবে না।'

ড্যান নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল। লম্বা, রট-আয়রনের একটি বেড়ার সামনের এন্ট্রাস গেটে তীক্ষ্ণ শব্দে ব্রেক কষে নীরবতা ভাঙলেন ফিচ। 'সবাই রেডি হোন। বাড়িতে প্রবেশ করার এটাই ড্রাইভ-ওয়ে।'

'এই মহিলা এক ঠাণ্ডা-মাথার খুনী,' জেভিয়ার ফিচকে বলল প্রেস। 'সে—'

'ও মহিলা নয়,' লরা মনে করিয়ে দিল দলটাকে। 'সে নারী প্রজাতির তবে মানুষ

নয়। কারণ ওকে তৈরি করা হয়েছে ভিনগ্রহবাসীর ডিএনএ দিয়ে। সে স্রেফ মানুষের ছদ্মবেশ ধরে আছে। মানুষের মতো তার চিন্তাভাবনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। অন্তত সবসময়।'

'এ কারণেই ও এমন বিপজ্জনক।' বলল প্রেস। ফিচের দিকে তাকাল। 'এক সৈনিক আমাকে বলল আপনি নাকি সিলকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে বলেছেন। আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? আপনাদের পাগলা গবেষণার বলি আর কত মানুষকে হতে হবে?'

ওরা এখানে এসে রোবিকে মৃত অবস্থায় পেয়েছে। সিল অদৃশ্য।

প্রেসের কথায় কোনোরকম ভাবান্তর ঘটল না ফিচের চেহারায়। তিনি তিরস্কার বেমালুম হজম করে নিয়ে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না এসব খুনখারাবির সঙ্গে সন্তান জন্মদানের কী সম্পর্ক থাকতে পারে।' হাত দিয়ে তালু ঘষলেন তিনি। 'প্রথমে নাইটক্লাবে মেয়েটাকে হত্যা করল সে—সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন। তারপর এক লোককে নিয়ে এখানে চলে এল। খুন করল তাকেও।'

'এ আসলে এক ক্ল্যাসিক সাইকোপ্যাথ।' মন্তব্য করল স্টিফেন। 'ওর ভেতরে মায়া-দয়া বলে কিছু নেই, নেই কোনো নৈতিক সেন্স, সামাজিক কাঠামো—'

'জেভিয়ার ওকে ভালোবাসতে শেখাননি,' ঠাট্টার সুরে বলল লরা।

'কার সঙ্গে কীরকম আচরণ করতে হবে সে শিক্ষাও দেন নি।'

ফিচ কটমট করে লরার দিকে তাকালেন। লরা অগ্রাহ্য করল চাউনি।

'ও যদি হুমকি বোধ করে কিংবা কোনোকিছু পেতে গেলে বাধার সম্মুখীন হয়, তখনই হত্যার নেশায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে,' বলে চলল স্টিফেন। 'তার সামনে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াল আর রক্ষা নেই।'

ভুরু কোঁচকালেন ফিচ, 'কিসের জন্যে বাধা?'

'সন্তান জন্ম দেয়ার বাধা,' অধৈর্য শোনাল লরার কণ্ঠ। 'এ বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি। স্টিফেন ঠিকই বলেছেন—তার জীবনচক্রে এখন মিলনপর্ব চলছে।'

ফিচ কথাটা নিয়ে ভাবলেন একমুহূর্ত। 'আপনারা হয়তো ঠিকই বলেছেন।' সায় দিলেন তিনি। 'কিন্তু আইডি ক্লাবে মেয়েটিকে মেরে ফেলল কেন সে? এর পেছনে কী উদ্দেশ্য ছিল?'

স্টিফেন মুখ হাঁ করল, তাকে বাধা দিল লরা। 'সেক্সুয়াল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মেয়েটি হয়তো তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সিলের পছন্দের কোনো মানুষের প্রতি হয়তো আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। সিলের মধ্যে সে ঈর্ষা জাগিয়ে তোলে, তাছাড়া মেয়েটি সিলের জন্যে ছিল প্রতিবন্ধকতা। তাই তাকে ধ্বংস করা হয়।'

'ঠিক বলেছেন,' মাথা ঝাঁকাল স্টিফেন। 'আবারও বলছি ও সাইকোপ্যাথের উৎকৃষ্ট উদাহরণ—নির্মম, নিষ্ঠুর, নির্দয়। যে-কোনো তুচ্ছ কারণেও সে মানুষ খুন করতে পারে।'

'ও কি মিলিত হতে পেরেছে?' জিজ্ঞেস করলেন ফিচ।

প্রেস বেডরুমে পড়ে থাকা লাশটার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে মাথা নাড়ল। 'না, মনে হচ্ছে না সফল কোনো মিলন ঘটেছে।'

'আপনি বুঝলেন কী করে?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'কারণ লোকটার পরনে প্যান্ট আছে।'

'মিলনের পরেও তো সে খুন হয়ে যেতে পারে।' বলল লরা।

'তেমন কিছু ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না,' বলল প্রেস।

'বিছানা দেখলাম নিভাঁজ, পরিপাটি। আমাদের হত্যাকারী শুধু রক্তমাখা ব্রা ফেলে রেখে গেছে।' বাথরুমের দরজায় গেল ও, ভালোভাবে আরেকবার দেখল কোনোকিছু নজর এড়িয়ে গেছে কিনা।

'ও নিশ্চয়ই খুব হতাশ হয়ে আছে,' বলল ড্যান।

'আমাদের সবারই তো একই দশা,' তেতো গলা স্টিফেনের।

'হতাশা যে-কারো মনের সবচেয়ে খারাপ অবস্থা,' বলে চলল ড্যান। 'বিশেষ করে সামাজিকভাবে দুর্বল কারো জন্যে।

'রোবির সঙ্গে মিলিত হতে পারল না কেন সিল?' জিজ্ঞেস করলেন ফিচ। 'দুজনেই এখানে ছিল। সময়টাও ছিল সঠিক। তাহলে সমস্যাটা কী?'

স্টিফেন বলল, 'আমি এ-প্রশ্নের জবাব জানি না। শুধু জানি সে কাজটা করতে পারত। দেখে মনে হচ্ছে ওরা শুরুও করেছিল।'

লরা নিচের ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে রোবির লাশ দেখছিল। বলল, 'হয়তো সিল ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ওর শরীরে বংশগত কোনো অসুখ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখব—দুর্বল হার্ট, অসুস্থ লিভার কিংবা এমন কিছু যা তাকে সঙ্গী হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেনি। সিলের অনুভব করার ক্ষমতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। ইঁদুর যেমন তার সঙ্গীর শরীরে রোগ থাকলে তা টের পেয়ে যায়, সিলও বুঝতে পারে।'

'আমার ধারণা রোবির সমস্যাটা আমি ধরতে পেরেছি,' বলল প্রেস। একটা সিরিঞ্জ এবং খালি একটা শিশি উঁচু করে দেখাল সে। ভায়াল বা শিশিটার গায়ে সাদা লেবেল লাগানো।

হাত বাড়াল লরা। তার তালুতে শিশিটা ফেলে দিল প্রেস। 'নোভোলিন ৭০/৩০' লেবেল পড়ল লরা। 'এটা ইনসুলিন। আমাদের রোবির ডায়াবেটিস ছিল। এ কারণে সিল তার সঙ্গে মিলিত হতে চায়নি।' ভায়ালটা ফিরিয়ে দিল সে প্রেসকে। বাথরুমে ঢুকে পড়ল প্রেস। ভায়াল এবং সিরিঞ্জ আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে এল।

'কিন্তু ও এমনিই চলে গেল না কেন?' জিজ্ঞেস করলেন ফিচ। 'রোবিকে খুন করল কেন সে?'

'হয়তো সিলকে মিলিত হতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছিল রোবি,' বলল প্রেস। 'ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি সিলের। তাই রোবিকে হত্যা করেছে।'

২১

রাতের বেলা আলো আর রঙ নিয়ে উন্মাদ হয়ে ওঠে সানসেট বুলেভার্ড। এ উত্তেজনা এখানে কাউকে স্থির থাকতে দেয় না। রোবির পুমা নিয়ে সানসেট বুলেভার্ডে চলে এল সিল। দুই আসনের পুমা চমৎকার একটি স্পোর্টস কার। এই রাত দশটার সময়ও রাস্তায় জ্যাম। তাই গাড়ির গতি কমাতে বাধ্য হয়েছে সিল। এখানে সবজায়গায় শুধু পুলিশ আর পতিতা চোখে পড়ছে সিলের। পুরুষ নারীদের খুঁজছে, নারীরা তাদের স্বজাতির সন্ধান করছে—সব রকমের মানুষজনের উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছে সিল।

গাড়ি নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে চলল সিল। ছোটখাটো বেশ ক'টি রাস্তা পাড়ি দিয়ে চলে এল লা-ব্রিয়ায়। চলল দক্ষিণে। লা ব্রিয়া নামটা পছন্দ হয়েছে বলেই এদিকে এসেছে ও।

সান্তা মোনিকা ফ্রি ওয়েতে চলে এল সিল। রাতের বাতাস ছুঁয়ে যাচ্ছে ওর মুখ, চুল। গাড়ি চালাতে বেশ ভালো লাগছে সিলের। এদিকে, রাস্তার দুপাশে নানান আকারের সাইনবোর্ড। আলোকিত একটা সাইনবোর্ড নজর কাড়ল ওর, প্রশান্ত মহাসাগর। **সান্তামোনিকা জেটি, ৬ মাইল**—যেদিকে ও গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে একটা তীর চিহ্ন দেয়া। রোবি এ জায়গার কথা বলেছিল সিলকে। সাগর কী জিনিস জানে না ও। তবে জানতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল সিল। দেখার এবং শেখার এখনো অনেক কিছুই রয়ে গেছে। করার মতো প্রচুর কাজও বাকি।

তবে সবার আগে একজন সঙ্গী খুঁজে বের করতে হবে যার সঙ্গে মিলিত হবে সিল। এবং এটাই সবচেয়ে জরুরি।

২২

সিল যে মোটেলে উঠেছিল সেখানে আবার ফিরে এল প্রেসরা। তবে সেই ছোকরা ক্লার্ককে পাওয়া গেল না, মধ্যবয়স্ক এক লোক বসে আছে ডেস্কে। সাবেক মেরিনদের মতো দেখতে লোকটা নিজের পরিচয় দিল রেমন্ড বলে। সে প্রেসের হাতে একটা চাবি তুলে দিল। 'সেভেন-বি', নিরাসক্ত গলায় জানাল ক্লার্ক।

মোটেল ঘিরে রেখেছে স্পেশাল অপারেশন দলের সদস্যরা। তারা ভান করছে যেন ব্যবসায়ী। কিন্তু তাদের চেহারা এবং আচরণ দেখে তেমনটি মনে হচ্ছে না মোটেই।

সিলের রুমে চলে এল প্রেস। পর্দা ফেলা একটিমাত্র বাতি জ্বলছে ঘরে। তাতে অন্ধকার দূর হয়েছে সামান্যই। অ্যাঞ্জেলা কারডোজার টাকা দিয়ে সিল যেসব জিনিস কিনেছে সব স্তূপ হয়ে আছে বিছানায়। প্রেস এবং স্টিফেন জামাকাপড়গুলো উল্টেপাল্টে দেখল। সে একটা প্যান্টি এক আঙুলে তুলে ভুরু কপালে তুলল, 'বলতে পারেন এটা কোন্ দোকানের জিনিস?'

'বাজি ধরে বলতে পারি ফ্রেডরিক'স-এর,' জবাব দিল স্টিফেন।

'ওহ্, প্লিজ,' বাথরুমের দোরগোড়া থেকে লরার বিরক্ত গলা ভেসে এল। 'আপনারা কি খেলা শুরু করলেন, নাকি! ওই ভিনগ্রহের প্রাণীটা হয়তো এ-মুহূর্তে কাউকে খুন করছে। কিংবা তারচেয়েও ভয়ংকর ব্যাপার সন্তান জন্ম দিতে চলেছে।'

'তোমার কী মনে হয়, ড্যান?' ঘরের চারপাশে চোখ বুলাচ্ছেন ফিচ।

'ও কোথায় যেতে পারে অনুমান করতে পারো?'

'আমার কী মনে হয়?' দলের সদস্যদের ওপর সতর্ক নজর বুলাল ড্যান। 'আমার ধারণা সে সম্ভবত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং বিশ্রামের জন্যে কোনো নিরাপদ জায়গা খুঁজছে। কমপ্লেক্সের টেপেই তো দেখলাম ও শুধু ঘুমাচ্ছে।'

চোয়াল ঘষলেন ফিচ। 'তা বটে। তবে ও এখন বড় হয়ে গেছে। এখন হয়তো আগের মতো ঘুমের দরকার নেই।'

বাথরুম থেকে লরার গলা ভেসে এল, 'তবে ড্যান ঠিকই বলেছে। ওর শরীরের মনুষ্য অংশটুকু এখনো বিশ্রাম চাইছে।'

ড্যান বাথরুমের খোলা দরজার সামনে হেঁটে গেল। 'এখানে কী করছেন, ড. বেকার? কিছু খুঁজে পেলেন?'

'হুঁ,' হাতে রাবারের গ্লাভ পরেছে লরা, একটা ত্যানা দিয়ে টয়লেট থেকে লালচে কী একটা জিনিস ঘষে তুলে আনল।

'কী এটা?'

লরা ত্যানাটা একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে বন্ধ করে দিল মুখ। সিঙ্কের ওপর জ্বলতে থাকা ম্লান বাতির সামনে ব্যাগটা নিয়ে এল। 'দেখে মনে হচ্ছে মাসিকের রক্ত।' চিন্তিত গলায় বলল সে।

'সিলের শরীর হয়তো প্রাণীর রিপ্রোডাকটিভ সাইকেল অনুসরণ করে চলেছে। যদি তা-ই হয় তাহলে এ সাইকেল বা ব্রিড সম্পূর্ণ করার আগেই ওকে আমাদের খুঁজে পেতে হবে।'

'যদি খুঁজে না পাই?' জিজ্ঞেস করল প্রেস দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। ফিচ এবং আরডেন এগিয়ে এল লরার জবাব শোনার জন্যে।

'যদি সে কারো সঙ্গে মিলন ঘটাতে পারে তো কী ঘটবে?'

ব্যাগ নিচে নামাল লরা। ওর সাগর-নীল চোখে আশঙ্কার ছাপ সুস্পষ্ট। যখন কথা বলল, ফ্যাসফেসে শোনা গেল কণ্ঠ। 'সেক্ষেত্রে আমার ধারণা আমাদের কপালে ভয়ানক খারাবি আছে।'

২৩

আবার স্বপ্ন দেখছে সিল। গরমে অতিষ্ঠ সে। তার দম বন্ধ করে দিচ্ছে তীব্র উত্তাপ, বনবন করে ঘুরছে মাথা, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সাড়া না দিল, এমনটাই চলতে লাগল। প্রকাণ্ড, সংজ্ঞাতীত, অসংখ্য শুঁড়বিশিষ্ট, তীব্র আলোকচ্ছটায় উজ্জ্বল একটা কী যেন ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, সিল নিরাপদ বোধ করছে, কামনা জাগছে তার মাঝে। ওটার শরীর প্রচণ্ড গরম। ওটার স্পর্শে সিলের শরীরের প্রতিটি কোষে যেন বইতে শুরু করল বিদ্যুৎ। ওটা সিলের মতোই দেখতে। তবে পুরুষ, তার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইছে। তার ভেতরে ঘূর্ণি তুলছে, সিলের মনে হল সে বিস্ফোরিত হতে চলেছে, বিস্ফোরিত হয়ে মিশে যাচ্ছে তার চারপাশের রেশমি উষ্ণতার মাঝে—

'আহ্! একটা ঝাঁকি খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল সিলের। খুব গরম লাগছে। ওর গায়ে রোবির জ্যাকেট। গাড়িটা ফোর্থস্ট্রিটের এককোণে পার্ক করে ঘুমিয়ে পড়েছিল সিল। গাড়ি চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

পুবাকাশে সূর্য উঠছে। নীলাকাশে সাদা মেঘের ভেলা। সিলের সামনে পানি আর পানি। ও সমুদ্রের সামনে চলে এসেছে। ঢেউ দেখছে মুগ্ধচোখে। ঢেউগুলো সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে। সরে যাচ্ছে দূরে, আবার ভেঙে পড়ছে পাড়ে। এক মহিলাকে দেখল সুইমসুট পরে সাগরে নেমেছে। ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা করছে সে। মহিলার সাঁতার কাটা দেখল মিনিট দশেক। তারপর স্টার্ট দিল গাড়িতে। এখানে অনেকক্ষণ সময় নষ্ট করেছে সে। তাকে এবার যেতে হবে। যেতে হবে অনেক দূরে।

২৪

'ঠিক আছে,' বলল স্টিফেন, 'দেখি তো কী পেলাম আমরা।'

কমপিউটার ওয়ার্কস্টেশনে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সবাই। সে মোটেল থেকে সিকিউরিটি টেপ ফুটেজ আনিয়ে নিয়েছে। মনিটরে সবাই তা দেখছে। তবে সিল-এর চেহারা তেমন পরিষ্কার নয়। কয়েকটা চাবি টিপল সে, পর্দার ছবি স্থির হয়ে গেল। মুখটাকে জুম করে বড় করল স্টিফেন।

'ওকে তো ১৯২০ সালের নির্বাক ছবির দর্শকের মতো লাগছে,' মন্তব্য করল প্রেস।

লরা তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে আছে পর্দায়। ছবি বড় করায় মুখটা আরো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। চেহারা পরিষ্কার দেখা না গেলেও এটুকু বোঝা যাচ্ছে মেয়েটার বয়স কুড়ির কোঠায়, তাই না?'

'হুঁ,' জবাব দিল স্টিফেন। হাতের চেটোতে ভর দিল থুতনি।

'এর মানে ওর প্রজননক্ষমতা এখন পূর্ণমাত্রায় সক্রিয়।'

লরা স্টিফেনের কাঁধের ওপর দিয়ে মাউস নিয়ে কয়েক সেকেন্ড নাড়াচড়া করল, সিলের চেহারা পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা ব্যর্থ হল। শেষে হাল ছেড়ে দিল।

চিন্তিত দেখাল স্টিফেনকে। 'ওর উদ্দেশ্য এখন মনে হচ্ছে একটাই—মিলিত হয়ে সন্তান জন্মদান। এ ব্যাপারে সফল না-হওয়া পর্যন্ত সে চেষ্টা চালিয়েই যাবে।'

ড্যান বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আমরা যদি ওকে ধরতে না পারি? মানে বলতে চাইছি,' ফিচের দিকে তাকাল সে, তারপর দৃষ্টি ঘুরে এল স্টিফেনের দিকে। 'ড. ফিচ এবং তাঁর লোকেরা ওকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর ও পালিয়ে যায়। আমরা যদি ওর পিছু নেয়া বন্ধ করি তাহলে হয়তো ও খুনখারাবি বন্ধ করবে। আমরা ওকে মেনে নিতে পারি না?'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল স্টিফেন, 'আমার মনে হয় না এতে কোনো কাজ হবে, ড্যান। ওর সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে মনে হয়েছে ও আমাদের সঙ্গে থাকবে না। কাজেই ওকে মেনে নিয়ে কোনো লাভ হবে না। ওকে যদি ধ্বংস করা না যায়, ও যদি মিলিত হবার সুযোগ পায় এবং সন্তান জন্ম দিতে পারে, তাহলে মানবসভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে।

২৫

সিল সান্তামোনিকার দিকে চলেছে। পরিচিত কিছু দৃশ্য দেখার আশা করেছিল। কিন্তু এদিকে তেমন কিছু চোখে পড়ছে না। এদিকের হাইওয়েটা খুবই সুন্দর। প্রশস্ত, ঝকঝকে রাস্তা। এদিকেও ট্রাফিক জ্যাম আছে। তবে ঘাড়ের সঙ্গে ঠেকে থাকে না গাড়ি।

ফুটপাত দিয়ে হেঁটে চলেছে সিল চারপাশে চোখ বুলাতে বুলাতে। ছোট একটি ছেলে ওর নজর কেড়ে নিল। ট্রেনস্টেশনে দেখা ছেলেটির মতো। স্কেটবোর্ডে চড়ে আসছে। হাঁটতে হাঁটতে তাকে দেখছে সিল। স্কেটবোর্ড তার ভেতরে কৌতূহল জাগিয়ে তুলল। কীভাবে জিনিসটা নিয়ন্ত্রণ করছে ছেলেটি, মনোযোগ দিয়ে দেখছে ও। দেখে মনে হচ্ছে স্কেটবোর্ড চালনায় খুব একটা পটু নয় ছেলেটা। তবে খুব উৎসাহ নিয়ে চালাচ্ছে স্কেটবোর্ড। এবং অতি উৎসাহের কারণে অ্যাক্সিডেন্ট করে বসল।

ট্রাফিকের লাল আলো জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু ছেলেটার অপেক্ষা করার ধৈর্য ছিল না। সে ডানপায়ে ডাবল পুশ করে চলে এল রাস্তায়। রাস্তার মাঝামাঝি এসেছে, রাস্তায় পড়ে থাকা কিছু একটার সঙ্গে বাড়ি খেল স্কেটবোর্ডের সামনের চাকা। বোর্ডটা বাড়ির চোটে ছেলেটার পা থেকে ছুটে গেল। ঝাঁকুনির চোটে সামনে এগিয়ে গেল সে, ভারসাম্য রক্ষার জন্যে দুই হাত উঠে গেল ওপরে, তারপর চিৎকার করে উঠল। একটা সাদা ফোর রানার ট্রাক ঘণ্টায় পনেরো মাইল বেগে ছুটে আসছিল, ছেলেটাকে দেখে ব্রেক কষল ড্রাইভার। পরমুহূর্তে মুখ সাদা হয়ে গেল তার ব্রেক কাজ করছে না দেখে।

সিল দেখল ছেলেটা ডিগবাজি খেয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেছে। লক্ষ করেনি ট্রাকটা উন্মাদের মতো টলতে টলতে ওর দিকেই ছুটে আসছে। ফুটপাতে বাড়ি খেল গাড়ি, ধাক্কা মারল সিলকে। ধাক্কার চোটে আকাশে উড়ে গেল সিল, ছিটকে পড়ল বিশ হাত দূরের মাটিতে।

ট্রাকের জানালার কাচ ভাঙল সশব্দে। হাজার হাজার ভাঙা কাচের টুকরোর মধ্যে উঠে বসার চেষ্টা করল সিল। ওর হাত এবং পায়ে অন্তত ডজনখানেক ভাঙা কাচ ঢুকে গেছে। কী করবে বুঝতে পারছে না, ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি। তবে আবছাভাবে দেখতে পেল স্কেটবোর্ডঅলা ছেলেটা ট্রাক-ড্রাইভারকে চিৎকার করে কী

যেন বলছে। ড্রাইভার লাফ মেরে নামল গাড়ি থেকে। তারপর দিল ছুট। তার ট্রাক যেখানে ছিল সেখানেই থাকল, দরজা খোলা, ইঞ্জিন চলছে।

লোকজন ছুটে আসতে লাগল সিলের কাছে। সিল জানে লোকগুলো তাকে নানান প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করে তুলবে। তার আগেই এখান থেকে কেটে পড়তে হবে। কিন্তু কাঁধে যেন কী হয়েছে। ওদিকে তাকাল সিল। কলার বোনের মাঝখানে অনেকটা কেটে গেছে। দরদর করে রক্ত পড়ছে। গোলাপি-সাদা মাংস দেখা যাচ্ছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে শরীরের এই পাশটা। ক্ষতটা ভীত ও আতঙ্কিত করে তুলল সিলকে। সে আবার উঠে বসার চেষ্টা করল। হঠাৎ অন্ধকারের একটা পর্দা ঢেকে দিল ওকে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সিল।

'দিস ইজ অ্যান ইমার্জেন্সি,' ফুটপাত ঘেঁষে নিজের ১৯৬৬ মাসটাং দাঁড় করিয়ে সেলুলার অপারেটরকে বলল জন ক্যারি। 'আমি সান্তামোনিকা এবং উইলশায়ারের মাঝামাঝি থেকে বলছি। এইমাত্র এক মহিলা ট্রাকের নিচে চাপা পড়েছে। তার অ্যাম্বুলেন্স দরকার। পুলিশকে জানান যে-লোকটা ট্রাক চালাচ্ছিল সে গাড়ি রাস্তায় ফেলে রেখে চম্পট দিয়েছে।'

সে ফোনের পাওয়ার বাটন অফ করে ওটা ড্রাইভারের আসনের নিচে চালান করে দিল, বন্ধ করল ইঞ্জিন। স্কেটবোর্ড চালানো ছেলেটা এবং সবার আগে সে সিল-এর কাছে পৌঁছাল। ভাঙাচোরা পুতুলের মতো রাস্তায় পড়ে আছে মেয়েটা। জন ক্যারি সিলের কব্জি ধরল কাঁপা হাতে। ঘাড় থেকে রক্ত ঝরে মেয়েটার ত্বক এবং নাইলনের জ্যাকেট ভিজিয়ে দিলেও তার পালসের গতি অত্যন্ত স্বাভাবিক। মেয়েটির একদিকের কাঁধের মাংস যেন খাবলা মেরে তুলে নেয়া হয়েছে। এছাড়া সারা শরীরে বিঁধে আছে অসংখ্য কাচের টুকরো। জন ক্যারি বুঝতে পারছে না কী করবে—রক্ত থামানোর চেষ্টা করবে? রক্ত পড়া অনেকটাই বন্ধ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। সে ডাক্তার নয়, তবে তার মন বলছে মেয়েটিকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করা উচিত হবে না। মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনও কোনো পরামর্শ দিতে পারল না কী করা উচিত।

তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল অচেতন মহিলার পাশে। অ্যাম্বুলেন্সের অপেক্ষা করছে।

'রোগিণীর নাম?'

সান্তামোনিকা হসপিটাল এন্ড মেডিকেল সেন্টারের ইমার্জেন্সিতে এসেছে জন ক্যারি। প্রশ্নটা শুনে শূন্যদৃষ্টিতে তাকাল নার্সের দিকে। তার ইচ্ছে করল মহিলাকে জিজ্ঞেস করে সে ইংরেজি বুঝতে পারে নাকি তার মাথার ঠিক নেই। কিন্তু তা করল না জন ক্যারি। ধৈর্য ধরে তৃতীয়বারের মতো একই জবাব দিল, 'আমি জানি না। সে

গাড়ি চাপা পড়েছে। ঘটনাক্রমে আমি ওখানে উপস্থিত হই।'

সাদা ইউনিফর্ম পরা মহিলা সন্দেহের চোখে দেখল জন্য ক্যারিকে, যেন ওর কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। তার কোটের টপপকেটে নামের ট্যাগ ঝুলছে : এম. ম্যাডবার। মহিলা কালো তবে বেশ সেক্সি চেহারা। যেন আরব্য রজনীর গল্প থেকে উঠে আসা ফারসি নর্তকী। মহিলার স্বভাব বড্ড খিটখিটে। 'আমি ইনসুরেন্স সংক্রান্ত তথ্য ছাড়া একে ভর্তি করতে পারব না।' ধমকে উঠল সে। 'আপনি এই ফর্ম পূরণ করার মতো তথ্য দিতে না পারলে তাকে কাউন্টি ইউএসসি মেডিকেল সেন্টারে পাঠিয়ে দেয়া হবে লাওয়ারিশ হিসেবে।'

'ওহ্, ফর গডস শেক,' কটমট করে তরুণী নার্সের দিকে তাকাল জন, 'আপনাকে কতবার বলব এর সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি। এই নিন আমার ক্রেডিট-কার্ড রাখুন। সুস্থ হলে মেয়েটাকে আপনার ফালতু ফর্মগুলো পূরণ করতে বলব।'

'বেশ,' নার্স ম্যাডবার জনের ভিসা কার্ড ছিনিয়ে নিল। এত জোরে যে আঙুলে ব্যথা পেল ও। 'এটা আগে দিলে এতক্ষণ বকবক করতে হত না আমাকে।'

জনের ইচ্ছে করল মহিলাকে মনে করিয়ে দেয় রোগিণীকে সে চেনে না। কিন্তু চুপ করে রইল। জনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কম্পিউটার কী-বোর্ড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল নার্স ম্যাডবার, যেন একটা রোবট।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে সিল। ছেঁড়া নাইলনের জ্যাকেটটার বদলে এখন তার পরনে হাসপাতালের গাউন। শরীর থেকে বেশিরভাগ রক্ত মুছে ফেলা হয়েছে। কালোচুলের এক তরুণ ডাক্তার সাবধানে কাপড় দিয়ে কাঁধের রক্ত মুছছে। শ্রান্ত চেহারার এক নার্সের হাতে একটা ট্রে, তাতে অপারেশনের যন্ত্রপাতি, সেলাই করার সুতা, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি। একটা কার্টে করে ট্রেটি নিয়ে এসেছে সে। দাঁড়িয়েছে ডাক্তারের পাশে। ডাক্তার তার হাতে রক্তভর্তি একটা সিরিঞ্জ দিল।

'ল্যাবে নিয়ে যাও এটা,' আদেশ করল সে। 'আমাদের এক্সরে রিপোর্ট লাগবে, দরকার হবে অর্থোপেডিক সার্জন, অপারেটিং রুম এবং অ্যানেসথেসিওলোজিস্ট। আমি একা কিছু করতে পারব না। ক্ষতটা মারাত্মক। কাঁধের ক্ষত সারাতে অপারেশন লাগবেই।' মাথা ঝাঁকাল নার্স, কিউবিকলের পর্দা সরিয়ে চলে গেল রক্তের নমুনা নিয়ে।

চোখ পিটপিট করল সিল। কনুইতে ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল। গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়। 'নড়বেন না,' দৃঢ় গলায় বলল ডাক্তার। 'আপনি গাড়ির নিচে চাপা পড়েছিলেন। একটা ট্রাক। অ্যাম্বুলেন্সে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে আপনাকে। আমি ড. শাহ্। আপনার রক্তক্ষরণ আমরা থামিয়েছি। চাই না আবার রক্তপাত শুরু হোক। আপনাকে সার্জারিতে পাঠাতে হবে। আপনার—অ্যাই! দাঁড়ান—উঠবেন

না! থামুন!’

সাদা কোটপরা ডাক্তারের নির্দেশ অমান্য করে বিছানায় উঠে বসল সিল। পা নামিয়ে দিল খাট থেকে। তার হাত এবং কাঁধ দপদপ করছে ব্যথায়, এমন ব্যথা, কিছু ভাবতে পারছে না সিল। মনে হচ্ছে অনেক কাজ পড়ে আছে তার, সেগুলো শেষ করতে হবে। কিছু কাজ আছে যেগুলো এড়িয়ে যেতে হবে। কিন্তু মাথার ভেতরে যেন কুয়াশা ঢুকে আছে, কাজ করছে না মস্তিষ্ক। একসঙ্গে সবকিছু মেলাতে পারছে না। শুধু বুঝতে পারছে এখানে তার থাকা চলবে না, এ জায়গাটার পরিবেশ এবং মানুষজন তাকে কমপ্লেক্সের স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছে। সেই কমপ্লেক্স যেখানে কদিন আগে প্রায় মরতে বসেছিল সে। দেরি হওয়ার আগেই এখান থেকে চলে যেতে হবে ওকে, কমপ্লেক্সের লোকজন ওর সন্ধান পাবার আগেই। আর তা করতে হলে কাঁধের সমস্যার সমাধান ওর নিজেরই করতে হবে।

মাথা ঘোরাল সিল। কাঁধের মাংস দেখল। বাটারফ্লাই ক্ল্যাম্প দিয়ে ওখানকার ছেঁড়াখোঁড়া মাংস সাময়িকভাবে ব্যান্ডেজ করে রেখেছে ড. শাহ। প্রচণ্ড ব্যথা করছে। কাঁধের চামড়া, পেশি এবং হাড়ের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল সিল, ওদিকে মনোনিবেশ করল সে। ব্যথা-বেদনা, ডাক্তার, পিএ সিস্টেমের শব্দ, ইমার্জেন্সি রুম থেকে ভেসে আসা নানান আওয়াজ ইত্যাদি সব ভুলে গেল সিল। সে শুধু রক্ত, ত্বক এবং হাড় দেখতে পাচ্ছে। দেখছে আপনা থেকে এগুলো নিজেরাই সেরে উঠছে, সেরে যাচ্ছে ক্ষত। দৃষ্টি পরিষ্কার হয় এল সিলের, বাটারফ্লাই ক্ল্যাম্প খসে পড়ে গেল কাঁধ থেকে, কাঁধে ক্ষতের দাগ পর্যন্ত নেই। চিন্তাভাবনা করার শক্তি আবার ফিরে পেল সিল। দেখল তার কাঁধের দিকে চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে ড. শাহ।

‘আ-আপনার কাঁধ,’ তোতলাতে লাগল সে, ‘এ-এ-এটা...’ চোখ সরু হয়ে এল তার। ‘এসব হচ্ছেটা কী?’ চেঁচিয়ে উঠল সে। ‘এয়ারবোর্ন হ্যালুসিনোজেন মশকরা, বাজি ধরে বলতে পারি আইসিইউ’র কুপারের কারসাজি এটা।’ সে সিলের হাত ধরতে গেল, কিন্তু সরে গেল সিল।

‘ড. শাহ্!’ বিধ্বস্ত চেহারার আরেক নার্স পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। সিলের দিকে তাকালই না। ‘আপনি এখানে? একটা আগুনে-পোড়া রোগী এসেছে। একটা বাচ্চা। শরীরের ষাটভাগই ঝলসে গেছে। আপনি কী?—’

‘আসছি,’ ঘেউ করে উঠল ডাক্তার। গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে ঝট করে ঘুরল, বেরিয়ে আসছে, থেমে দাঁড়াল মাঝপথে। ঘুরল। তার জলপাইরঙা মুখে ঘাম। ‘কুপারকে বলবেন এ-ধরনের ফাজলামি আমার পছন্দ নয়। আমি অবশ্যই হাসপাতালের প্রশাসনকে ব্যাপারটা জানাব।’ তারপর সাঁৎ করে পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে গেল সে কিউবিকল থেকে।

কুপার? কুপার নামে কাউকে চেনে না সিল। তবে যে ওকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করল। সে হাসপাতাল গাউন খুলে ফেলল। পাশেই

রাখা কালো মিনি স্কার্ট পরে নিল। তারপর বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

হলওয়ের শেষ মাথায় সুদর্শন এক যুবককে দেখতে পেল সিল। আসছে এদিকেই। লাফ মেরে সিধে হল যুবক। এগোল সিলের দিকে। 'আপনি ঠিক আছেন তো?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল সে। সিলের একটা হাত ধরল। বাধা দিল না ও। যুবক ওকে নিয়ে হাসপাতালের এক্সিট-ডোরের দিকে চলল। যুবকের চোখের রঙ হালকা নীলরঙের, মাথাভর্তি সাদারঙের কোঁকড়ানো চুল। ঝুলে আছে কপালে। 'আপনি মারাত্মক ব্যথা পেয়েছেন, না?'

'আমি ঠিক আছি,' বলল সিল। যুবক সিলের হাত ছেড়ে দিচ্ছিল কিন্তু সিল ধরে রাখল তাকে, মুখে লাজুক হাসি ফোটাল, 'আপনি কে?'

'জন,' জবাব দিল যুবক, হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে। 'জন ক্যারি। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না—সত্যি বলছি। আপনাকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছি আমি। রক্তে ভেসে যাচ্ছিলেন। অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছেন।'

হাসিটা বিস্তৃত হল সিলের ঠোঁটে। 'জি,' মাথা ঝাঁকাল। 'অলৌকিকই বটে। তবে এখন ঠিক আছি আমি। যাব এখন?'

'সত্যি ঠিক আছেন?' আবার উদ্বেগ ফুটল জনের কণ্ঠে।

'ডাক্তার বলেছেন আপনাকে হাসপাতাল ছেড়ে দিতে?'

'ও হ্যাঁ,' জবাব দিল সিল। 'বলেছেন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছি আমি।'

২৬

'কাজে লাগার মতো কিছু পেলাম না,' বলল লরা। ওরা বিল্টমোর হোটেলে স্টিফেন আরডেনের ঘরে আছে। এটাকে দলের অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার করা হয়েছে। লস এঞ্জেলস পুলিশ বিভাগের কমপিউটার নেটওয়ার্ক নিয়ে লরা একঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কাজ করেছে। 'প্রচুর খুনের ঘটনা, তবে সিলের আচরণের সঙ্গে মিলে যায় এমন কিছু পেলাম না।'

ঘরের এককোণায়, রাইটিং ডেস্কের সামনের চেয়ারে বসা প্রেস নাক কোঁচকাল। ঘন, কালো চুলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। তারপর চেয়ার ছেড়ে হেঁটে এল জানালায়। 'আপনি কিছু পাবেনও না। কারণ পুলিশ তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্ট খুব কমই জমা দেয়। তারা পেপারওয়ার্ক পছন্দ করে না এবং তারা সবসময় দুই/তিন দিন পিছিয়ে থাকে।'

'বিশ্বাস হয় না,' মন্তব্য করলেন ফিচ। 'আপনি আসলে বেশি টিভি দেখেন।'

'বোকার মতো কথা বলবেন না,' ফিচের দিকে না ফিরেই বলল প্রেস। 'পুলিশ শুধু সিরিয়াল কিলারের পেছনে দৌড়ালে রিপোর্ট রাখে। সিল-এর শিকারদের ব্যাপারে তাদের মাথাব্যথা নেই।'

লরা বলল, 'প্রেস ঠিকই বলেছে, ড. ফিচ।'

ফোন বেজে উঠল। ফিচ হাত বাড়ালেন রিসিভারের দিকে। প্রেস এসে দাঁড়াল লরার পাশে। উঁকি দিল কম্পিউটারের পর্দায়।

'তবে আশা ছাড়বেন না। আমরা এখনো ক্রেডিটকার্ড-এর সন্ধান করে বেড়াচ্ছি।'

'খুন হয়ে যাওয়া লোকটার গাড়ির খোঁজ মিলেছে,' বললেন ফিচ।

'সান্তামোনিকায়। গাড়িতে গ্যাস ছিল না।'

'আপনি কী দেখতে পাবেন বলে আশা করছেন, ড. ফিচ?' রোবির চুরি হওয়া কমলা রঙের পুমার সামনের বাম্পারে দাঁড়িয়ে আছে লরা। সঙ্গে প্রেস, স্টিফেন এবং ড্যান।

'আমরা মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করছি না, এবং ও মানুষের মতো আচরণও করবে না।'

ফিচ এ নিয়ে অন্তত দশবার গাড়ির ভেতরটা উঁকি দিয়ে দেখলেন।

'জানি না,' স্বীকার করলেন তিনি। 'কোনো মিল খুঁজছি হয়তো। খাবারের ব্যাপারে বা অন্যকিছু।'

'ও ধূমপান করে বলে প্রমাণ নেই,' বলল লরা। কিছু খাবে বলেও মনে হচ্ছে না।'

'সবাইকেই তো কিছু-না-কিছু খেতে হয়, তাই না?' ড্যান গাড়ির ড্রাইভারের দরজার পাশে দাঁড়ানো ফিচের সঙ্গে যোগ দিল। কালো চামড়ার ইন্টেরিয়র দেখছে কৌতূহলী চোখে।

'সাধারণত,' বলল লরা। স্ল্যাকসের পেছনের পকেট থেকে তিন বাই পাঁচ ইঞ্চি একটা নোটবুক বের করে পাতা ওল্টাতে লাগল। 'তবে ট্রেনের স্লিপার কমপার্টমেন্টে খাবার বা অন্য যেসব জিনিস পেয়েছিলাম তার সঙ্গে এসবের কোনো সম্পর্ক ছিল না, মনে আছে? আমরা তার জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছুই জানি না। তবে সে কিছু খাচ্ছে বলেও মনে হচ্ছে না।'

'আপনি বলতে চাইছেন ও কিছুই খাবে না?' জিজ্ঞেস করল প্রেস। বিস্মিত। 'তাহলে বেশিদিন বাঁচতে পারবে না, পারবে কি? জ্যান্ত প্রতিটি প্রাণীর বেঁচে থাকতে শক্তির দরকার হয়। এবং শক্তিটা আসে খাবার থেকে।'

'এটা সত্যি এখন হয়তো ও কিছুই খাচ্ছে না,' বলর স্টিফেন। 'তবে ব্রিড শুরু করলে আবার খাওয়া শুরু করতেও পারে। অনাগত সন্তানের জন্যে তার অতিরিক্ত পুষ্টির দরকার হবে।'

'অথবা ব্রিড করার পরে গোটা চক্র নতুন করে আবার শুরু করতে পারে,' যোগ করল লরা। 'খাওয়ার পরে হাইবারনেশনে চলে গেল। তারপর রিপ্রডিউস করল।'

'আরেকটি সৃষ্টিছাড়া জীবের জন্ম?' জিজ্ঞেস করল ড্যান। 'না-জানি এটার চেহারা আরো কত ভয়ংকর হবে।'

ফিচের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'আমার মনে হয়—'

তিনি বাধা পেলেন রবার্ট মিনঝার আগমনে। 'সান্তামোনিকা মেডিকেল সেন্টার থেকে একটা ফোন এসেছে। এক ডাক্তার বলছেন তাঁর এক রোগিণীর কাঁধের মারাত্মক ক্ষত তাঁর চোখের সামনে সেরে উঠেছে। অলৌকিকভাবে। ডাক্তারের ধারণা এটা একটা প্রাকটিকাল জোক, তাঁর কোনো সহকর্মীর কাণ্ড। তিনি চোখে ভ্রম দেখেছেন। এরপর মহিলার রক্তের নমুনা হাতে পান তিনি। 'রবার্টের চোখ দেখেই বোঝা গেল রক্তের নমুনায় কী আছে। হাসপাতাল এখান থেকে সামান্য দূরে।'

'লরা, আপনি প্রেসকে নিয়ে ওখানে চলে যান।' বললেন ফিচ। 'আমরা এখানকার কাজ সেরে হাসপাতালে যাব। আপনারা হাসপাতাল থেকে অন্য কোথাও গেলে ম্যাসেজ রাখবেন। আর দয়া করে নিজেরা ওর সঙ্গে লাগতে যাবেন না!'

শেষের কথাটা লরা এবং প্রেসের কানে গেল না। কারণ ততক্ষণে ওরা গাড়িতে চড়ে বসেছে।

২৭

'এ জায়গাটার নাম প্যাসিফিক প্যালিসেড,' বলল জন সিলকে। সে টেবিলে বাষ্পঢাকা একজোড়া লম্বা গ্লাস রাখল টেবিলে। সিল দেখল জন বোতল থেকে লাল রঙের একটা তরল ঢালছে গ্লাসে। 'ক্রানবেরি জুস,' সিলকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে ব্যাখ্যা করল জন। ওর দিকে এগিয়ে দিল একটা গ্লাস।

সিল ক্রানবেরি জুসের গ্লাসটা ঠোঁটে ছোঁয়াল। তেতো স্বাদে বিকৃত দেখাল চেহারা। জনের বাড়িটি খুব সুন্দর। রোবির হলিউডের A কাঠামোর বাড়ির চেয়ে ভালো লাগছে দেখতে। টিউডর প্রাসাদের ক্ষুদ্র সংস্করণ যেন। আধা একর সবুজ লন নিয়ে গড়ে উঠেছে বাড়ি। বাড়ির পেছনে, যেখানে সে এবং জন বসে আছে, চারপাশটা হাই সিকিউরিটি ফেন্স দিয়ে ঘেরা, ঘন গাছ ওদেরকে আড়াল করে রেখেছে অনুপ্রবেশকারীর নজর থেকে। একপাশে প্রকাণ্ড সুইমিং পুল, ঢেকে রেখেছে ক্যানভাসের চাঁদোয়া। টিভিতে সুইমিংপুল দেখছে সিল। টের পেল জন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সে ক্রানবেরি জুসের গ্লাসটা আবার তুলে নিল হাতে, তালুতে ঘোরাতে লাগল। গলতে থাকা ঠাণ্ডা বরফের ছোঁয়া ভালো লাগছে। বাড়ির পেছন দিকটা আবার দেখল সিল।

'জন,' হাসিমুখে ডাকল ও। 'ওটা কী?'

'কী ওটা' সিলের আঙুল লক্ষ্য করে তাকাল জন। 'অ, জাকুজ্জির কথা বলছ?'

'অ' বলল সিল। 'জাকুজ্জি।' প্লাস্টিকের উষ্ণ আরামকেদারায় এলিয়ে দিল শরীর। রোদ চুমু খাচ্ছে পায়ে। উত্তাপটুকু উপভোগ করছে সিল। জুতো খুলে ফেলেছে, টেবিলের নিচে পড়ে আছে। সিলের ইচ্ছে করছে জামাকাপড় খুলে নগ্ন হতে। জনের আদর খেতে খুব মন চাইছে।

জন ওকে দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর হাত বাড়াল চেয়ারের পাশে রাখা স্পোর্টস ব্যাগের দিকে। কালো একটা বাক্স বের করল ব্যাগ খুলে। বাক্সের সামনে চোখ আছে—ক্যামেরা। এ জিনিস টিভিতে দেখেছে সিল।

'মুহূর্তটি স্মরণীয় করে রাখতে চাইলে তুমি কিছু মনে করবে?' জিজ্ঞেস করল জন। 'আমি ছবি তুলতে ভালোবাসি। তবে অনেকে ছবি তুলতে দিতে পছন্দ করে না। যদিও ছবি আমি খুবই বাজে তুলি।' হাসল সে, 'তবে ডেভেলপ করতে মজা লাগে। আর ছবি তুলতে পোলারয়েড ক্যামেরা আমার প্রথম পছন্দ। তুমি কী বলো—ছবি তুলব?'

'নিশ্চয়,' বলল সিল।

জন বারকয়েক তাকাল ক্যামেরায়, তারপর আরেকটি লন চেয়ারের ডানায় রাখল ওটা সিলের দিকে মুখ করে। ক্যামেরার একটা বোতাম টিপে পিছিয়ে এল সিলের কাছে, একটা হাত রাখল ওর কাঁধে। ক্যামেরায় লাল ছোট একটা আলো জ্বলতে লাগল, তারপর ঘরঘর একটা শব্দ হল। আকস্মিক আলোর ঝলকানিতে চোখ পিটপিট করল সিল, ওদের পেছনের সবুজ গাছপালা আলোকিত করে তুলল। জন ক্যামেরা আনতে গেছে, সিল আশা করল ফ্ল্যাশ জ্বলে ওঠার সময় ও যে কেঁপে উঠেছিল তা যুবক টের পায়নি। পোলারয়েড নিয়ে ফিরল জন, দুটো কাগজের টুকরো বের করে নিল ক্যামেরা থেকে। মোটা কাগজটা রাখল টেবিলে।

'এই যে ছবি।' উত্তেজিত গলা জনের। 'দ্যাখো!'

'ওয়াও!' নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল সিলের। হাত দিয়ে স্পর্শ করতে গেল, ওর হাত ধরে ফেলল জন।

'না, না,' সাবধান করল ও। 'প্রিন্ট ডেভেলপ হচ্ছে। এখন ধোরো না। নষ্ট হয়ে যাবে।' ছবিটি বেশ দূর থেকে তোলা হলেও ওদের দুজনকে ঠিকই চেনা যাচ্ছে। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হল সিল। ওর দিকে তাকিয়ে হাসল।

'ছবিটা পছন্দ হয়েছে? আমরা পরে আবার ছবি তুলব, কেমন?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল সিল, হাসিটা ধরে রাখল মুখে।

'অবশ্যই।'

২৮

'ইমার্জেন্সি রুমে অনেক অস্বাভাবিক কেস আসে আমাদের কাছে।' লরা এবং প্রেসকে জানাল ড. সুগত শাহ্। 'গুঁড়ো হয়ে যাওয়া মাথা, বন্দুকের গুলিতে আহত রোগীসহ আরো অনেক কিছু। তবে এই মেয়েটি—' থেমে গেল সে, তাকাল ছাদের দিকে। অন্যমনস্ক।

'হ্যাঁ,' উৎসাহ জোগাল প্রেস, 'বলুন মেয়েটি কী বলল?'

ছাদের আলোর দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে ছিল ড. শাহ এবার হাতের চেটো দিয়ে পাতা ঘষল। 'প্রথমে মনে হয়েছে হ্যালুসিনেশন দেখছি। ভেবেছি আমার এক বন্ধু মশকরা করতে মেয়েটিকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। যাহোক, আমি নিজেই রক্তের নমুনা সংগ্রহ করি। বিশ্বস্ত এক নার্সকে দিয়ে পাঠিয়ে দিই ল্যাবে... এবং আমি জানি আমি কী দেখেছি।'

'এবং আপনি কী দেখলেন, ড. শাহ?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'সে তার ভাঙা হাড় নিজেই জোড়া লাগিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে। এবং ঘটনাটা ঘটিয়েছে আমার চোখের সামনে।' মৃদু গলায় বলল ড. শাহ।

'মাফ করবেন, ডক্,' একটা হাত তুলে ঢোক গিলল প্রেস। 'আপনি বলছেন কী এসব? সে নিজেই নিজের শরীরের ভাঙা হাড় জোড়া লাগাল?'

প্রেসের চোখে চোখ রাখল ড. শাহ। 'আপনি ভুল শোনেননি, মি. লেনক্স। সে নিজেই নিজেকে সুস্থ করে তোলে। যখন হাসপাতালের বিছানা ছাড়ল, তার হাড় ছিল জোড়া-লাগানো, শরীরে কোনো কাটা দাগ ছিল না। শরীর থেকে রক্ত পড়াও বন্ধ হয়ে যায়। নিজে নিজে হেঁটে বেরিয়ে যায় হাসপাতাল থেকে।'

'অদ্ভুত,' বলল লরা।

'আর আপনি ওকে যেতে দিলেন?' চেঁচিয়ে উঠল প্রেস। 'ওভাবে ছেড়ে দিলেন?'

সামনে হাত মেলে ধরল ড. শাহ্। 'আমি ওকে বাধা দিতাম কোন্ ছুতোয়? ওর জ্ঞান ছিল, শরীরে কোনো ক্ষত নেই। দিব্যি সুস্থ মানুষের মতো আচরণ।' শ্রাগ করল ডাক্তার, হাত বাঁধল বুকে। 'সে যা করেছে তার ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। তবে মি. লেনক্স এবং ড. বেকার, ও আহত হয়নি।'

'কিন্তু আপনি তো ওর রক্তের নমুনা পরীক্ষা করেছেন?' জিজ্ঞেস করল লরা। 'ওটা দেখে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা মশকরা ছিল না?'

'তা বটে।'

'রেজাল্টটা দেখতে পারি?'

'অবশ্যই,' ড. শাহ একটা ফোল্ডার দিল লরাকে। লরা দ্রুত পাতা উল্টে যেতে লাগল। 'আপনাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে ঘটনাটা শুনে অবাক হননি।' বলল ড. শাহ। লরার ফাইল দেখা হয়ে গেছে। বন্ধ করল ফাইল।

'আমি হইনি,' জবাব দিল লরা। 'এরকম কিছু একটা আশা করেছিলাম।'

'ও-ই?' জিজ্ঞেস করল প্রেস।

'হুঁ,' ফোল্ডারটা ফিরিয়ে না দিয়ে বগলের তলায় ঢোকাল লরা। হাত বাড়িয়ে দিল ড. শাহ'র দিকে। 'সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ, ডক্টর। দেখি আপনি যে মহিলার চিকিৎসা করেছেন তাকে খুঁজে বের করতে পারি কিনা। যেহেতু টেকনিক্যালি সে কোনো রোগী ছিল না, আপনার নিশ্চয় এ টেস্ট রেজাল্টগুলোর দরকার হবে না।'

আপত্তি জানাতে মুখ খুলতে গিয়েও খুলল না ড. শাহ। তার কালো চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। 'সান্তামোনিকা পুলিশ বিভাগে ফোন করেছিলাম আমি। জানি না পুলিশের বদলে আপনারা এখানে কেন?' বিরতি দিল সে, 'ড. লরা বেকার... আপনার কথা অনেক শুনেছি আমি। আপনি তো মলিকিউলার বায়োলজিস্ট। স্মৃতি যদি প্রতারণা না করে তাহলে যদ্দূর জানি আপনি ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর একজন ফেলো।' প্রেসের দিকে ঘুরল সে। 'আর আপনি কী করেন, মি. লেনক্স?'

'আমি?' মিষ্টি হাসি উপহার দিল প্রেস। 'আমি এখানে অনেকটা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা রাখতে এসেছি। আমাকে আপনি মধ্যস্থতাকারী বলতে পারেন।'

'মধ্যস্থতাকারী? বেশ মজার উপাধি।'

মুচকি হাসল প্রেস। দেখছে লরার আঙুল কম্পিউটার কী-বোর্ডে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াচ্ছে। হাসপাতালের অ্যাডমিশন লাউঞ্জে আছে ওরা। সিলকে হাসপাতালে কে ভর্তি করতে নিয়ে এসেছিল জানতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। প্রেসকে জানাল, লোকটার নাম জন এফ ক্যারি। হসপিটাল রেকর্ডে তার কোনো নাম নেই। তার মানে এ হাসপাতালে সে কখনো রোগী হিসেবে ভর্তি হয়নি। সিলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না, দুর্ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিল মাত্র জন ক্যারী। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারছি না—যে মেয়েকে সে চেনে না, জানে না তার জন্যে সে নিজের ক্রেডিটকার্ড কেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দিল?'

'সেধে নিশ্চয় দেয়নি,' বলল প্রেস। 'নার্স নির্ঘাত জোর করে কার্ড নিয়েছে।'

'কোনো ঠিকানা কিংবা ফোন নাম্বার নেই,' নাম এবং ক্রেডিটকার্ড নাম্বারে চোখ বুলাল লরা। 'তবে এগুলো জোগাড় করতে সমস্যা হবে না। গাড়িতে, আমার

ল্যাপটপ ঘাটলেই পেয়ে যাব।'

'আশা করি আপনারা জানেন হাসপাতালের তথ্য বাইরের কাউকে দেয়া হয় না,' কাউন্টারের অপর পাশ থেকে কর্কশ নারীকণ্ঠ ভেসে এল। 'কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া তথ্য দিলে জরিমানা এবং জেল দুটোই হতে পারে।'

নার্স এম. ম্যাডাবারকে দেখে ঠোঁট কামড়াল প্রেস। মহিলা নিতম্বে হাত রেখে ওদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। চোখ বড় বড় করে তুলে চেহারায় রাজ্যের সারল্য ফুটিয়ে তুলে প্রেস বলল, 'তাতো বটেই। তবে আমরা ওর ক্রেডিটকার্ড নাম্বার ব্যবহার করতে চাইছি শুধু আমাদের লিভিংরুম নতুন করে সাজানোর জন্যে।'

নার্সের চোয়াল ঝুলে পড়ল, 'মানে?'

'আমরা তথ্য অবশ্যই গোপন রাখব,' নরম গলায় বলল লরা। সিধে হয়েছে ও, একটা বোতাম টিপতেই কমপিউটারের পর্দা থেকে ক্যারি-সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য মুছে গেল।

'আমার সঙ্গীটি রসের আধার। রস ছাড়া কথা বলতে পারে না।' প্রেসের দিকে তীব্র একটা চাউনি দিল লরা। কনসোল ছাড়ল। নার্স নিজের চেয়ারে এসে বসল। সে কিছুক্ষণের জন্যে একটা জরুরি ফোন পেয়ে প্রশাসনিক কক্ষে গিয়েছিল এই ফাঁকে তার কম্পিউটার নিয়ে বসে যায় লরা।

প্রেসকে নিয়ে হাসপাতাল ছাড়ল লরা। পার্কিং লটে ধূসর-রঙা সরকারি সেডান দাঁড় করানো। লরার জন্যে দরজা খুলে দিল প্রেস। গাড়িতে ঢুকেই কম্পিউটারে তার পাসওয়ার্ড টাইপ করল লরা, ফিচের সদর দপ্তরের সিস্টেমের সঙ্গে একটা নেটওয়ার্ক লিংক তৈরি হলো। প্রেস যখন হুইলের পেছনে বসেছে ততক্ষণে ক্যারি-সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য লরার কম্পিউটারের পর্দায় ফুটে উঠেছে।

'পেয়ে গেছি,' বলল লরা। প্রেস গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

'উইন্ডোমারে প্যালিসাইডসের ঠিকানা। ফোন নাম্বারও আছে।'

'ক্যারিকে ফোন করো,' বলল প্রেস। 'ফোন ধরলে বোলো বাড়ি থেকে যেন এখুনি কেটে পড়ে... সিলের ধারেকাছেও যেন না ঘেঁষে। তারপর ফিচকে ফোনে বোলো আমাদের সঙ্গে কোথায় মিলিত হবে।' প্রেস 'তুমি' করেই সম্বোধন করল লরাকে।

'ওখানে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?' লরা সেলুলার ফোনে ডায়াল শুরু করে দিল।

'সন্ধ্যার আগে নয়,' জবাব দিল প্রেস। 'গ্লাভবক্সে কোনো ম্যাশট্যাশ পাও কিনা দেখো।'

'পেয়েছি,' বলল লরা, 'ধ্যাৎ, লোকটা তার অ্যানসারিং মেশিন অন করে রেখেছে। ম্যাসেজ দেব?'

'অবশ্যই,' শুকনো গলায় বলল প্রেস। 'বোলো সে ভিনগ্রহের এক দানবের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে।'

'থ্যাঙ্কস, স্মার্ট অ্যাস,' ফোন কেটে দিল লরা, ডায়াল করল ফিচকে।

'আর কতদূর?' গুঙিয়ে উঠল প্রেস। সানসেট বুলেভার্ডের আরেকটা মোড় ঘুরল সে ফুলস্পিডে।

'বেশিদূরে না,' ম্যাগনিফাইং গ্লাস এবং পেন লাইট দিয়ে ম্যাপে চোখে বোলাচ্ছে লরা। 'আমরা এখন ১৪৫০০তে আছি। উইল্ডোমার ১৫৭০০তে। মাঝখানে ডজনখানেক রাস্তা।'

'এবার?' বামদিকে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল প্রেস। 'আর বেশিদূর তো হবার কথা নয়।'

হাতে ধরা ম্যাপে চোখ বুলাল লরা। 'বামে আরেকটা রাস্তা আছে—ওটাই উইল্ডোমার। ক্যারির বাড়ি ডানে, তিন নম্বরে হবার কথা।' লরা আসনে ছুড়ে মারল ম্যাপ, ওটা মেঝেতে পড়ে গেল। চূড়ান্ত মোড় ঘুরল সেডান।

'অবশেষে!' গাড়ির গতি কমাল প্রেস, জন ক্যারির বাড়ির ড্রাইভওয়েতে নিঃশব্দে থামাল যান্ত্রিক বাহন।

২৯

জাকুজ্জির পানিটা গরম, সিল যা ভেবেছিল তার চেয়ে বেশি। বেশ ভালো লাগছে ওর—ত্বকে রেশমি, যৌনাত্মক একটা ছোঁয়া পাচ্ছে। যেন কোনো প্রেমিক ওকে আদর করছে যে ওর শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি চেনে। সেডানের ডেকের ওপর নিজের জামাকাপড় খুলে রেখেছে সিল। ওগুলো ভিজে যেতে পারে। তবে গ্রাহ্য করছে না সে। কাপড় আবার পরতে না হলেও তাতে আপত্তি নেই ওর। বাইরে, গাছের শাখায় ছোট ছোট বালব জ্বলছে। টাবের আলোতে সিলের শরীর নরম আইসক্রিমের মতো জ্বলজ্বল করছে।

জন ক্যারিকে নিয়ে কী করবে জানে না সিল। মনের একটা অংশ বলছে হলিউডি হিলসের রোবির মতো মিলিত হতে। মনের অপর অংশ বলছে ক্যারির লাজুক ভাবটা সে খুব পছন্দ করেছে এবং বুঝাতে পারছে না আসলে ওকে নিয়ে কী করা উচিত। কিন্তু অধৈর্য হয়ে উঠছে সিল। সারাটা দিন ধরে সে এখানে—ঘটনা ঘটতে আর কত সময় নেবে?

'এসো, আমার সঙ্গে নেমে পড়ো,' বেড়ালের মতো গরগর করল সিল। 'পানিটা চমৎকার।' আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে হাসল সে।

টাবের কিনারায় দাঁড়ানো জন ক্যারি, কোমরে দামি তোয়ালে জড়ানো। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে অনিশ্চয়তায় ভুগছে। বাড়ির ভেতরে বেজে উঠল ফোন। সিল ভাবল ক্যারি ফোন ধরতে যাবে। কিন্তু সে কোমর থেকে খুলে ফেলল তোয়ালে, ছুড়ে দিল কাছের একটা আরামকেদারায়। সিল হতাশ হয়ে দেখল ক্যারি ঢিলে, নীল রঙের একটি সুইম ট্রাঙ্ক পরেছে। ক্যারি জ্যাকুজ্জিতে নেমে পড়ল, সিল ওর পাশে চলে এল। সুইম ট্রাঙ্ক টেনে খুলতে লাগল।

'অ্যাই,' আপত্তি জানাল জন। 'এক সেকেন্ড—করছ কী তুমি?'

'এটার তোমার কোনো দরকার নেই,' মিষ্টি করে বলল সিল।

জনের কোমর থেকে ট্রাঙ্ক খসিয়ে আনল সিল। একমুহূর্ত ইতস্তত করল জন, তারপর চুমু খেল ওকে। একমুহূর্ত কাঠ হয়ে থাকল সিল। তারপর উপভোগ করল জনের জিভের নরম ছোঁয়া। 'তুমি খুব কম কথা বলো,' খসখসে শোনাল জনের কণ্ঠ।

মৃদু হাসল সিল, কাঁধ ঝাঁকাল। সে লক্ষ করেছে কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে না চাইলে এভাবে কাঁধ ঝাঁকায় জন। তার মানে হয় প্রশ্নের জবাব সে জানে না অথবা প্রশ্নটি তার কাছে তেমন গুরুত্ব বহন করে না। 'তুমি জানো আমি তোমাকে পছন্দ করি,' নরম গলায় বলল সিল।

'আমি জানি,' ফিসফিস করল জন।

সিলের কানে জনের নিশ্বাস গরম লাগল, ওর ভেতরে কামনা জাগিয়ে তুলছে। 'আমার মনে হয় না খুব দ্রুত আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছি।' রেশমি গলা সিলের। একটা হাত পানির নিচে চলে এল, জনের একটা হাঁটু ধরল ও। 'তোমার মনে হয়?'

'না,' কর্কশ গলা জনের, 'ম-মনে হয় না।'

জন সিলের উদ্ধত বুকে হাত রাখল। জনের আরো কাছে চলে এল সিল, আরো জোরে চুমু খেল। ওর একটা হাত খুঁজে পেল জনের পেটের মখমলের মতো পেলব লোম, আঙুলগুলো কিলবিল করে নিচে নামতে লাগল। জন চট করে ধরে ফেলল সিলের হাত। 'অ্যাই,' নার্ভাস শোনাল ওর কণ্ঠ। 'এটা খুব বেশি দ্রুত হয়ে যাচ্ছে।'

'আমি তোমাকে আমার ভেতরে চাই,' আকুল গলা সিলের। হাত দিয়ে বাড়ি মারল জনের মুখে। জন ওর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করল নিজেকে।

'আ-আমার মনে হয় একটা সমস্যা হয়েছে,' সিলের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না জন।

'মানে?' সন্দেহ নিয়ে জানতে চাইল সিল। কী সমস্যা হয়েছে বুঝতে চাইল। ওকে কি সুন্দর লাগছে না? নাকি আইডি ক্লাবের সেই মেয়েটার মতো কারো কথা ভাবছে জন। সিল চুলে হাত দিল। চুলের ভেজা ডগা সেঁটে রয়েছে ঘাড়ের সঙ্গে। হয়তো এজন্য ওর চেহারা সুন্দর দেখাচ্ছে না।

'তোমাকে আমার সুন্দর লাগছে না?' জোরগলায় জানতে চাইল সিল।

'অবশ্যই সুন্দর লাগছে,' এমন উদাসভাবে জন বলল কথাটা, সিলের পছন্দ হল না বলার ভঙ্গি। সিল কিছু বলছে না দেখে জন সিলের পাশে সরে এল। ওর হাত তুলে নিল নিজের হাতে। সিলের আঙুল ঘষতে লাগল। ছোট ছোট ঢেউ ধাক্কা দিতে লাগল সিলের বুকে এবং পেটে। বেঞ্চি দেখিয়ে জন বলল, 'আমরা ওখানে বসব, বেবি। তবে কোনো তাড়াহুড়ো নেই, ঠিক আছে? জাস্ট রিল্যাক্স। যা ঘটার তা স্বাভাবিকভাবে ঘটতে দাও।'

মাথা ঝাঁকাল সিল। তবে জনের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। সে আবার এগিয়ে গেল জনকে চুমু খেতে। ওর ঠোঁট এবং দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল জিভ। মাত্র দাঁত মেজে এসেছে জন, ওর জিভের স্বাদ সিলের কামনা বাড়িয়ে তুলল। ওকে আরো বেশি করে চাইছে সে। কিন্তু জন ওকে আবার ঠেলে সরিয়ে দিল। 'তুমি খুব আবেগী,' বলল সে। 'আর এটা আমি খুব পছন্দ করি।'

জন যা বলছে ঠিকই আছে, কিন্তু ওর কণ্ঠ কেমন আড়ষ্ট, উদ্বেগ পরিষ্কার। জন

যখন আবার পিছিয়ে গেল, আধবোজা চোখে ওকে লক্ষ্য করল সিল তবে ওর দিকে এগিয়ে গেল না। ভাবছে জন কি কাউকে আশা করছে! হয়তো এ বাড়িতে ওর সঙ্গে কোনো মেয়ে থাকে, যার কথা ইচ্ছে করেই সিলকে বলতে ভুলে গেছে সে। তীব্র ঈর্ষার আগুন জ্বলল সিলের বুকে, সেইসঙ্গে জাগল প্রচণ্ড ক্রোধ। সিলকে তার তেমন উত্তেজক মনে হয়নি কারণ সে অন্য কাউকে মন দিয়ে রেখেছে আর সিলের সঙ্গে মিলিত হবার শক্তিও সে পাচ্ছে না একই কারণে। জনকে তার খুব ভালো লেগে গিয়েছিল, কিন্তু মিলনসঙ্গী হবার উপযুক্ত সে নয় তবু হাল ছেড়ে দিতে চায় না সিল, কারণ তার সন্তানের জন্ম দেয়ার জন্যে কাউকে তার দরকার, জীবনসঙ্গী নয়।

জনকে আবার চুমু দিতে চাইল সিল। চুমু ফিরিয়ে দিল জন যেন উপভোগ করেছে সে চুম্বন। সিল টের পেল জনের চামড়া ফুঁড়ে ঘাম বেরুচ্ছে। কামনার ঘাম। অবশেষে সাড়া দিতে লাগল জন। সিলের শরীরী আবেদনের মাঝে নিজেকে সমর্পণ করল। সিল্ ওকে দু পা দিয়ে জড়িয়ে ধরল। জন ওকে শক্ত করে চেপে ধরল বুকের সঙ্গে। ঘাড়ে মুখ রেখে গুঙিয়ে উঠল।

হাঁপাতে হাঁপাতে জনের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করল সিল। কিন্তু বাধা পেল। হতাশা গ্রাস করল ওকে। এ লোকটার সমস্যা কী? জবাবদিহিতা চাইবার জন্যে মুখ খুলেছে সিল, হালকা একটা শব্দ এল কানে। ওদের ফোঁসফোঁস নিশ্বাস, জাকুজ্জির টগবগ করে ফুটতে থাকা পানির শব্দ ছাড়াও অন্যরকম একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছে ও। খেঁকিয়ে উঠল সিল। জনের কাঁধের ওপর থেকে বাড়ির দিকে তাকাল। আসবাব এবং ঝোপঝাড় ভেদ করে কিছু দেখতে চাইল। জনের শরীরের ওপর ওর শরীর আর নড়ছে না, মাথা কাত করল সিল, খাড়া হল কান। ও কি সত্যিই কিছু শুনেছে...?

হ্যাঁ, পায়ের শব্দ। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে কেউ।

৩০

ডোরবেল বাজাল প্রেস, দরজার কড়াও নাড়ল। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। তবে বাজি ধরে বলতে পারে প্রেস বাড়িতেই আছে জন ক্যারি। বাড়ির সামনেটা অন্ধকার। কেবল সামনের দরজায় জ্বলছে আলো। দরজা বন্ধ। প্রেস লরাকে ইশারা করল ওর পেছন পেছন আসতে। বাড়ির উত্তর-দিকের ড্রাইভওয়েতে মোড় নিল ওরা। এদিকে একটা স্লাইডিং গ্লাসডোর দেখতে পেল। দরজার ওপাশের জায়গাটা আঁধারে ঢাকা। আবছাভাবে চোখে পড়ে একটি ছোট গ্লাস ও ক্রোম দিয়ে তৈরি টেবিল এবং চামড়ার একজোড়া চেয়ার। ঘরের দূরপ্রান্তে, আরেকটি দরজা থেকে ম্লান আলোর ফালি দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত কিচেনে স্টোভ জ্বলছে। প্রেস দরজার হাতলে ধাক্কা দিতেই গ্লাসডোর সরে গেল একপাশে।

'এসো,' ফিসফিস করল ও।

'ও এ-দরজাটা খোলা রেখেছে অথচ সামনের দরজাটা কেন বন্ধ রাখল বোধগম্য হচ্ছে না আমার,' বিড়বিড় করল লরা।

কাঁধ ঝাঁকাল প্রেস, দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রতিটি ছায়া লক্ষ করছে। লরা গ্লাসডোর বন্ধ করে দিল। তারপর প্রেসের পেছন পেছন ঢুকে পড়ল জন ক্যারির বাড়িতে।

'কী হল?' জিজ্ঞেস করল জন। সিলকে দেখছে সে, বিস্মিত।

'তুমি কিছু শুনতে—আচ্ছা, দাঁড়াও। ঠিকই বলেছ। সামনের দরজায় কেউ এসেছে।' টাব থেকে উঠে যাওয়ার ভঙ্গি করল।

'আমি দেখছি।'

'না,' বাধা দিল সিল। 'যেয়ো না, প্লিজ। আ-আমি একটি সন্তান চাই।'

স্থির হয়ে গেল জন, বড় বড় হয়ে গেল চোখ। 'কী বললে?' এবারে আর বিরক্তি গোপন করার চেষ্টা করল না। 'তুমি ভুল মানুষ বাছাই করেছ, লেডি। আমাদের আজই মাত্র সাক্ষাৎ হল, মনে আছে?' টাবের ওপর ভাঁজ করে রাখা সুইম ট্রাঙ্কের দিকে হাত বাড়াল। দৃঢ় গলায় বলল, 'আমি দেখছি কে এল। তুমি পোশাক পরে নাও। তারপর এ নিয়ে পরে কথা বলব।'

জন সিলের পেছন ফিরল। ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে জন, অপমান করেছে। মাথায় আগুন ধরে গেল সিলের।

'আমার কোনো সমস্যা নেই,' হিসিয়ে উঠল ও। 'তুমিই সমস্যা করলে।' থাবা মেরে জনকে ধরে ফেলল সিল। জন চিৎকার দেয়ার আগেই পানিতে চুবিয়ে ধরল ওকে। এক হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে থাকল। দরজায় কড়া নাড়া বন্ধ হয়েছে, তবে আরেকটা শব্দ শুনতে পেল সিল। দরজা খুলছে কেউ। জন পানির নিচে দাপাদাপি করছে, বাতাস নিতে ভেসে ওঠার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে। অধৈর্য সিল জনের মাথা ঠুকে দিল পানির নিচের বাতির সঙ্গে। বাতি ভেঙে নিভে গেল আলো তবু জনের দাপাদাপি কমছে না।

হট টাবের অন্ধকারে সিল টের পেল ওর ভেতরে একটা পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনটার কাছে নিজেকে সমর্পণ করল সে। সিলের শরীর থেকে কিলবিল করে কয়েকটা শুঁড় বেরিয়ে এসে পেঁচিয়ে ধরল জনকে। ঢুকে গেল ওর ভেতরে, এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল জনকে। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এসে লাল করে তুলল পানি। মারা গেল জন। সিল উঠে এল টাব থেকে। পানিতে উপুড় হয়ে আসছে জন। সিলকে এখন দেখলে কেউ চিনতে পারবে না। ভয়ংকর একটা চেহারা ধারণ করেছে সে। বিদ্যুৎগতি পদক্ষেপে সে বাড়ির পেছনের বেড়ার সামনে চলে এল, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলে।

এবারে প্রস্তুত হয়েই এসেছে প্রেস। হাতে MP5SD4 সাবমেশিনগান। ঠাণ্ডা অস্ত্রটা বাগিয়ে ধরে নিঃশব্দে এগোচ্ছে ও, পেছনে লরা। 'ওই যে,' বিড়বিড় করল প্রেস। 'প্যাশিওর ওখানে। তুমি এখানেই থাকো।' মাথা ঝাঁকাল লরা। ফ্রেঞ্চডোরের দিকে পা বাড়াল প্রেস। পর্দাটা একপাশে ঠেলে সরিয়ে উঁকি দিল। আফসোসের সুর বেরিয়ে এল গলা দিয়ে, 'ইশ! দেরি করে ফেলেছি।'

'কেন?' প্রেসের পাশে চলে এল লরা। উঁকি দিল। জাকুজ্জিতে উপুড় হয়ে ভাসছে জনের লাশ। লাল টকটকে পানির রঙ। মুখ ঘুরিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকাল লরা। বাড়ি ঘিরে থাকা সবুজ গাছপালার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'তবে ও বেশিদূর নিশ্চয় যেতে পারেনি। দ্যাখো—প্যাশিওর পাথরগুলো এখনো ভেজা। লাউঞ্জ চেয়ারে জামাকাপড় পড়ে আছে। তাছাড়া ওর পায়ের ছাপও দেখতে পাচ্ছি।'

'ফিচকে ফোন করো,' প্রেস বলল ওকে। 'আমি সিলের পিছু নিচ্ছি।' প্রেস বেড়ার দিকে পা বাড়াল। প্যাশিও থেকে লনের ঘাস পর্যন্ত চলে গেছে ভেজা পায়ের ছাপ। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখল লরাকে। হট টাবের পাশে দাঁড়িয়ে সেলুলার ফোন কানে লাগিয়েছে লরা। কথা বলছে।

বেড়ার অপরপাশে কী যেন একটা নড়ে উঠল। ঝুঁকল প্রেস, হাতে নাইন মিলিমিটার সাবমেশিনগান প্রস্তুত। প্রথমে ঘাসে খসখস শব্দ হল, তারপর গাছের

ডালে। দ্রুত এবং অদৃশ্য কিছু একটা নড়াচড়া করছে। প্রেসের ডানদিকে একটা গেট। ওটা খুলল প্রেস। ভেতরে ঢুকল। তাকাল পেছন ফিরে। লরাকে দেখতে পেল না। ও নিশ্চয় বাড়ির ভেতরে চলে গেছে।

এক পা সামনে বাড়ল প্রেস। পায়ের নিচে মুটমুট শব্দে গুঁড়িয়ে গেল শুকনো পাতা। মাথার ওপরে একটা শব্দ হতে আড়ষ্ট হয়ে গেল প্রেসের শরীর। ডাল এবং পাতায় খসখস আওয়াজ। কিছু একটা আছে ওখানে, তবে ছোট কিছু, সিলের মতো বড় নয়—

অস্ত্রটা হাত থেকে ছেড়ে দিল প্রেস, স্লিং-এ ঝুলতে লাগল সাবমেশিনগান। একটা শক্ত ডাল মুঠোয় চেপে ধরল প্রেস, নিজেকে টেনে তুলল শূন্যে। গাছের গুঁড়িতে একটা হাত রেখে ভারসাম্য রক্ষা করল, মুক্ত হাতে চলে এসেছে হেকলার অ্যান্ড কচ। ফুল অটোফায়ারের জন্যে প্রস্তুত।

অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ওটা। ছোট একটা কাঠবেড়ালি। গাছের ডাল থেকে লাফ মেরে নামল গুঁড়িতে। ছুটে পালাল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল প্রেস। নিচ থেকে ভেসে এল লরার কণ্ঠ। 'চমৎকার, মি. টারজান। তুমি এখন নিচে নেমে আসতে পারো। অন্যরা সবাই চলে এসেছে।'

শূন্যে একটা দোল খেল প্রেস। ছেড়ে দিল অবলম্বন। লরার পাশে নিরাপদ অবতরণ ঘটল ওর। সে কিংবা লরা কেউই টের পেল না নীল একজোড়া চোখ ধারালো দৃষ্টিতে ওদেরকে কুড়ি হাত দূর থেকে দেখছে, ক্যারির প্রতিবেশীর বাড়ির বেড়ার ওপর থেকে।

জন ক্যারির অভিজাত প্যাশিওতে স্পটলাইট জ্বলছে। আলোর প্রতিফলনে সাদা দেখাল ড. ফিচের চেহারা। তিনি স্পেশাল ফোর্স ইউনিটের মাস্টার সার্জেন্টকে হুকুম দিলেন, 'সবগুলো রাস্তা ঘিরে ফেলুন। হেলিকপ্টার, সার্চলাইট, কুকুর—যা যা দরকার সবকিছুর ব্যবস্থা করুন। আমি একঘণ্টার মধ্যে এই মহিলাকে এখানে দেখতে চাই।' পাথর-মুখে মাথা ঝাঁকাল সার্জেন্ট। ফিচ হটটাবের দিকে এগিয়ে গেলেন দলের বাকি সদস্যদের সঙ্গে যোগ দিতে।

'ও বেশিদূর যেতে পারেনি,' প্রেসকে বললেন তিনি। 'ক্যারির শরীর এখনো গরম। তার গাড়িটাও গ্যারেজে।'

'ক্যারির ফরেনসিক পরীক্ষা করতে হবে,' বলল স্টিফেন।

'দেখা দরকার খুন করার আগে সিল ওর সঙ্গে মিলিত হয়েছে কিনা। সে—' ভুরু কুঁচকে গেল স্টিফেনের ড্যানের দিকে তাকিয়ে। ড্যান বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে গোলাপি-লাল পানির দিকে। 'ড্যান? তুমি ঠিক আছ তো?'

কালো মানুষটা পিটপিট করল চোখ, তারপর হাত দিয়ে মুখ চুলকাল। তাকাল স্টিফেনের দিকে। অন্যমনস্ক দৃষ্টি। 'আগে রক্ত দেখলে ভয় পেতাম আমি। এখন

বুঝতে পারছি রক্ত দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।' ম্লান গলা তার।

সিলের খোঁজ পাওয়া গেল না। জন ক্যারির প্রতিবেশীর বেড়া ভেঙে পালিয়েছে সে।

হতাশ শোনাল ফিচের কণ্ঠে। 'আবার হারালাম ওকে। আমাদের এখানে পৌঁছুতে মাত্র দশ মিনিট লেগেছে। এরই মধ্যে পালিয়ে গেল ও!'

'তবে এবারে ওর কাছাকাছি তো আসতে পেরেছি আমরা', মন্তব্য করল স্টিফেন।

'কাছাকাছি?' গলা চড়ে গেল ফিচের। 'এটাকে কী ভাবছেন আপনি—শিশুদের খেলা? ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল যখন রেজাল্ট জানতে চাইবে কী বলব আমি তাদেরকে? বলব যে আমরা কাছাকাছি আসতে পেরেছি?'

অসহায় একটা ভঙ্গি করল স্টিফেন। 'সরি, ডক। আসলে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা থেকে কথাটা বলেছি।'

'আমার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করার দরকার নেই,' রীতিমতো চিৎকার করছেন ফিচ, হাতের তালুতে ঘুসি মারছেন। 'আমি চাই আপনারা আপনাদের সর্বোচ্চ দক্ষতা ব্যবহার করে খুঁজে বের করবেন এই মহিলাকে।'

'প্রাণী,' মৃদু গলায় লরা। 'ও মহিলা নয়।'

ঝট করে ওর দিকে ঘুরলেন ফিচ। 'ও যেই হোক। ওকে ছাড়া যাবে না!'

'হেই, ফিচ,' বরফ-ঠাণ্ডা প্রেসের কণ্ঠ। 'আপনারা ওকে তৈরি করেছেন, আপনারাই ওকে হারিয়েছেন। আপনিই এর মধ্যে আমাদেরকে টেনে এনেছেন। কাজেই চেঁচামেচি করার আগে আয়নায় নিজের মুখখানা একবার দেখে আসুন।'

'দ্যাটস ভেরি ক্লেভার,লেনক্স,' তেতো গলায় বললেন ফিচ। তবে নিজেকে শান্ত করলেন তিনি। 'কারো কোনো ধারণা আছে ও এরপরে কী করতে যাচ্ছে?''

'লিভিংরুমের টেবিলে এ জিনিসটা পেয়েছি,' পোলারয়েড ছবিটি দেখাল ড্যান। সবাই ঘিরে ধরল ওকে।

'এই কি সে-ই?'

'হতে পারে। তবে ছবিটা স্পষ্ট নয়।' বলল প্রেস।

'ক্যারি ভালো ছবি তুলতে জানে না বলে আফসোস হচ্ছে,' ড্যানের হাত থেকে ছবিটি নিলেন ফিচ। গাড়ির দরজা খুললেন। মাথার ওপরে মৃদু আলোতে ছবি দেখতে দেখতে বললেন, 'ওদের চেহারা তো চেনাই যাচ্ছে না। এ ছবি আমাদের কোনো কাজে আসবে না।' তিনি উঠে পড়লেন গাড়িতে। ইশারা করলেন স্টিফেন ও ড্যানকে গাড়িতে উঠতে।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' জিজ্ঞেস করল ড্যান।

ইগনিশন সুইচ অন করলেন ফিচ। স্টিফেন এবং ড্যান সিটবেল্ট বেঁধে নিল। 'প্রেস আপনি এবং লরা আমাদের সঙ্গে বিল্টমোরে সাক্ষাৎ করবেন। আপাতত একটু

বিশ্রাম নেব আমরা। তারপর আবার নেমে পড়ব কাজে।' উইন্ডশিল্ড দিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। 'আমাদের একটা কিছু পেতেই হবে। যদিও এ মুহূর্তে জানি না ও কোথায় আছে।'

'ড. ফিচ,' ড্রাইভারের পাশের জানালায় চলে এল রবার্ট মিনঝা। হাতে ফোন। 'এইমাত্র ক্যারির রিপোর্ট পেলাম। রেতঃপাত্রের কোনো প্রমাণ নেই।'

বিস্মিত দেখাল লরাকে। 'তার মানে সিল এখনো মিলিত হতে পারেনি।'

মুচকি হাসল ড্যান। 'আমরা চলে এসে ব্যাঘাত ঘটালাম যে!'

'কাল আমরা আবার আইডি ক্লাবে যাব,' বললেন ফিচ।

'মশকরা করছেন?' ভুরু কপালে তুলল প্রেস। 'ও নির্বোধ নয়, আপনি জানেন। সে নিশ্চয় ওখানে আবার ফিরবে না।'

'আমিও প্রেসের সঙ্গে একমত,' সামনের দিকে ঝুঁকে এল স্টিফেন। ড্যাশবোর্ডে হেলান দিয়েছে কনুই। 'আমারও সন্দেহ হচ্ছে ও ওখানে ফিরবে না।'

বিরক্তি দেখাল ফিচকে। 'দ্যাখো,' তুমি সম্বোধন করলেন তিনি এবার। 'ও লস এঞ্জেলসে আছে তিনদিন হল। আইডিতে ও প্রথমবার সফল হতে পারেনি। কিন্তু আবার সঙ্গীর খোঁজে ওখানে যে যাবে না সে ব্যাপারে কী করে নিশ্চিত হচ্ছ তোমরা? আমি বিল্টমোরে কম্পিউটার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার চেয়ে কাল সন্ধ্যায় আইডিতে যাওয়াটা অনেক বেশি কার্যকর পদক্ষেপ বলে মনে করছি। কাজেই কাল ওখানেই যাব আমরা।'

৩১

মাথার ওপর দিয়ে হেলিকপ্টার উড়ে যেতে দেখল সিল। সে ডাইরেক্টরস গিল্ড অব আমেরিকা বিল্ডিং-এর সামনের পার্কিংলটে চলে এসেছে। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা খোলা দোকান লিকার মার্ট-এর সামনে সারসার গাড়ি দাঁড়া করানো। দোকানের সামনে গাছপালা, সবুজ লন। মানুষজনের ভিড়ও কম নয়। তবে হলিউডে যে মোটেলে থাকত সিল, তারচে এ জায়গাটা অনেক ভালো এবং সুন্দর।

সিল একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে দেখল একটা গাড়ি এসে থেমেছে পার্কিংলটে। গাড়ি থেকে নামল চব্বিশ/পঁচিশ বছরের এক তরুণী। লম্বায় সিলের মতোই। সে দোকানে ঢুকল। দশ মিনিট বাদে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। হাতে ছোট একটা কাগজের ব্যাগ ভর্তি মুদি-সদাই। সিল এবার প্রস্তুত।

পার্কিংলটের গাড়িগুলোতে কেউ নেই। সিল লাফ মেরে বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে। তরুণী ড্রাইভারের দিকের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছে, ঝুঁকে হাতের ব্যাগ এবং পকেটবুক রাখছে প্যাসেঞ্জার সিটে; সুযোগটা কাজে লাগাল সিল। সে চট করে শরীর সেঁধিয়ে দিল সামনের সিটে। তরুণীর কাঁধছোঁয়া চুলের মধ্যে একটা হাত ঢুকিয়ে চেপে ধরল ঘাড়, অন্য হাতে উরু ধরে অবলীলায় শূন্যে তুলে ফেলল। খেলনার মতো ছুঁড়ে ফেলল প্যাসেঞ্জার সিটে। তবে ঘাড় ছাড়ল না। শক্ত করে চেপে ধরে থাকল।

'তোমার জামাকাপড়গুলো আমাকে দাও,' হুকুম করল সিল।

'কে তুমি?' চিৎকার করে উঠল মহিলা। 'কী চাও তুমি?'

'বললামই তো কী চাই,' অসহিষ্ণু গলা সিলের। 'তোমার জামাকাপড়। জলদি—এবং চুপ করো।'

'না।' ধস্তাধস্তি করল মহিলা নিজেকে মুক্ত করতে। ব্যর্থ হয়ে খামছি দিল সিলের হাতে। সিল মহিলার হাত ধরে মুচড়ে দিল। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল মহিলা।

সিল সম্পূর্ণ নগ্ন। গায়ে কাদা এবং ভেজা পাতা সেঁটে রয়েছে। সে জানে মহিলার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে লাভ নেই, খামোকা সময়ের অপচয়। কারণ যে-কোনো মুহূর্তে ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পারে বিপদ। সে মহিলার ঘাড় ধরে সজোরে ঠুকে দিল ড্যাশবোর্ডে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল মহিলা। সিল ঝটপট মহিলার সোয়েটার

খুলে নিয়ে গায়ে চড়াল। অচেতন শিকারকে ঠেলে ফেলে দিল ফ্লোরবোর্ডে।

এ গাড়িটি ছোট আকারের, মাজদা ৩২৩। রোবির কমলা রঙের পুমা থেকে আলাদা। তবে গাড়িটি চালাতে সমস্যা হল না সিলের। সে গাড়ি স্টার্ট দিল। ভবনের পেছনে নিয়ে এল। ওর নগ্ন হয়ে থাকতেই ভালো লাগছে। রাতের বাতাস মোলায়েম পরশ বুলাচ্ছে উন্মুক্ত ঊরু এবং পিঠে। তবে ন্যাংটো হয়ে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। এতে লোকের চোখে পড়ে যাবে। সিল অজ্ঞান মহিলার শরীর থেকে একে একে খুলে নিল নীল জিন্স, মোজা এবং একজোড়া বেগুনি-সাদা রঙের নাইকি জুতো। ও গাড়ির পেছনে লম্বা একটুকরো রশি পেল। রশি দিয়ে মহিলার হাত এবং পা বেঁধে ফেলল। ওকে হ্যাচব্যাকের ঝোলানো শেলফের নিচে ঠেলে দিল। তারপর গ্রোসারি ব্যাগের জিনিসপত্র উপুড় করল। ওগুলো দিয়ে একটা বল বানিয়ে মহিলার মুখে ঠেসে ঢুকিয়ে দিল যাতে জ্ঞান ফেরার পরে চেঁচামেচি করতে না পারে।

মাজদাকে সাবধানে মার্কেটের সামনের পার্কিংলটে নিয়ে এল সিল। সানসেট বুলেভার্ডের দিকে মুখ করে থামাল গাড়ি। এখান থেকে জন ক্যারির বাড়ি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সিল বুঝতে পারছে লোকগুলো ওকেই খুঁজছে। ওদের মধ্যে কমপ্লেক্সের সেই ডাক্তারও আছে।

সিল স্থিরদৃষ্টিতে লক্ষ করছে প্রেসকে। বাদামি চুলের সুগঠিত শরীরের এই যুবককে তার বেশ পছন্দ হয়েছে। এর বুকে ভয়ডর বলে কিছু নেই। চওড়া কাঁধের যুবকটি যখন সিলকে খুঁজছিল, সিল তখন বেড়ার ওপর বসে তীক্ষ্ণচোখে দেখছিল। প্রেসকে তার মনে হয়েছে আত্মবিশ্বাসী, সাহসী একজন মানুষ। এ লোকের সন্তানের মা হতে পারলে খুব ভালো হবে। সিল জানে ওই লোকটির ঔরসে তার সন্তান জন্ম দিতে পারলে সে হয়ে উঠবে শক্তিশালী, ধূর্ত এবং দুর্দান্ত এক শিকারি। প্রেসের সঙ্গে মিলিত হবার কথা ভাবতেই রক্তে বান ডাকল সিলের। তার কাছে কোনোকিছুই অসম্ভব নয়। আইডি ক্লাবের মেয়েটি, যাকে হত্যা করেছে সিল, সে মৃত্যুর আগে যেন কী বলেছিল?

প্রেমে এবং যুদ্ধে কোনোকিছুই অন্যায় নয়।

৩২

ড. ফিচ নিজের স্যুইটে চলে গেছেন। ড্যান এবং স্টিফেন লবিতে অপেক্ষা করছিল। এমন সময় গাড়ি নিয়ে হাজির হল লরা এবং প্রেস। 'কারো খিদে পেয়েছে?' উজ্জ্বল চোখে লরার দিকে তাকাল স্টিফেন।

লরা চোখের কোণ দিয়ে দেখল প্রেস চেহারা গোমড়া করে ফেলেছে। সে না হেসে পারল না। 'নো থ্যাঙ্কস,' বলল ও। 'আমি বড্ড ক্লান্ত। এখন ঘুমাব।'

'আমি খাব,' বলল ড্যান, 'আমার খিদে লেগেছে। আপনি, প্রেস?'

'বিছানায় যাবার আগে আমি কিছু খাই না,' বলল প্রেস। 'খেলে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখি। আমি সকালে বেকন আর ডিম খাব।' সে ওদেরকে শুভরাত্রি জানাল। তারপর লরার সঙ্গে হেঁটে এলিভেটরের সামনে চলে এল। লরা কল-বাটন চেপে ধরল, নেমে এল এলিভেটর। মত বদলে ফেলল প্রেস।

'তুমি যাও,' বলল ও লরাকে। 'আমি একটা কাগজ নিয়ে আসি। কাল সকালে দেখা হবে।'

'শুভরাত্রি,' হাত নাড়ল লরা।

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হবার আগে প্রেসও হাত নাড়ল ওকে উদ্দেশ করে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। চলল লবি'র নিউজস্টান্ডে। বন্ধ। তবে প্রথম তাকে টাইমস পত্রিকা দিয়ে গেছে। কতগুলো কয়েন ফেলল প্রেস নিউজস্টান্ডের দ্বিতীয় সারিতে। তারপর একটা পত্রিকা তুলে নিল। চলল এলিভেটর-অভিমুখে।

এলিভেটরে যখন চড়ল প্রেস, পেছন ফিরে তাকালে দেখতে পেত বিল্টমোরের লবির দূরপ্রান্ত থেকে তাকে একজোড়া চোখ লক্ষ করছে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে।

৩৩

সে দরজায় টোকা দেয়া মাত্র গাঢ় বাদামি চুলের লোকটি তার হোটেলরুমের দরজা খুলে দিল। যেন তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে। যেন জানত ও আসবে। দরজার একপাশে সরে দাঁড়াল লোকটি, ওকে ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত দিল। তীব্র কামনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ওর শরীর। ও লোকটির মুখ চেপে ধরল দুহাতের চেটোতে, লোকটি সরে গেল না। স্রেফ দাঁড়িয়ে রইল জায়গায়, তাকিয়ে আছে ওর দিকে, অপেক্ষা করছে। তবে ও চুমু খেলে বিস্মিত দেখাল তাকে। হঠাৎ ভয় পেল ও। এ লোকটিও হয়তো অন্যদের মতো তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। ও তারদিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, হাত বাড়িয়ে দিল আকুল ভঙ্গিতে, ওর নীল চোখজোড়া বিস্ফারিত।

এরপর দুজনে উঠে পড়ল বিছানায়, ওদের শরীর ইতিমধ্যে মিলনের ভঙ্গি পেয়েছে, লোকটি নিচে, ও ওপরে। আনন্দ ও তৃপ্তির চরম শিখরে উঠে যাচ্ছে ও, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, ঝিমঝিম করছে মাথা। লোকটির শরীর শক্ত, ওকে জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে। ও শরীরের ভেতরে লোকটির লৌহ কঠিন পৌরুষ অনুভব করছে, লোকটির নিতম্বের প্রতিটি আঘাত ওকে আরো উত্তপ্ত করে তুলছে। যখন চোখ বুজল লোকটি, ও ভাবল লোকটির বোধহয় স্খলন হতে চলেছে, তার শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল, তার নিজের রেতঃপাত ঘটছে, সুখে গোঙাচ্ছে ও। ওকে কোলে নিয়েই উঠে বসল লোকটি, জড়িয়ে ধরল দুহাতে, মেলল চোখ। ও তার চোখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল নাকে নাক ঠেকিয়ে, প্রায় কালো চোখ তার। ও বিস্মিত হয়ে দেখল লোকটির চোখের রঙ কেমন বদলে যাচ্ছে, হালকা হয়ে যাচ্ছে, বাদামি থেকে নীল, নীল থেকে সবুজ, তারপর ধূসর। এরপর মনে হল চোখে কোনো রঙ নেই, বর্ণহীন অক্ষিকোটর চেয়ে আছে ওর দিকে।

ও যে রতিসুখ পেয়েছে তা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল তীব্র ভয় পাবার কারণে। লোকটি ওর দিকে তাকিয়ে হাসল, তবে হাসিটা কেমন বিকট দেখাল। ও লোকটির বন্ধন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইল। কিন্তু পারল না। ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছে লোকটি, হাতদুটো আরও যেন লম্বা হয়ে গেছে। এমন শক্তি তার গায়ে কল্পনাও করেনি ও। ইচ্ছে করল গলা ফাটিয়ে চিৎকার দেয়। কিন্তু মুখ হাঁ করলেও গলায় স্বর ফুটল না। লোকটির শরীর, এখনো তার সঙ্গে সংযুক্ত, ঝাঁকি খেতে শুরু করল। লোকটির গা ফুঁড়ে বেরুতে লাগল অসংখ্য তার এবং শুঁড়।

শুঁড়গুলো জেলির মতো স্বচ্ছ। শুঁড়ের মধ্যে শরীরের প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো দেখা যাচ্ছে। চামড়ার ঠিক নিচে বেগুনি ফ্লুইডের মতো নড়াচড়া করছে।

আতঙ্কিত ও নিজেকে বন্ধন মুক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। লোকটি প্রচণ্ড শক্তিতে ওকে চেপে ধরে আছে বুকের সঙ্গে। তার বুক থেকে পেরেকের মতো কতগুলো জিনিস বেরিয়ে এল। খচ করে ঢুকে পড়ল ওর বুকের পাঁজরে। এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল ওকে। ও চিৎকার দিল। কিন্তু সে চিৎকার শব্দহীন।

দুঃস্বপ্ন দেখে ভোরবেলায় ঘুম ভাঙল সিলের। গা ঘামে ভিজে জবজবে। চোখ মেলে চাইতেই একটা ছবি দেখতে পেল ও। ওর নাকের ডগা থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে ফটোফ্রেমটা। যে মেয়েটিকে গতরাতে অপহরণ করেছে সিল তাকে দেখা যাচ্ছে ছবিতে। মেয়েটি একটি বোটে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, হালকা-পাতলা এক লোককে জড়িয়ে ধরে। লোকটির বয়স কত ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে না। তবে ওরা যেভাবে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে তার মধ্যে যৌনাত্মক কোনো ব্যাপার নেই। কারো শরীরই উন্মুক্ত নয়। মেয়েটির নাম, মনে পড়ল সিলের, মার্লো কীগান। বিল্টমোর থেকে এ-বাড়িতে আসার আগে মাজদার সামনের সিটে মেয়েটির পার্স খুলে দেখেছে সে। পার্সে মেয়েটির নাম লেখা ছিল।

এ বাড়িটি ছোট। বেশ সাজানো-গোছানো। সর্বত্র মেয়েলি হাতের ছোঁয়া সুস্পষ্ট। সিল স্বস্তি অনুভব করছে।

চোখ ঘষতে ঘষতে পাশ ফিরল সিল। বাড়ির মালিক, মার্লো, কটমট করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। তার বন্দিনীর হাত-পা এখনো বন্ধনমুক্ত নয়। মুখে টেপ লাগানো। মার্লোকে ভেতরে নিয়ে আসার সময় খিড়কির দরজার পাশের একটি শেলফে ডাক্ট টেপটি দেখতে পায় সিল। টেপ দিয়ে আটকে দেয় মার্লোর মুখ। মার্লোর গোড়ালিও টেপ দিয়ে বাঁধা।

সিল আবেগশূন্য গলায় জিজ্ঞেস করল মার্লো কীগানকে, 'ছবির ওই লোকটা কে? ও-ও এখানেই থাকে?'

'ও আ-আমার ভাই,' কাঁপা গলায় জবাব এল। 'ডালাসে থাকে।'

ভাই! সিল জানে না ভাই কী জিনিস। ডালাসও তার কাছে অচেনা শব্দ, তবে এসব নিয়ে সে এখন ভাবছে না। অন্য কথা ভাবছে। 'তুমি কখনো দুঃস্বপ্ন দেখেছ?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' বলল কীগান, 'এই যে এখন দেখছি।'

মেয়েটির কথার অর্থ বুঝতে পারল না সিল। তবে এ নিয়ে গবেষণায় বসল না। 'আমি দেখি,' বলল ও, 'দুঃস্বপ্নগুলো বোধহয় বলতে চায় আমি কে।'

মার্লো একমুহূর্ত চুপ হয়ে রইল। তারপর প্রশ্ন করল, 'তুমি আমার সঙ্গে এরকম করছ কেন?'

'নিজের জীবন বাঁচাতে, সম্ভবত,' বিছানায় উঠে বসল সিল। মার্লোর পা থেকে

টান মেরে খুলে ফেলল ডাক্ট টেপ। বেঁধে ফেলল হাঁটু।

'আমি জানি না আমি কে, কোত্থেকে এসেছি কিংবা এখানে কী করছি। তুমি জানো?'

'তুমি কে যদি জানতে চাও তাহলে আমার জবাব হবে : আমি জানি না,' বলল মার্লো। 'এবং আমি জানতেও চাই না। আমাকে দয়া করে ছেড়ে দাও। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না, কসম খাচ্ছি। প্লিজ—'

সিল বিছানা ছেড়ে মেঝেতে নামল। মার্লো পালাতে পারবে না এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে সে বাড়িটি ঘুরে দেখতে লাগল। বাড়ির বেশিরভাগ আসবাব নতুন। তবে তেমন দামি নয়। হলদে-সাদা রঙের রান্নাঘরটি আকারে ছোট। কিচেন সিঙ্কের নিচে যা খুঁজছিল পেয়ে গেল সিল। একটি কাঁচি। কাঁচিটি নিয়ে বেডরুমে ফিরে এল ও। সিলের হাতে জং-ধরা কাঁচি দেখে ভয়ে কুঁকড়ে গেল মার্লো।

'তুমি কাঁচি দিয়ে কী করবে?' আতঙ্কিত শোনাল ওর গলা।

'চুপ করো,' কঠিন গলায় বলল সিল। 'আমাকে ভাবতে দাও।' বাঁ হাতটা তুলল ও, মনোযোগ দিয়ে দেখছে। তারপর বুড়ো আঙুল কাঁচির ফাঁকে ঢোকাল—

'ওহ্, মাই গড!' ফিসফিস করল মার্লো, ভয়ে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ।

—আঙুলটা কেটে ফেলল সিল।

শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল কীগান। সিল আর্তনাদ করছে না, চোখ মেলে চাইল সে। অবাক হয়ে দেখল সিলের কাটা আঙুল থেকে রক্ত পড়ছে না, বদলে ওখানে মাংস গজাচ্ছে। নতুন আরেকটা আঙুল তৈরি হয়ে গেল কাটা জায়গাটায়। মাত্র ষাট সেকেন্ড লাগল পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে।

সিল গতরাতেই মার্লোর হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে এসেছে। রেখেছে অ্যালার্মক্লকের পাশে। সে ব্যাগ খুলল। কাটা আঙুলটা রেখে দিল ব্যাগের লিপস্টিক রাখার পকেটে। এবার মার্লোর মুখ বন্ধ করে দিল সে টেপ দিয়ে। আর চিৎকার করার সুযোগ রইল না মার্লোর। সিল চট করে মার্লোর বাম হাতের কব্জি ধরে ফেলল, বুড়ো আঙুলটা ঢুকিয়ে দিল কাঁচির দুই ধারালো ফলার মাঝখানে। কচ্ করে একটা শব্দ হল। মার্লোর কাটা আঙুল খসে পড়ল মাটিতে, ফিনকি দিয়ে ছুটল রক্ত। মার্লো আকাশ-ফাটানো চিৎকার দিল। কিন্তু মুখ টেপ দিয়ে আটকানো বলে শোনা গেল না। শুধু অস্পষ্ট গোঙানি ছাড়া। মার্লোর চোখ দিয়ে দরদর ধারায় জল বেরিয়ে ভিজিয়ে দিল গাল।

সিল বেরিয়ে এল বাইরে। ফুটপাতের ধারে, যেখানে মিলিত হয়েছে ড্রাইভওয়ে, সেখানে গতরাতে আবর্জনার একটা ক্যান দেখেছিল সিল। সে মার্লোর কাটা আঙুলটা ওই ক্যানে ফেলে দিয়ে ফিরে এল বাসায়। বাকি কাজগুলো সেরে ফেলল দ্রুত। আধঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়বে সিল। ওর এখন গ্যাসোলিন দরকার।

নিকোলাস ক্যানিয়নের মূলহোল্যান্ডের একটি গ্যাসস্টেশনে সাতসকালে হাজির হল সিল। সে মার্লো কীগানের মাজদা একটি ওকগাছের নিচে দাঁড়া করাল। সিল যে রাস্তায় এসেছে ছোট এই রাস্তাটির নাম ডোনা নেনিটা। সে এখানকার গ্যাসস্টেশন থেকে পাঁচ গ্যালন গ্যাস নিল। তারপর বাড়ির পথ ধরল।

৩৪

'আমরা আসলে খামোকা সময় নষ্ট করছি।'

'মুখ থেকে টুথপিকটা ফেলো, প্রেস,' বলল লরা। 'কথা বলছ না যেন মনে হচ্ছে মুখে গাছের ডাল নিয়ে গকগক করছ।'

প্রেস মুখ থেকে রুপালি কাঠিটি বের করে শার্টের পকেটে গাঁথল।

'ধন্যবাদ, মিস ম্যানার্স। তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারি না।'

'এনিটাইম, মি. লেনক্স,' হাসল লরা। গাড়ির জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। আইডি ক্লাবের আলো দেখা যাচ্ছে। 'যাক, শেষপর্যন্ত পৌঁছালাম।'

ক্লাবের সামনে গাড়ি থামল। ওরা একে একে নেমে এল গাড়ি থেকে। প্রেস হাত বাড়িয়ে দিল লরার দিকে। 'তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাই? ব্রুনো আমাদেরকে চিনতে পেরেছে। কাজেই সন্দেহ করছি ভেতরে ঢোকা। গতবারের মতোই কঠিন হবে।' হাসির ছলে প্রেসের হাত ঠেলে সরিয়ে দিল লরা। 'নো থ্যাঙ্কস, টারজান। আমি একাই যেতে পারব। জাস্ট ফলো মি।'

গেটে ব্রুনোকে সরকারি পরিচয়পত্র দেখাল লরা। ড্যান এবং স্টিফেনও। ব্রুনো দলের অন্য সদস্যদের হাত নেড়ে ভেতরে যেতে বলল। আর কারো পরিচয়পত্র দেখার প্রয়োজন বোধ করল না।

আইডি ক্লাব লোকে লোকারণ্য। লরা এবং তার দল ক্যাজুয়াল ড্রেস পরে এসেছে। পুরুষদের পরনে নীল জিন্স এবং শর্ট স্লিভ শার্ট। লরাও জিন্স এবং ব্লাউজ পরেছে। তবে ক্লাবের বেশিরভাগ নারীর গায়ে সংক্ষিপ্ত, উত্তেজক পোশাক। প্রকাণ্ড ঘরটি সিগারেটের ধোঁয়ায় অন্ধকার। হাত দিয়ে ধোঁয়া তাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল লরা। প্রেসের পাশে দাঁড়িয়েছে। ফিচ, ক্যারির পোলারয়েড ক্যামেরা হাতে, ক্লাবের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছেন।

'এই লোকগুলো কী করে যে জেনেশুনে বিষপান করে,' অভিযোগের সুরে বলল লরা। 'ওদের কি কিছুতেই আক্কেল হবে না?'

'নাহ্,' বলল প্রেস। 'আমি নিজেই তো মাত্র গতবছর সিগারেট ছাড়লাম।'

লরা নারী-পুরুষের দঙ্গলে চোখ বুলাতে বুলাতে বলল, 'আমরা আসলে এখানে করছিটা কী?'

'তেমন কিছু না,' মন্তব্য করল স্টিফেন। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। খকখক

কেশে উঠে মাথা নাড়ল। 'আমার একটু তাজা বাতাস দরকার—এখানে বড্ড বেশি ধোঁয়া। তাছাড়া রাতেরবেলা ক্লাবে আসা আমি মোটেই পছন্দ করি না। আমি রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যে শুয়ে পড়ি। আমি গাড়িতে গেলাম। একটু বিশ্রাম নেব।'

'ওকে আমার মনে হয়েছে মেয়েঘেঁষা পুরুষ,' স্টিফেনের অপসৃয়মাণ শরীরের দিকে তাকিয়ে বলল প্রেস। 'ক্লাব যদি পছন্দ নাই করে তাহলে এল কেন। এসব ক্লাব রাত তিনটার আগে বন্ধ হয় না— হেল, নিউইয়র্কে এমন সব লাইসেন্স পাওয়া জায়গা আছে সকাল ছটা পর্যন্ত খোলা থাকে।'

'আমার মনে হয় উনি জানেন আপনারা পরস্পরকে পছন্দ করেন,' নিষ্পাপ গলায় বলল ড্যান। অস্পষ্ট আলোতেও বোঝা গেল লজ্জায় লাল হয়ে গেছে লরার চেহারা। 'তাছাড়া উনি আমাকে বলেছেন পুরো ব্যাপারটাই তাঁর কাছে মরীচিকার পেছনে ছোটাছুটি বলে মনে হচ্ছে।'

'তাই নাকি? আর তোমার কী মনে হচ্ছে, ড্যান?' তীক্ষ্ণচোখে ওর দিকে তাকাল লরা।

'আমি ঠিক জানি না,' বলল মৃদুভাষী মানুষটি। 'আমি সেইসব মানুষের মনের কথা বলে দিতে পারি যাদের সঙ্গে আমার চলাফেরা আছে। এ জায়গাটি মনে হচ্ছে বিরাট ব্লেন্ডারের মতো, এখানে অনেককিছু একসঙ্গে ঘটছে, একটি থেকে অপরটি আলাদা করা মুশকিল। তাছাড়া সিলকে আমি কখনো সামনাসামনি দেখিনি।' মাথা চুলকাল ড্যান। 'আমি জানি না ও কেন এখানে ফিরে আসবে যদি বিশেষ কোনো পরিকল্পনা তার না থাকে।' তার কালো চোখজোড়ায় ফুটল অন্যমনস্ক দৃষ্টি। 'আমাদের হয়তো এ মহিলাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়—'

'প্রাণী,' ওকে মনে করিয়ে দিল লরা।

'সে দুর্দান্ত চালাক,' বলে চলল ড্যান। 'সে আমাদের চেয়ে আগে ভাবতে পারে, আমাদেরকে ঘোল খাওয়াবার ক্ষমতা সে রাখে।' চুপ হয়ে গেল ড্যান। কয়েক সেকেন্ড বলল না কিছুই। তাকাল এক্সিটডোরের দিকে। 'আমার এখানে ভাল্লাগছে না,' থমথমে চেহারা ড্যানের। 'ছোট এই জায়গায় অনেককিছু ঘটছে। আমি গাড়িতে গেলাম। স্টিফেনের সঙ্গে কথা বলব।'

'ঠিক আছে, ড্যান,' বলল প্রেস। 'তোমরা রেডি হয়ে ফিরে এসো। সময় নাও—আমরা এখানেই আছি।' মাথা ঝাঁকিয়ে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ড্যান।

ড্যান স্মিথসন ক্লাবের সাইডডোর দিয়ে বেরিয়ে এল। গাড়িটা এদিকে নেই। ড্যান অনুমান করার চেষ্টা করল ফিচের লোকেরা গাড়িটা কোথায় পার্ক করতে পারে। মেইন লট থেকে সরিয়ে দূরে কোথাও হয়তো দাঁড় করিয়েছে। ভবনের পেছনেও পার্ক করতে পারে। ঘুরল ড্যান। চলল ভবন অভিমুখে।

ভবনের গা ঘেঁষে অনেকগুলো আবর্জনার ড্রাম। সবগুলো ভর্তি হয়ে উপচে পড়ছে ময়লা। গা-গোলানো গন্ধে ভারী বাতাস। নাক কুঁচকে, নিশ্বাস বন্ধ করে

ড্রামগুলোর পাশ কাটাতে লাগল। শেষের ড্রামদুটোর মাঝখানের ছায়াময় জায়গায় কী যেন একটা ধপ করে পড়ল। স্থির হয়ে গেল ড্যান।

'ড. আরডেন?' অনিশ্চিত কদম বাড়াল ড্যান। ওর পেছনের প্যাসেজওয়েতে রঙিন আলোর ফুলঝারি। তবে এদিকের আঁধার দূর করতে পারেনি। শব্দটা আবার হল। এবার আগের চেয়ে জোরে। ড্যানের হাত কাঁপতে লাগল। ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না ওর। ওর এভাবে একা একা বেরিয়ে পড়া উচিত হয়নি। আবর্জনার স্তূপ থেকে কিছু একটা এগিয়ে আসছে, প্রায় আলোতে চলে আসছে।

ড্যান ভয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল। বামে আবর্জনার ড্রামের নিচ থেকে ছুটে এল একটা রেকুন। উঠে পড়ল ফুটপাতে। ঘাড় ঘুরিয়ে কৌতূহল নিয়ে তাকাল ড্যানের দিকে। অন্ধকার সত্ত্বেও ওটার সাদা চোখজোড়া দেখা যাচ্ছে। একটু পরে তার সঙ্গে যোগ দিল তার সঙ্গী। ড্যানের মনে পড়ল লরা বলেছিল রেকুনরা আবর্জনার ড্রামের ঢাকনি খুলে খাবার খুঁজতে ওস্তাদ। একমুহূর্ত মানুষ এবং জানোয়ার পরস্পরকে যাচাই করল। তারপর ফুটপাতের কিনারা ঘেঁষে গজিয়ে ওঠা নিচু ঝোপের আড়ালে ছুটে পালাল ওরা।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ড্যান। সিদ্ধান্ত নিল ফিরে যাবে ক্লাবে। এখানকার ভূতুড়ে পরিবেশের চেয়ে ক্লাবের চেঁচামেচি এবং সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ অনেক ভালো। গোড়ালির ওপর ভর করে ঘুরল ড্যান, ঝোপের দিকে তাকাল নিশ্চিত হতে রেকুনগুলো সত্যি চলে গেছে। কদম বাড়াল সে সামান্য—

—এবং প্রায় ধাক্কা খেল সিলের সঙ্গে।

সিল ওর কাছ থেকে দুই ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এত কাছে ১ হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। মানুষের চেহারায় সিলকে দেখতে পাচ্ছে ড্যান। সুপার মডেলদের মতো সুন্দরী। ও যখন নিজের আসল চেহারা ধারণ করে তখন দেখতে কেমন লাগে? প্লিজ গড—সে চেহারা দেখতে চায় না ড্যান।

'এ... সেই তুমি,' ফিসফিস করল ড্যান। পিছু হটতে গিয়ে হোঁচট খেল। সিল এগিয়ে আসতে লাগল ওর দিকে। এক কদম করে পা বাড়াচ্ছে। যে-কোনো মুহূর্তে ওকে আঘাত করবে সিল। ড্যানের মনের পর্দায় ভেসে উঠল জন ক্যারির রক্তাক্ত লাশ। সভয়ে চোখ বুজল সে। হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

কিন্তু হামলা হল না। হাতের আড়াল দিয়ে উকি দিল ড্যান। ভিনগ্রহের নারী ইতস্তত করছে কেন যেন। তার টলটলে নীল চোখ দেখছে ড্যান। সাগরের নীল যেন ধারণ করেছে সুন্দর দু'চোখে। ড্যানের দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকল সিল, তারপর হঠাৎ অন্ধকারে ছুটতে লাগল।

সিলকে পালাতে দেখে সম্বিৎ ফিরে পেল ড্যান। 'ও এখানে!' গলা ফাটাল সে। 'ড. আরডেন ও এখানে!' সে সাইড প্যাসেজওয়ে ধরে ছুটল। আরেকটু হলেই গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেত। প্রফেসর এখানে গাড়িটা পার্ক করেছে। ড্যান দেখল ড. স্টিফেন ড্রাইভারের সিটে উঠে বসেছে। সে দেখতে পেয়েছে লালরঙের একটি কাটলাস গাড়িতে লাফ মেরে উঠে পড়েছে সিল। কয়েক হাত দূরে ওর গাড়িটা

অবৈধভাবে পার্ক করা। ড্যান এখনো সমানে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। ওর চিৎকার শুনে চারদিক থেকে ছুটে আসতে লাগল সরকারের এজেন্টরা। সিল গাড়িতে স্টার্ট দিল, গাড়ি চট করে ঘুরিয়ে ফেলল। প্রেস এবং লরা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল ক্লাব থেকে। আতঙ্কিত স্টিফেন তার গাড়ি চালু করার চেষ্টা করল। এ গাড়ি আগে চালায়নি সে। শুধু ইঞ্জিন চালু করতে পারল।

শুধু সিলের গাড়ি নয়, কালো রঙের একটি ১৮৬৮ মডেলের ইমপালাও অবৈধভাবে পার্ক করেছিল সিলের গাড়ির পেছনে। এ গাড়িটি পুরোনো এবং ভারী। সিল অ্যাকসিলেটর দাবিয়ে ধরল। ওর গাড়ি সজোরে ধাক্কা খেল ইমপালার সঙ্গে। নিজের গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে গেল সিল, তুলে দিল ফুটপাতে। রাস্তার সঙ্গে ধাতবের সংঘর্ষে আগুনের ফুলঝুরি ছুটল। আতঙ্কিত মানুষজন ছুটে পালাচ্ছে। কাটলাসের স্টিয়ারিং হুইল বনবন করে ঘোরাল সিল, গিয়ার বদলে আবার অ্যাকসেলারেটরে চাপ দিল। গর্জন ছাড়ল ইঞ্জিন, পার্কিং স্পেস থেকে লাফ মেরে নেমে এল গাড়ি, ছুটল সানসেটের দিকে।

মুখ হাঁ করে ড্যান দেখল পালিয়ে যাচ্ছে সিল। পার্কিংলট এবং আইডি ক্লাবের প্রবেশদ্বারে যেন ভেঙে পড়েছে নরক। মানুষের চিৎকার, ছোটাছুটি। কয়েকজন একসঙ্গে গাড়ি নিয়ে ছুটতে গিয়ে রাস্তায় জ্যাম বাধিয়ে ফেলল। সেনাবাহিনীর লোকজন আতঙ্কিত পথচারীদের শান্ত করার বৃথা চেষ্টা চালাচ্ছে। কেউ সিলের পিছু নিচ্ছে না— শুধু প্রেস ছাড়া।

হতাশ এবং রাগে গনগন করছে প্রেসের চেহারা। কারণ সিলের পেছনে ধাওয়া করার মতো গাড়ি পাচ্ছে না সে। এ যানজট ছাড়িয়ে গাড়ি বের করাই সম্ভব নয়। প্রেস লোকজন ধাক্কা মেরে সরিয়ে পার্কিংলটের মূল এন্ট্রান্সের দিকে ছুটল। পেছনে লরা।

মূল এন্ট্রান্স থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে আসছিল টাকমাথা, মধ্যবয়স্ক এক লোক। তার গাড়ির সামনে ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রেস। ওকে সাবমেশিনগান উঁচিয়ে তাক করতে দেখে টাকমাথার আত্মা উড়ে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামাল।

'গেট আউট!' গর্জে উঠল প্রেস। লোকটার মুখের সামনে সরকারি পরিচয়পত্র নাচাল। 'আপনার গাড়িটা আমার দরকার।'

তর্ক করার সাহস হল না টাকুর। তার মাথার দিকে নাইন এমএম শুধু তাক করেই নেই, নীল স্যুটপরা বেশ কয়েকজন লোককে গাড়ির দিকে ছুটে আসতে দেখে দরজা খুলে গড়িয়ে পড়ল টাকু রাস্তায়। হাঁ করে দেখল প্রেস এবং লরা তার গাড়িতে উঠে পড়েছে। গাড়িটা সগর্জনে ছুটে চলেছে, ড্যানের মনে হল ফুটপাতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা মালিক দুঃখে বুঝি কেঁদেই ফেলবে।

৩৫

অটোমোবাইল সম্পর্কে সিলের জ্ঞান খুবই সীমিত। জানেও না গ্যাস ফুরিয়ে গেলে গাড়ি চালাতে ফুয়েলের দরকার হয়। যে গাড়িটি সে চালাচ্ছে, নাইটক্লাবের পার্কিং এলাকা থেকে চালিয়ে আসার সময় ওটা অন্য গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাড়ির পেছন দিকে প্রচুর শব্দ হচ্ছে।

সিল উত্তরে নিকলস ক্যানিয়ন রোডে ঢুকল হলিউড বুলেভার্ড পেছনে ফেলে। ওর গাড়ির বামদিকের ফেন্ডার এবং সামনের অংশ অনেকখানি তুবড়ে গেছে। সিল উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবল গাড়িটা শেষপর্যন্ত চালানো যাবে কিনা, নাকি মাঝপথেই থেমে যাবে। দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছে সিল আটকে পড়ার ভয়ে।

সিলের গাড়ির উইন্ডশিল্ডে চিড় ধরেছে। তবে রোডমার্কগুলো পড়তে পারছে ও। টায়ারের কিচকিচ শব্দ ছাড়িয়ে মাথার ওপর থেকে ভেসে এল হেলিকপ্টারের রোটর ব্লেডের গর্জন। ওটা একটা VH-602 Black Hawk। অবশ্য এতে কিছু এসে যায় না সিলের। কারণ সাবস্টেশনের অনেক কাছে চলে এসেছে ও। এবারে পরিকল্পনামাফিক কাজ হবে। বাম হাতে স্টিয়ারিং হুইল সামলাচ্ছে সিল, রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়েই ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল গ্যাসোলিনের প্লাস্টিক কন্টেইনারে। খুলে ফেলল ফিলার ক্যাপ। ক্যাপটা আঙুলের ডগার তুবড়ি মেরে ফেলে দিল। গ্যাসোলিনের ক্যান উপুড় করল সামনে এবং ব্যাকসিটের মাঝখানে। গাড়ির ভেতরটা গ্যাসের গন্ধে ভরে গেল।

ডানদিকে শেষ মোড়টা ঘোরার সময় ব্ল্যাকহকের সার্চলাইটের তীব্র আলোয় চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে গেল সিলের। রাস্তার মাথায় হেলিকপ্টার দুটো উড়ছে। সরাসরি আলো ফেলেছে সিলের গাড়ির উইন্ডশিল্ডে। সটান ওর গাড়ি লক্ষ করে উড়ে আসতে লাগল। সিল ব্রেকের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে গেল, ডানদিকে বনবন করে ঘোরাল স্টিয়ারিং হুইল, রাস্তা ছেড়ে নেমে এল ঢালে, ছুটল ঘন ঝোপঝাড় লক্ষ্য করে। খাদের পাশ দিয়ে লাফাতে লাফাতে নেমে যাচ্ছে গাড়ি, ধাক্কা মেরে ড্রাইভারের দিকের দরজা খুলে ফেলল সিল। ফ্লোরবোর্ডে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকা মার্লো কীগানকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল সামনে। এক টানে ওর মুখের টেপ খুলে ফেলল সিল। মার্লো সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে শুরু করল চিৎকার। কিন্তু কেউ

শুনতে পেল না ওর চিৎকার। সিল চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। গাড়ি ঢাল বেয়ে নেমে সোজা গিয়ে বাড়ি খেল একটা টেলিফোন-বুথের সঙ্গে। ঘটল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। চোখের পলকে কমলা রঙের আগুনের শিখা ঘিরে গ্রাস করল গাড়িটি। একই সঙ্গে একটা ব্ল্যাকহক একটি মিসাইল ছুড়ে দিল গাড়ি লক্ষ্য করে।

প্রেস এবং লরা যখন অকুস্থলে পৌঁছল, সিলের গাড়িটি ততক্ষণে আগুনের গোলায় পরিণত হয়েছে। লাল-কমলা আলোয় উজ্জ্বল উপত্যকা। দ্বিতীয় ব্ল্যাকহক আরেকটি রকেট ছুড়ল। তাদের ওপর নির্দেশ আছে সিলকে মিসাইল মেরে ধ্বংস করে দিতে হবে। দাউদাউ জ্বলতে থাকা আগুনের শিখার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকল লরা এবং প্রেস।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর। গোটা দল হাজির হয়েছে ঘটনাস্থলে। রাস্তার বাতি জ্বলছে তবে ফিচের সহকারীরা অনেকগুলো জেনারেটর দিয়ে জ্বালিয়ে রেখেছে স্পটলাইট, সেইসঙ্গে গাড়ির হেডলাইট এবং উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফ্লাশলাইট দিনের মতো আলোকিত করে রেখেছে এলাকা।

'এক্সকিউজ মি, ড. ফিচ!' ফিচের এইড রবার্ট মিনঝা হাতে মুখবন্ধ একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে এল। 'আমরা একটা কাটা বুড়ো আঙুল পেয়েছি।'

'এ জিনিস পেলেন কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করল প্রেস। 'গাড়ির তো কোনোকিছুই অবশিষ্ট নেই। পুরোটা গাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

'ড্রাইভারের দরজা, ফায়ারপ্রুফিংয়ের সঙ্গে এটা আটকে ছিল,' জবাব দিল রবার্ট। 'ক্রাশের সময় ভেঙে যায় দরজা।'

সরু হল প্রেসের চোখ। 'তার মানে সাবস্টেশনে গাড়ি ক্রাশ করার আগে খোলা ছিল দরজা।' কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল ড. ফিচের দিকে। 'গাড়ির মধ্যে ও নাও থাকতে পারে, ডক্।'

'আমরা গাড়ির মধ্যে মহিলার লাশ পেয়েছি,' জানাল মিনঝা। 'আর আপনারা দেখেছেন সে গাড়ি চালাচ্ছিল।

'কাটা আঙুলটা দেখি তো,' হাত বাড়িয়ে দিল লরা। মিনঝা ওর হাতের তালুতে ফেলল প্লাস্টিকের ব্যাগ। কোটের পকেট থেকে একটা পেনলাইট বের করে দিল। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত,' বিড়বিড় করল লরা, 'দেখে মনে হচ্ছে টান মেরে আঙুলটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।'

'অদ্ভুত ব্যাপার হল আঙুলটা লাশের বাকি শরীরের সঙ্গে পুড়ে যায়নি,' বলল রবার্ট। হয়তো দরজা ভেঙে যাবার সময় দরজার বাড়ি খেয়ে কেটে যায় আঙুলটা।'

'হয়তোবা,' বলল লরা। পেনলাইট বন্ধ করে ব্যাগটা ফিরিয়ে দিল রবার্টকে। ওকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কম্পিউটারে পরীক্ষার ব্যবস্থা করুন। এটা সত্যি সিলের বুড়ো আঙুল কিনা তা জেনেটিক আইডেন্টিফিকেশনের মাধ্যমে

প্রমাণ করতে পারব। আমাকে আজ রাতেই জানাবেন।' দৃঢ়গলায় বলল লরা। 'না জানালে আপনার কপালে খারাবি আছে।'

মাথা ঝাঁকাল এইড, প্লাস্টিকের ব্যাগটা নিজের পকেটে পুরল।

'চমৎকার,' জেভিয়ার ফিচ জোরে জোরে হাত ঘষছেন। প্রত্যেকের দিকে তাকালেন তিনি একে একে। দৃষ্টি স্থির হল ফিচের ওপর। 'কাজ শেষ, লেনক্স। কাল থেকে তোমাদের ছুটি। তোমরা আবার যে যার কাজে কাল থেকে লেগে যেতে পার। সবাইকে অভিনন্দন।'

ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত কেউ কিছু বলল না। কেশে গলা পরিষ্কার করল স্টিফেন। লরা এবং প্রেসকে উদ্দেশ করে বলল, 'ভয়ংকর এক কার চেজিংয়ের দৃশ্য দেখলাম। আপনারা ঠিক আছেন তো?'

'অবশ্যই,' বলল লরা। 'তবে ওটার খুব কাছাকাছি আমরা কখনোই আসতে পারিনি।'

মুচকি হাসল প্রেস। 'গাড়ির ধাক্কা খেয়ে জান কয়লা হয়ে গেছে। এখন পেটে কিছু না দিলে চলছে না।'

'ঠিক বলেছেন,' সায় দিল স্টিফেন। 'বিল্টমোর হোটেলে ফিরে যাই, চলুন। শেষবারের মতো একসঙ্গে গলা ভেজানো যাক।' ড্যানের দিকে তাকাল। 'তুমি কি বলো, ড্যান?'

'আমি?' বুকে হাত বাঁধল ড্যান, ড. ফিচের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে। 'আমার মনে হয় ড. ফিচ আমাদের কবল থেকে রক্ষা পেলে এখন খুশিই হবেন। তিনি এখন ভাবছেন এ ঝামেলাগুলো দূর হচ্ছে না কেন।'

ড্যানের কথা শুনে মুখ হাঁ হয়ে গেল লরা এবং স্টিফেনের, প্রেস ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে।

৩৬

মার্লো কীগানের বাড়ি ফিরে এল সিল। ওই লোকগুলো, যারা ওর পিছু নিয়েছিল, তারা দুটো আগুনে বোমা ছুড়ে চুরি-করা কাটলাস গাড়িটিকে ধ্বংস্তূপে পরিণত করেছে। ওরা কী বোকা! ভেবেছে সিল গাড়িতে আছে। সিল গাড়ি থেকে লাফ মেরে নেমে পড়লেও কোনো ক্ষতি হয়নি। লুকিয়ে ছিল ঝোপের মধ্যে। মাজদাটা সে পার্ক করে রেখেছিল ডোনা নেনিটায়। গাড়িটাকে আগের জায়গাতেই পেয়েছে সিল। ওটা চালিয়ে সোজা ফিরে এসেছে মার্লোর বাসায়। রাস্তায় কোনো ঘটনা ঘটেনি।

টিভিতে একটা বিজ্ঞাপনচিত্র দেখেছিল সিল। ফেরার পথে মিনিট দশেকের জন্যে একটি বড় চেইন-ড্রাগ স্টোরে থেমেছে। একটা জিনিস কিনেছে। মার্লোর ওয়ালেটে পাওয়া টাকা দিয়ে পরিশোধ করেছে দাম।

সিল এ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে বাথরুমে। আয়নায় নিজের নগ্ন প্রতিমূর্তির দিকে চোখ। চুলে কাঁচি চালাতে খুব একটা দক্ষ নয় সে। তবে বাক্সের একটা ছবি গাইডলাইন দিয়েছে ওকে। ফলাফল যা এসেছে মন্দ নয়। ওর কাঁধ পর্যন্ত লম্বা সোনালি চুলগুলো এখন অদৃশ্য। আয়নায় যে মহিলা তাকিয়ে আছে তার ছোট চুলগুলো কালো রঙের। ডানে-বামে মুখ ঘুরিয়ে দেখল সিল। ওকে দেখতে খারাপ লাগছে না। তবে আগের সেই সিল বলে চেনাই যাচ্ছে না। কালো চুলে ম্লান লাগছে গায়ের চামড়া, নীল চোখজোড়া বড় বড় দেখাচ্ছে এবং আরো বেশি ঝকঝকে।

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটি চিরুনি বের করল সিল। নতুন স্টাইলের চুলের মধ্যে চালিয়ে দিল। চুল আঁচড়ানো শেষ করে চলে এল ক্লজিটের সামনে। কাপড় পরবে। একঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়বে সিল। আর ফিরবে না এ-বাড়িতে।

বিল্টমোর হোটেলের গ্রান্ড এভিনু বার-এ তিন-সদস্যের একটি ব্যান্ডদল রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই প্রতিভাবান এবং কারো বয়সই চল্লিশ ছোঁয়নি। একজন পিয়ানো বাজায়। অপরজন ঝড় তোলে ডাবল কাটঅ্যাওয়ে-গিবসন ইএস-৩৫৫ গিটারে। তৃতীয় সদস্য, বয়স পঁয়ত্রিশের কোঠায়, সুললিত কণ্ঠে গান গায়। এর গলা শুনে বারব্রা স্ট্রেইস্যান্ডের কথা মনে পড়ে গেল প্রেসের। ওরা সবাই হোটেলের বার-এ ঢুকেছে গলা ভেজাতে। এমনকি জেভিয়ার ফিচও আছেন। তিনি অবশ্য একা

বসেছেন খালি একটা টেবিল দখল করে।

লরা হঠাৎ প্রস্তাব দিল প্রেসকে। 'আমার সঙ্গে নাচবে?'

চোখ পিটপিট করল প্রেস। 'আমি?'

'না,' ঠাট্টা করল লরা। 'আমি তোমার ছায়াকে জিজ্ঞেস করেছি।'

চেয়ার ছাড়ল প্রেস। 'অবশ্যই।' বলল সে। 'কেন নয়?' লরার দিকে বাড়িয়ে দিল হাত, ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে তাকাল স্টিফেনের দিকে। লাজুক হেসে অন্যদিকে মুখ ঘোরাল স্টিফেন। তার ইচ্ছে ছিল লরার সঙ্গে নাচবে।

ডান্সফ্লোরের দিকে পা বাড়াল লরা এবং প্রেস। ড. ফিচের টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর দিকে তাকিয়ে নড্ করল। ড্রিঙ্ক করতে ব্যস্ত ফিচ ওদেরকে লক্ষ করলেন তবে সাড়া দিলেন না।

ডান্সফ্লোরে পা রাখল লরা, ঘুরল, প্রেসের বাহুডোরে নিজেকে বাঁধা পড়তে দিল। ব্যান্ডদল সফট একটা মিউজিক বাজাচ্ছে। ওরা নাচতে শুরু করল।

'তো,' একটু পরে বলল লরা, 'বিগ অ্যাপল-এ তোমার পরিবার নেই?'

লরাকে জড়িয়ে ধরে নাচতে ভালো লাগছে প্রেসের। বলল, 'পরিবার? পরিবার বলতে তেমন কেউ নেই। শুধু এক বড়বোন। ব্যস। সে অবশ্য নিউইয়র্কে থাকে না। মা-বাবা মারা গেছেন অনেক আগে।'

'আমি দুঃখিত,' মাথা পেছনদিকে হেলিয়ে দিয়ে প্রেসের দিকে তাকাল লরা। এত কাছ থেকে ওর চোখ কখনো দেখেনি প্রেস। সবুজ চোখ। ঝিলমিল করছে। বার-এ জ্বলতে থাকা মোমের আলোয় সোনালি চুল যেন লাল আগুন। 'আর গার্লফ্রেন্ড?'

সিরিয়াস গলায় জবাব দিল প্রেস। 'ওরা বেশিদিন থাকে না আমার সঙ্গে। আমার মধ্যে অনেক গোপন ব্যাপার আছে তো।'

'একটা গোপন কথা শুনি,' বলল লরা। কিন্তু জবাব না পেয়ে ওর হাতে মৃদু চাপ দিল সে। 'আমি জানি তুমি কী, প্রেস। এবং তুমি কী কাজ করো। আমি এ নিয়ে ভীত নই।'

নিজের বুড়ো আঙুল দিয়ে লরার আঙুল ঘষল প্রেস, তিরতির করে লাফাল আঙুল। স্পর্শটা উপভোগ করল প্রেস। 'তুমি সাধারণ কোনো মেয়ে নও।'

খিলখিল হাসল লরা, ওর নিশ্বাস চোয়ালে টের পেল প্রেস। উষ্ণ, মিষ্টি। 'তুমি মানুষ শিকার করে বেড়াও কীভাবে? পুলিশ অফিসার ছিলে?'

'না। আমি কখনো পুলিশে চাকরি করিনি। আমার বাবা আমাকে শিখিয়েছেন।'

'তিনিও তোমার মতো মানুষ শিকার করে বেড়াতেন?'

মাথা নাড়ল প্রেস। 'না। বরং বাবাকে আমার খুঁজে বের করতে হত। আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিই।'

লরার সঙ্গে নাচছে প্রেস, হঠাৎ বার-এ এক মহিলাকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

একে আগে লক্ষ করেনি। সুদর্শন বারটেন্ডারের সঙ্গে কথা বলছে মহিলা প্রেসদের দিকে পিছন ফিরে। তার পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে প্লাটিনাম-ব্লন্ড কেশ। পরনে স্কিনটাইট কালো লেগিং-এর ওপরে সিল্ক টপ। এই চুল আগে কোথাও দেখেছে প্রেস... এরকম ফিগারের মহিলাও দেখেছে সে। রঙ চেনা-চেনা লাগছে।

লরাকে ছেড়ে দিল প্রেস, পিছিয়ে এল। জ্যাকেটের নিচে হোলস্টারে চলে গেল হাত। সে সবসময় SIG-Sauer রাখে সঙ্গে। লরা অবাক চোখে তাকাল প্রেসের দিকে। দেখল ডান্সফ্লোরে নৃত্যরত কয়েকটি জোড়াকে রীতিমতো ঠেলাধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বার-এর দিকে হনহন করে এগোচ্ছে প্রেস। জোড়াগুলো কটূক্তি করল প্রেসকে উদ্দেশ করে। গ্রাহ্য করল না সে। সোজা গিয়ে বার-এর টুলে বসা স্বর্ণকেশীর কাঁধ চেপে ধরল, একটানে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল তাকে।

'খবরদার। নড়বে না!' হুকুম দিল প্রেস, মহিলার থুতনির নিচে ঠেসে ধরেছে পিস্তলের ডগা।

চকোলেট-রঙা চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল। হাঁ হয়ে গেল মুখ। এখনই চিৎকার দেবে মহিলা। সেমি অটো দ্রুত ফিরে গেল হোলস্টারে। বিব্রত ও অপ্রস্তুত প্রেস বলল, 'আমার ভুল হয়েছে। আপনাকে আরেকজন ভেবেছিলাম। দুঃখিত, মাপ চাইছি!'

ডান্সফ্লোরের জুটিগুলোর নাচ থেমে গেল। বারটেন্ডারের চেহারা লাল হয়ে হয়ে গেল রাগে। ভঙ্গি দেখে মনে হল কাউন্টারের ওপর থেকে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রেসের গায়ে। তার আগেই প্রেস থরথর করে কাঁপতে থাকা মহিলাকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল, তার টুলটা ঘুরিয়ে দিল ঝকঝকে বারের দিকে। 'বারটেন্ডার, এই ভদ্রমহিলার আজকের রাতের খাবারের সমস্ত খরচ আমার।'

পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল ও। একশো ডলারের একটা নোট বের করে বারে রাখল। 'উনি যা খেতে চাইবেন, খাওয়াবে। তুমিও খেয়ো। খুচরোটা তোমার।'

'এক মিনিট, ভাইসাব,' গরম বারটেন্ডার। হাত মুঠো করে ঝুঁকে এল বারে। 'আপনার অনেক টাকা বুঝতে পারছি। কিন্তু তাই বলে আমার ক্লায়েন্টের সঙ্গে যা-তা ব্যবহার করতে পারেন না। আমি পুলিশ ডাকছি।'

'ইটস অলরাইট, স্যার,' বারটেন্ডার তার কর্ডলেস ফোনের দিকে হাত বাড়ানোর আগেই লরা চলে এল বারের সামনে। ফিচের দেয়া সরকারি পরিচয়পত্রটা দেখাল। 'আমি ড. লরা বেকার। এটা স্রেফ একটা দুর্ঘটনা। অনেক চাপ থাকে তো। তাই এরকম ভুলভাল মাঝে মধ্যে হয়ে যায়। এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে একজনের খুব মিল আছে। তাকে আমরা খুঁজছিলাম।'

বারের রেইল শক্তহাতে ধরে আছে স্বর্ণকেশী, শক সামলে উঠেছে। রাগে গনগন করছে মুখ। 'ফর গডস শেক,' চিলের গলায় চেঁচাল সে প্রেসকে লক্ষ্য করে।

‘এরকম কাজ আবার করার আগে চেহারাটা আগে দেখে নিয়ো, ইউ ফ্রিকিং ম্যানিয়াক।’

মাথা ঝাঁকাল সে উদ্ধত ভঙ্গিতে, চকচক করছে চোখ। সম্ভবত জল এসে গেছে। ‘এ লোকটা আমার দিনটাই মাটি করে দিল।’

‘এসো, প্রেস। চলো।’ প্রেসের হাত ধরে টানল লরা, ধাক্কা দিল সামনে বাড়ার জন্যে।

‘দুঃখিত,’ আবার ঘাড় ঘুরিয়ে মহিলাকে দেখল প্রেস। সে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। নিশ্চয়ই অভিশাপ দিচ্ছে প্রেসকে।

‘আমার ব্লাডপ্রেশার কমপক্ষে দুশোতে উঠে গেছে।’ হাত বাড়িয়ে দিল মহিলা। ‘ধরে দেখুন। আমার শরীর ভালো ঠেকছে না।’

লরা স্বর্ণকেশীর কব্জি ধরে পরীক্ষা করল। ‘নাহ্,’ বলল সে মহিলাকে। ‘আপনার প্রেসার আটানব্বইয়ের বেশি নয়। মদপান করা সত্তেও এত কম প্রেশার মন্দ নয়। আপনি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন বলে ধন্যবাদ। এনজয় দ্য ফ্রি ড্রিংকস।’ কেটে পড়তে চাইল লরা। কিন্তু মহিলার গায়ের ঝাল এখনো মেটেনি।

‘উনি আমাকে দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। আমাকে গুলিও করতে পারতেন।’ আবার মাথায় ঝাঁকি দিল সে। ‘লোকটা উন্মাদ। আমার আরেকটু হলে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত।’

কাঁধ ঝাঁকাল লরা, ঘুরল। প্রেসের দিকে তাকিয়ে হাসছে বটে তবে কণ্ঠস্বর বরফ শীতল শোনাল। ‘উনি তো আর ট্রিগার টেপেননি। টিপলে এতক্ষণে আপনি মরে ভূত হয়ে যেতেন।’ মহিলাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে চলে এল সে।

হোটেল লবিতে এসেই খেঁকিয়ে উঠল লরা। ‘তোমার হয়েছেটা কী, প্রেস? তুমি একটা মানুষকে প্রায় খুন করতে যাচ্ছিলে। এ-ধরনের পাগলামোই করে বেড়াও নাকি?’

প্রেস একমুহূর্তের জন্যে কথা হারিয়ে ফেলল। তারপর বলল, ‘আ-আমি ভেবেছিলাম ওটা সিল। সোনালি চুল, নড়াচড়ার ভঙ্গি সব সিলের মতো... আমি ভেবেছি ওই ও-ই মহিলা সে।’

‘ও মারা গেছে, প্রেস। আমরা কাটা একটা বুড়ো আঙুল পেয়েছি। এক এইড আমাকে জানিয়েছে আঙুলটা জেনেটিক্যালি মিলে গেছে। আমাদের পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে আঙুলটা ওরই ছিল।’

‘তুমি টেস্ট করেছ, ঠিক আছে,’ উঁচুগলায় বলল প্রেস। ‘কিন্তু আমার মন বলছে অন্য কথা। তুমি লক্ষ করছ না লরা, সব যেন খুব সহজে খাপে খাপে মিলে গেছে? মেয়েটা বোকা নয়। সিল আইডিতে এসেছিল, কারণ চেয়েছে আমরা যেন ওকে ধাওয়া করি। আমার মনে হচ্ছে গোটা ব্যাপারটা এভাবে সাজিয়েছে যেন সবাই

ভাবে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে সে। যাতে আমরা আর তার কোনো খোঁজ না করি।

'চমৎকার,' ধমকে উঠল লরা, 'এবার আমি কী ভাবছি শোনো। আমার মনে হচ্ছে যতদিন তোমার মস্তিষ্কে এ ভাবনাটা গেঁথে থাকবে যে সে মরেনি, তুমিও তোমার কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। তুমি চাইছ না এ মিশনটা শেষ হোক। চাইছ কি? তুমি চাইছ এটা চলতে থাকুক।'

'হয়তো ঠিক কথাই বলেছ তুমি,' স্বীকার করল প্রেস। 'তবে হয়তো—'

'আমি লেডিসরুমে যাচ্ছি,' হঠাৎ বলে উঠল লরা। ঝট করে ঘুরল সে। হনহন করে এগোল লেডিসরুমের দিকে। তার গমনপথে বোকার মতো তাকিয়ে থাকল প্রেস।

৩৭

সিল বুঝতে পারল না কালোচুলের মানুষটি কেন অস্ত্রহাতে এগিয়ে গেল বার-এ বসা স্বর্ণকেশীর দিকে। তবে পুরুষটির লালচুলো সঙ্গিনী পরিস্থিতি সামাল দিতে যে তাকে হোটেল লবিতে নিয়ে এসেছে এটা সে বুঝতে পারল। স্বর্ণকেশী এখনও রাগে ফুঁসছে। চেয়ার ছাড়ল সিল। এগিয়ে গেল এক্সিটডোরের দিকে। সে এতক্ষণ ড. ফিচের কাছ থেকে দুই টেবিল দূরে বসা ছিল। ড্রিংকের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তিনি সবাইকে শকুনি-চোখে লক্ষ করছিলেন। সিলকেও দেখেছেন। চুলের রঙ এবং নতুন চুলের স্টাইল সিলের চেহারা যে বেমালুম বদলে দিয়েছে তা সে হাতেনাতে প্রমাণ পেল। ড. ফিচ দুবার তাকিয়েছেন সিলের দিকে। বলাবাহুল্য চিনতে পারেননি।

সিল লবিতে চলে এল। দেখল লালচুলো মহিলা রেগেমেগে চলে যাচ্ছে। কালোচুলের লোকটি কিছু বলছে তাকে। কিন্তু সে শুনছে না। লোকটি লাউঞ্জের দিকে পা বাড়াল। সিল চট করে একটা থামের আড়ালে লুকাল। লোকটি তার দলের সদস্যদের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছে। এরা সবাই ওকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। সিল ওদের সবার সামনে হাজির হতে চায় না। লোকটি হয়তো ওকে দেখলে চিনতে পারবে না। কিন্তু দলের অন্যান্য সদস্যদের কেউ যদি চিনে ফেলে? কাজেই ওদের সামনে হাজির হওয়া বোকামো হবে। বিশেষ করে কালো ওই লোকটা, ওই লোকটার মধ্যে কী যেন আছে... অদ্ভুত কিছু একটা। সিল ঠিক বুঝতে পারছে না। আইডি ক্লাবে সুযোগ পেয়েও কালো লোকটাকে হত্যা না করে ভুল করেছে সিল।

লবিতে চলে এল সিল। লবির ওপাশে লেডিসরুমে ঢুকেছে লালচুলের মহিলা। সিল সেদিকে চলল। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। তাই আপন মনে হাসছে।

'হাই, গাইজ,' বলল প্রেস। লরা যেভাবে ঝড় তুলে চলে গেল, নিজেকে রীতিমতো বোকা লাগছে ওর। 'তোমাদের সঙ্গে একটু বসি?'

'তাও আবার জিজ্ঞেস করতে হয়!' খালি একটা চেয়ার দেখাল প্রেস। প্রেস বসল। ওর শুকনো চেহারা, লরার অনুপস্থিতি লক্ষ করে যা বোঝার বুঝে ফেলেছে ড্যান। সে প্রেসের হাত চাপড়ে দিল আদর করার ভঙ্গিতে। 'খামোকা মন খারাপ করছেন, প্রেস। লরা আপনাকে ভালোবাসেন, আমি নিশ্চিত। আপনাকে তিনি এতই

পছন্দ করেন তার অর্ধেকও যদি কেউ আমাকে করত, নিজেকে ধন্য মনে করতাম।' প্রেসের চেহারা লাল হয়ে গেল।

ওয়েটার স্টিফেন ও ড্যানের জন্যে ড্রিঙ্ক নিয়ে এল। ড্যানের সামনে বেশ লম্বা একটি গ্লাস রাখল। ড্যান স্টিফেনের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'এটা কী জিনিস?'

স্টিফেনও হাসল। 'তুমি আইস টি খেতে চেয়েছ। তোমার জন্যে অর্ডার দিয়েছিলাম। খেয়ে দ্যাখো—এ হল লং আইল্যান্ড আইস টি।'

'এর মধ্যে আদৌ কি চা আছে?' বাষ্পে ধোঁয়াটে হয়ে থাকা গ্লাস তুলল ড্যান। 'আমি ক্যাফেনমুক্ত পানীয় চাইছিলাম যাতে ঘুমাতে অসুবিধা না হয়।'

প্রেস এবং স্টিফেন হাসল। 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।' স্টিফেন আশ্বস্ত করল ড্যানকে। 'এ জিনিস খাওয়ার পর ঘুম নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

ড্যান গ্লাসের কিনারা দিয়ে শেষবারের মতো তাকাল স্টিফেনের দিকে। তারপর লম্বা ডাবল স্ট্র দিয়ে পান করতে লাগল। 'হেই!' বিস্মিত শোনাল ড্যানের কণ্ঠ। 'স্বাদটা দারুণ!' সে লম্বা টানে শেষ করে ফেলল গ্লাস।

নাইটক্লাবের রেস্টরুমের চেয়ে এই রুমটি অনেক বড় এবং সুন্দর। তিনদিকের দেয়ালে আয়না বসানো। একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লালচুলো মহিলা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ করছে সিল। দেখল মহিলা ছোট এক বোতল কোলন থেকে খানিকটা স্প্রে করল গায়ে, তারপর টিস্যুবক্স থেকে টিস্যুপেপার নিয়ে সাবধানে চোখের কিনার মুছল।

নিঃশব্দে লালচুলো মহিলার পাশে চলে এল সিল। বাতাস টানল। মহিলার পারফিউমের গন্ধটা ভারি মিষ্টি। হালকা। সিল ভাবছে। এ পারফিউম গায়ে মাখলে কি পুরুষদের চোখে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়?

'আই— মে আই হেল্প ইউ?'

সিল লালচুলোর এতটা কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে যে সে অস্বস্তিবোধ করছে। এক কদম পিছিয়ে এল সিল। 'আপনার সুগন্ধি,' বলল ও, দ্রুত চলছে মস্তিষ্ক, 'গন্ধটা ভারি মিষ্টি। আমি একটু ব্যবহার করতে পারি?'

'অবশ্যই,' মাথা কাত করল মহিলা, বাড়িয়ে দিল ছোট বোতলটা। সিল ওটা তার হাত থেকে নিল। 'এর নাম শালিমার। এটা কোলন, পারফিউম নয়। গন্ধ বেশিক্ষণ থাকে না। আপনার যতটুকু ইচ্ছা নিন।'

লালচুলো মহিলা যেমন করেছে সিলও সেভাবে বোতলের নাক ঘাড়ের কাছে এনে দুবার স্প্রে করল। মিষ্টি গন্ধটা তাকে ঘিরে ধরল, ত্বক এবং পোশাকে ঢুকে গেল, প্রবেশ করল নাকের ভেতরে। মহিলাকে বোতল ফেরত দিল সিল। 'এতে কাজ হয়?' জিজ্ঞেস করল সিল। 'আপনার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে?'

সিলের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল মহিলা, তাকাল আয়নায় নিজের

প্রতিবিম্বের দিকে। দৃষ্টিতে কাঠিন্য, কথা বলার সময় গম্ভীর শোনাল কণ্ঠ। 'আমার কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই।'

মহিলার কথা বিশ্বাস হল না সিলের। তবে এ ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞেসও করল না। সে মহিলার দিকে এক কদম বাড়ল, তার হাত কাঁপতে শুরু করেছে—

সিলের পেছনে দড়াম করে খুলে গেল দরজা, দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেল কপাট। লালচুলো মহিলার ঘাড়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিল সে, কাশি দেয়ার ভঙ্গি করে মুখের কাছে নিয়ে এল হাত। লালচুলো মহিলাকে পাশ কাটাল। সে ঝুঁকে হ্যান্ডব্যাগ তুলে নিল, চলে গেল আয়নার সামনে থেকে।

রেস্টরুমে তিন মহিলা ঢুকেছে। এদেরকে গ্রান্ড এভিন্যু বার-এর ডান্সফ্লোরের কাছে একটি টেবিলে বসে গল্প করতে দেখেছে সিল। রেস্টরুমে বেশ কতগুলো আরামদায়ক চেয়ার ছড়ানো ছিটানো। দুই মহিলা দুটি চেয়ার দখল করল। বাকিজন বাথরুমে ঢুকে পড়ল। সিল দেখল লালচুলো মহিলা চলে যাচ্ছে রেস্টরুম থেকে। এবারের মতো হাতছাড়া হয়ে গেল শিকার। দাঁতে দাঁত ঘষল সিল।

প্রেসকে টেবিলে রেখে বারের দিকে এগোল স্টিফেন। তার নিজের এবং ড্যানের জন্যে ড্রিংক নেবে। বারটেন্ডারকে টাকা দিল স্টিফেন, দুটো লং আইল্যান্ড আইস টি-র গ্লাস তুলে নিল হাতে, রওনা হল টেবিলের দিকে। ড্যান টেবিলে বসে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ডান্সফ্লোরের পাশ দিয়ে আসছে স্টিফেন, চোখ আটকে গেল এক মহিলার দিকে। এত সুন্দরী মেয়ে জীবনে দেখেনি স্টিফেন। বেশ লম্বা সে, ফুলের ছাপঅলা ব্লাউজ আর মিনি স্কার্ট পরনে। চমৎকার, সুগঠিত একজোড়া পা। কালো চুল, স্ফটিকস্বচ্ছ নীল চোখ। লং আইল্যান্ড আইস টি-র গ্লাস তুলে ধরল মহিলাকে লক্ষ করে আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে। কিন্তু মহিলা অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল, অদৃশ্য হয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। হতাশবোধ করল স্টিফেন। ফিরে এল টেবিলে।

টেবিলে ড্রিংক রেখে চেয়ারে বসল স্টিফেন। লরাকে দেখল দোরগোড়ায়। প্রেস হাত নেড়ে ডাকল ওকে। কিন্তু এল না লরা। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে যেন, মাথা নাড়ল, ইশারায় বোঝাল সে এখন বিছানায় যাবে। বেরিয়ে গেল বার ছেড়ে।

প্রেসের দিকে তাকাল স্টিফেন। 'ওর সঙ্গে কী হয়েছে তোমার?'

'ভুল বোঝাবুঝি,' জবাব দিল প্রেস। 'বার-এর স্বর্ণকেশী মহিলাকে সিল ভেবেছিলাম।'

'সিল?' বিস্মিত দেখাল স্টিফেনকে। 'সিল তো এখন আমাদের কাছে অতীত। ও তো মারা গেছে। কাল সকালে আমরা সবাই বাড়ি ফিরছি, না?'

'অবশ্যই,' মাথা দোলাল প্রেস। 'ওই মহিলাকে পেছনে থেকে সিলের মতো মনে হয়েছিল আমার। আমি একটু নাটকীয় আচরণ করে ফেলি। দ্যাটস অল। তবে ভুল তো সবাই করে।'

'আর লরা এতেই রেগে গেল?' জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা ঝাঁকাল প্রেস। 'হুঁ।' সে ওয়েটারের খোঁজে চারপাশে চোখ বুলাল। 'আমার একটা গ্লাস্ দরকার।'

'আপনি এটা সঙ্গে নিয়ে যাবেন?' জিজ্ঞেস করল ড্যান। ওর প্রশ্নে প্রেস এবং দুজনেই অবাক।

'আমি কি কোথাও যাচ্ছি?' প্রেস চোখ টিপল ড্যানকে।

'লরার রুমে, অবশ্যই,' ভাবলেশহীন চেহারা ড্যানের। 'উনি হয়তো শুয়ে পড়েছেন। তবে আপনাকে তিনি কামনা করছেন।'

প্রেস একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ড্যানের দিকে। তারপর খালি বোতলটা ঠেলে সরাল। সিধে হল। মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'ধ্যাত্তেরি। একথাটা আগে মনে হয়নি কেন আমার!'

এলিভেটরের দরজা অর্ধেকটা বন্ধ হয়েছে, ওটার সামনে চলে এল সিল। এলিভেটরের ভেতরে কালোচুলের মানুষটা। একটা বোতামে চাপ দিতে দরজা আবার পুরোপুরি খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল সিল। 'ধন্যবাদ।' বলল ও।

মৃদু নড্ করল প্রেস, ৯ তলার বোতাম টিপল। 'আপনি কয়তলায় যাবেন?'

দশতলার বোতামে চাপ দিল কালোচুলের মানুষটি। লিফট ওপরে উঠতে শুরু করল।

এখন! এই মানুষটির সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে সিল। কিন্তু এ যদি সিলের আসল পরিচয় জানতে পারে, খুন করতে একমুহূর্ত দ্বিধা করবে না। সিলের ভেতরে নানান অনুভূতি কাজ করছে—কামনা, উদ্বেগ এবং সবচে' বেশি ভয়। সিলের কাছ থেকে দুহাত দূরে দাঁড়ানো এই মানুষটির মধ্যে তার সন্তানের জন্যে যা যা প্রত্যাশা করছে সব আছে। কিন্তু এ যেন অন্য পৃথিবীর বাসিন্দা, তাকে ছোঁয়া যায় না।

কালোচুলের মানুষটি হঠাৎ নাক টানল। 'চমৎকার পারফিউম,' বলল সে। 'গন্ধটা খুব পছন্দ আমার।'

'তাই নাকি?' উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হল সিলের চেহারা।

'আমি নিকোল।'

'প্রেস লেনক্স,' ফ্লোর ইন্ডিকেটরে তাকাল লোকটি।

'আপনি কি শহরে নতুন?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল সিল। 'আমি এখানে এসেছি অল্প কদিন হল।'

মুচকি হাসল প্রেস। 'নতুনই বলা যায়। তবে কাল আমি নিউইয়র্ক ফিরে যাচ্ছি।' সিল কিছু বলতে যাচ্ছিল, মৃদু ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল এলিভেটর, নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। 'এক্সকিউজ মি,' সিলকে পাশ কাটাল মানুষটি। 'আমার ফ্লোরে

এসে পড়েছি। আপনার সময়টা উপভোগ্য হোক।'

হতাশ এবং কী করবে বুঝতে না পেরে মাথা ঝাঁকাল সিল, দেখল চলে যাচ্ছে লোকটি। শেষমুহূর্তে দরজা খোলার বোতাম খুঁজে পেল সিলের আঙুল। জোরে চেপে ধরল সে বোতাম।

লরার রুমের সামনে চলে এসেছে প্রেস। বেল টিপল। হয়তো দরজা খুলবে না লরা। হয়তো ঘুমাচ্ছে কিংবা গোসল করছে—'

'কে?'

'আমি,' নিচুগলায় বলল প্রেস। 'প্রেস।'

দরজা খুলে দিল লরা। ওকে ভেতরে আসতে ইশারা করল।

প্রেসের রুমের মতোই লরার ঘর। তবে এখানে আলো কম এবং একটু রোমান্টিক লাগছে। লরা বুকে হাত বেঁধে লক্ষ করছে প্রেসকে।

'কী ব্যাপার, প্রেস?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল সে।

মুখ খুলল প্রেস, বুজে ফেলল আবার। 'আ-আমি দুঃখিত,' অবশেষে বলল ও। 'বার-এ গাধার মতো আচরণ করেছি আমি। মাঝে মাঝে এরকম উল্টোপাল্টা কাজ করে ফেলি। না করে পারি না।'

বুক থেকে হাত নামাল লরা। 'মাঝে মাঝে এরকম কাজ করা যে ঠিক না, তা বোঝো?' হাতের তালু মেলে ধরল সে।

লরার দিকে এগিয়ে এল প্রেস। ওর সরু কোমর জড়িয়ে ধরল হাত দিয়ে। সরে গেল না লরা। মুখ উঁচু করে তাকাল প্রেসের দিকে। ওর নীল চোখজোড়া এত সুন্দর! নরম, আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। প্রেস কিছু না-ভেবেই মাথা এগিয়ে দিল সামনে, ওর মুখ ঢেকে দিল লরার মুখ।

কোনোরকম ইতস্তত না করে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল লরা। প্রেসের শরীরে যেন প্রবাহিত হল বিদ্যুৎ। এক সেকেন্ডের জন্যে মনে হল ওর বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে। পরমুহূর্তে বুক ভরে গেল মুখে লরার ঠোঁটের ছোঁয়ায়। ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল প্রেস। টের পেল লরার হাত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ওর বস্ত্রহরণে।

৩৮

ড্যানের হাতে টোকা দিল স্টিফেন। 'ওই মেয়েদুটোকে কেমন লাগে তোমার?' কয়েক হাত দূরে একটা টেবিল দখল করে বসা দুই সুন্দরী তরুণীকে ইঙ্গিতে দেখাল সে। বিজনেস স্যুট পরেছে ওরা, সামনে পানীয়র গ্লাস নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন।

'বাজি ধরতে পারি আমাদেরকে ওদের পছন্দ হবে। চলো, কথা বলি।'

মাথা নাড়ল ড্যান। 'আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। মেয়েরা সবসময় আমাকে অদ্ভুত ভাবে।'

'ধ্যাৎ, কী ফালতু কথা বলছ,' চনমনে মেজাজে আছে স্টিফেন। 'চলো—একটু গল্প করে আসি।' চেয়ার ছাড়ল সে তবে ড্যান বসে রইল নিজের জায়গায়। শ্রাগ করল স্টিফেন, পা বাড়াল মেয়েদুটির টেবিলের দিকে।

'গুড ইভনিং, লেডিস। আমার ওই বন্ধুটি জানতে চাইছে—' হাত তুলে ড্যানের টেবিল দেখাতে গিয়েছিল সে, দেখল ড্যান এদিকেই আসছে—'ইয়ে—আপনাদের মতো সুন্দরী, বুদ্ধিমতী দুটি নারী সঙ্গীবিহীন কী করছেন?'

'এক্সকিউজ মি,' বলল ড্যান, 'আমি কিন্তু এসব কথা—'

'আমার বন্ধু ড্যান স্মিথসন,' হাসি-হাসি মুখ করল স্টিফেন, 'আর আমি স্টিফেন আরডেন। আমরা—'

'এখানে আমার ভাল্লাগছে না, স্টিফেন,' বাধা দিল ড্যান। চারদিকে তাকাচ্ছে। 'মনে হচ্ছে কোথাও একটা ভজকট হয়েছে।'

স্টিফেন গ্রাহ্য করল না ড্যানকে। 'কাম অন, ড্যান। এই মহিলা দুটি ভারি সুন্দরী। এদের একজন ইতিমধ্যে তোমার প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে শুরু করেছে।' বিজনেস স্যুট পরা মহিলাদুটি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল শুধু, মুখে কিছু বলল না।

কিন্তু ড্যানকে ধরে রাখা গেল না। সে 'শুভরাত্রি' বলে চলে গেল।

ড্যান যাবার পরে মহিলাদের দিকে নজর দিল স্টিফেন।

'তো,' বলল সে, 'আমি হার্ভার্ড ভার্সিটিতে পড়াই। কমপেরাটিভ অ্যানথ্রপলজি।' কৃষ্ণকেশী মেয়েদুটি সমবয়েসী, কাকে রেখে কাকে পছন্দ করবে বুঝতে পারছে না স্টিফেন।

'আমি বোস্টনে ছিলাম কিছুদিন,' দুজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি সুন্দরী

মেয়েটি বলল। 'বছরখানেক। ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছিলাম।' চেয়ারটা টেবিলের একপাশে ঠেলে সরাল সে। মনে মনে হাসল স্টিফেন। ওর এখন আরেকটা চেয়ার দরকার—

'এই যে তোমাদের জন্যে আরেকটা ড্রিংক নিয়ে এসেছি, সুইট হার্ট,' স্টিফেনের পেছন থেকে বলল একটি পুরুষকণ্ঠ।

স্টিফেনের পেটের পেশিতে টান ধরল। ও আর কিছু না বলে ওখান থেকে চলে এল। আসার আগে দেখল দুই পুরুষ তাদের প্রেমিকাদের জন্যে পানীয় নিয়ে এসেছে।

সিল লক্ষ করেছে কালোচুলের মানুষটি কোন্ রুমে ঢুকেছে। সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর চারপাশে সতর্ক নজর বুলিয়ে কাউকে আশপাশে দেখতে না পেয়ে ওই রুমের সামনে চলে এল। দরজার হাতলে হাত রেখেছে, মোচড় দিয়ে খুলবে, থেমে গেল ঘরের ভেতর থেকে আসা ভারী নিশ্বাস এবং অস্পষ্ট কিছু শব্দ শুনে। নিশ্বাসের আওয়াজটা গোঙানিতে পরিণত হয়েছে—

চেহারায় অন্ধকার ঘনাল সিলের। পাশের দরজায় গিয়ে কান পাতল। কাঠের দরজা ভেদ করে কোনো শব্দ কানে আসছে না। এ ঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করল সিল। বন্ধ। পেতলের ডোরনবে আঙুল চেপে ধরল, পরীক্ষা করে দেখল কতটা শক্ত। জোরে একটা মোচড় দিলেই ভেঙে যাবে—

'আপনার কার্ড কি হারিয়ে ফেলেছেন, ম্যাম?'

'কী?' চরকির মতো ঘুরল সিল। নয় তলার এক হাউসকিপার তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে কৌতূহল নিয়ে দেখছে ওকে। 'ও-হ্যাঁ। হারিয়ে ফেলেছি।' কার্ড কী! ডোরনবের ওপরে স্লটসহ একটি ছোট বাক্স আছে, নিচে লাল-সবুজ বাতি—মহিলা নিশ্চয় এর কথা বলছে। কীগানের নোটবুকটা এখনো সিলের কাছে রয়ে গেছে। সে ওটা হাতড়ানোর ভান করল। চেহারায় হতাশ একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল যেন আরাধ্য বস্তুটি পাচ্ছে না।

'আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।' বলল হাউসকিপার। 'নইলে সারারাত আপনাকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।' সামনে এগিয়ে এল মহিলা। পকেট থেকে একটি চাবির গোছা বের করল। ওখান থেকে মাস্টার-কী বেছে নিয়ে ঢোকাল তালায়। খুট করে খুলে গেল তালা। ধাক্কা মেরে কপাট খুলল হাউসকিপার। ভেতরে ঢুকল সিল। হাউসকিপার দরজা বন্ধ করতে গিয়েও থেমে গেল। 'একটা কথা।'

বিপজ্জনকভাবে সরু হল সিলের চাউনি, 'কী ব্যাপার?'

'আপনি যখন কমেন্ট কার্ড লিখবেন—গেস্ট প্যাকেটে যেটা আছে, অনুগ্রহ করে উল্লেখ করবেন লী অ্যানা আপনাকে সাহায্য করেছিল।'

'লী অ্যানা,' নামটা পুনরাবৃত্তি করল সিল। 'অবশ্যই করব।'

হাউসকিপারের কথার মাথামুণ্ডু অবশ্য কিছুই বুঝতে পারেনি ও, মহিলা মাথা ঝাঁকিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা। ঘরের চারপাশে তাকাল সিল। হতাশায় মলিন হলো চেহারা। এ ঘর থেকে পাশের ঘরে যাবার কোনো দরজা নেই। দুই ঘরের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেয়াল। তবু কালোচুলের মানুষটির উপস্থিতি যেন অনুভব করছে সিল। দেয়ালে ধাক্কা দিতে লোকটির গায়ের ঘামের গন্ধ যেন ওর নাকে এসে ঢুকল। তবে সেই শব্দটা আবারও শুনতে পাচ্ছে সিল। এবার আরো জোরেশোরে। শীৎকার ও গোঙানি।

ওরা মিলিত হচ্ছে।

নিশ্বাস ফেলছে, ফিসফিস করছে, মাংসের সঙ্গে মাংস ঘষা খাচ্ছে। কালোচুলের পুরুষটির কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে সিল। বিড়বিড় করে কী যেন বলছে সে। জবাবে লালচুলের মহিলা যেন কী বলল। এ মহিলার কণ্ঠও চিনতে পারছে সিল। লালচুলো—সুযোগ পেলে একে লেডিসরুমেই খুন করে ফেলত ও। সে সিলের পুরুষকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। তাকে আর কখনো ফিরে পাবে না সিল।

পাশের ঘরে শীৎকারের নিনাদ ক্রমে বেড়েই চলেছে। সিলের শরীর গরম হতে লাগল, মিলিত হবার তীব্র কামনায় জর্জরিত হল ও। দেয়ালে শরীর চেপে ধরল সিল, কল্পনায় দেখল পুরুষটি ওকে আদর করে সারাগায়ে হাত বোলাচ্ছে, একে স্পর্শ করলে কেমন অনুভব করবে ভাবতে আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠল সিল। ওই মানুষটিকে তার দরকার, যে কারও চেয়ে ওর বেশি দরকার। কামনার যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল সিলের গায়ে, হাত বোলাতে লাগল মখমলের মতো ওয়ালপেপারে, ওর হাত নিজের অজান্তেই থাবার রূপান্তর ঘটছে। ও ভেতরে যাবে, ভাবছে সিল, খুন করবে ওই মহিলাকে এবং পুরুষটিকে নেবে যাকে সে নিজের পার্টনার করার উদগ্র কামনায় অস্থির। পুরুষটি সিলের শক্তির নমুনা দেখবে, ওর প্রচণ্ড কামনা দেখে মুগ্ধ হবে, সে—

ক্লিক করে একটা শব্দ হল সিলের পেছনে। পাঁই করে ঘুরল ও। হাঁপিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে নিশ্বাস ফেলছে। কেউ দরজা খুলছে। মরিয়া দৃষ্টিতে ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল সিল। বেরুবার কোনো রাস্তা নেই। ফাঁদে পড়ে গেছে সিল। উদ্বেগ নিয়ে দেখল খুলে গেছে দরজা। বন্ধ হল আবার। ওর মুখোমুখি হল ড. ফিচের দলের একজন লোক। এ লোকটি নিচতলায় সিলকে ড্রিঙ্কের অফার দিয়েছিল। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ও।

'আরে!' লোকটার চোখ কপালে উঠল। 'আপনি এখানে ঢুকলেন কী করে?'

'হাউসকিপার,' বলল সিল। দ্রুত একটা গল্প তৈরি করে ফেলল মস্তিষ্ক।

'আপনার রুম চেক করছিল, আমি তখন ভেতরে ঢুকে পড়ি এমন ভান করে যেন এ ঘরটা আমার।' লোকটা স্থিরচোখে দেখছে সিলকে। সিল জানে লোকটা মনস্থির করতে পারছে না গল্পটা বিশ্বাস করবে কিনা। এ লোকও সুদর্শন। তবে

কালোচুলের লোকটার মতো অত সুদর্শন নয়। তবে হাতের কাছে যখন পাওয়া গেছে, একে দিয়ে বিকল্প কাজটা চালিয়ে নেবে সিল।

'আপনাকে বার-এ দেখেছি,' সন্দেহের সুর লোকটার গলায়। 'আমার ড্রিঙ্ক আপনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু এখন দেখছি সোজা আমার ঘরে এসে ঢুকে পড়েছেন।'

'আপনার ড্রিঙ্ক প্রত্যাখ্যান করার জন্যে দুঃখিত,' দ্রুত বলল সিল। চোখ নামিয়ে নিল ও, তারপর পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল লোকটার দিকে। 'আপনার সঙ্গে আপনার বন্ধুরা ছিল, আর আমি... লোকের ভিড়ে অস্বস্তিবোধ করি।' লোকটিকে লাজুক, যৌনাবেদনময় হাসি উপহার দিল সিল। 'তবে একা হলে কথা বলতে সমস্যা নেই। আমি নিকোল। আপনি?'

লোকটি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল একটা। হাতের কার্ড-কী ফেলল ড্রেসারে। কাছিয়ে এল। 'স্টিফেন। স্টিফেন আরডেন।'

'তা'—মাথা কাত করে তাকাল সে— 'নিকোল—তোমার জন্যে কী করতে পারি আমি?' সরাসরি 'তুমি'তে নেমে এল স্টিফেন।

'আসলে আমি...' সিল চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল নিশ্চিত হতে কোথাও কোনো ছন্দপতন নেই, এক কদম বাড়ল সামনে। 'আমি আসলে চাইছি... তুমি বুঝতেই পারছ। তোমাকে আরো ভালো করে জানতে চাই আমি।' হাত বাড়িয়ে দিল সিল, আঙুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ করল স্টিফেনের শার্টের কলার।

'সত্যি? আমাকে?' গাল লাল হয়ে গেল স্টিফেনের, অবিশ্বাস ফুটল চোখে, তবে হাসিতে উজ্জ্বল চেহারা। 'বেশ তো—আচ্ছা, একটু ড্রিঙ্ক নেবে? তোমার হয়তো খিদে পেয়েছে—রুম সার্ভিসকে বলে দিচ্ছি—'

'না, না,' ওকে বাধা দিল সিল। 'তোমাকে আমি এখনই ভালো করে জানতে চাই।' হাতটা কোমরে রাখল সিল, সেখান থেকে উঠল বুকে, ধীরে ধীরে ব্লাউজ খুলল। 'আমি তোমাকে চাই,' ফিসফিস করল ও। 'তোমার সবটা চাই। এখুনি।'

হাঁ হয়ে গেল স্টিফেনের মুখ, তারপর ব্যস্ত হাতে খুলতে লাগল শার্টের বোতাম, 'যিশাস!' কণ্ঠ ফ্যাঁসফেঁসে শোনাল। 'এরকম ঘটনা আমার জীবনে এই প্রথম।'

স্কার্ট খুলে ফেলল সিল। ছুড়ে ফেলল। ওর পরনে এখন সিল্কের প্যান্টি এবং হাই হিল ছাড়া কিছু নেই। 'আমি তোমাকে এখুনি চাই,' আদুরে বেড়ালের মতো গরগর করল ও।

দুহাত বাড়িয়ে দিল সিল। আর আমন্ত্রণ জানানোর প্রয়োজন হল না। সিলের শরীরের সঙ্গে সেঁটে গেল স্টিফেন। আর দুহাত ঘুরে বেড়াতে লাগল সিলের নগ্ন শরীরে। শার্টের বোতাম খুলতে দেরি হচ্ছে দেখে অধৈর্য সিল একটানে ছিঁড়ে ফেলল জামা। স্টিফেনের নগ্ন বুকে ঠেসে ধরল কামনায় শক্ত হয়ে ওঠা স্তনের বোঁটা। ওরা উত্তেজনার চোটে প্রথমে ড্রেসারে ধাক্কা খেল, তারপর দেয়ালে, শেষে বিছানায়

গড়িয়ে পড়ল দুজনে।

সিলের হাত স্টিফেনের শরীরে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্টিফেনের ত্বক মসৃণ, কালো লোমগুলো নরম। সিল স্টিফেনের শরীরে নিজের শরীর ঘষছে, উপভোগ করছে নরম লোমের পেলব ছোঁয়া। স্টিফেনের মুখ এবং ঠোঁট সিলের শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি আবিষ্কারে ব্যস্ত। গোঙাচ্ছে ও। আর সহ্য করতে পারল না সিল, স্টিফেনকে চিৎ করে ফেলল। ওর গায়ের উপর উঠে পড়ল। প্যান্টির বাঁধন থেকে অবমুক্ত হয়েছে আগেই।

'দাঁড়াও!' ককিয়ে উঠল স্টিফেন সিলকে ওর দুই ঊরুর মাঝখানে জুৎ হয়ে বসতে দেখে। 'প্রটেকশনের কী হবে?'

প্রটেকশন? সে আবার কী? প্রশ্নটা অগ্রাহ্য করল সিল, ঝুঁকে এল। চুমু খেল স্টিফেনকে। ওর বুকের সঙ্গে ঘষা খেল সিলের পিনোন্নত পয়োধর। সিল খামচে ধরল স্টিফেনের ঊরুর মাংস। তারপর শুরু হল মন্থন।

টিভি দেখছে ড্যান। টিভিতে প্লাটিনাম-রঙা চুলের এক মডেলকে দেখা যাচ্ছে। বারবার পর্দার সামনে আসছে সে। তার কালো চুল সোনালি হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞাপনচিত্রে দাবি করা হচ্ছে কালো চুল সোনালি কিংবা সোনালি চুল কালো করতে তাদের বাজারজাত পণ্যই সেরা।

টিভির পর্দায় চোখ ড্যানের, তবে মন পড়ে আছে অন্যখানে। ভাবছে ওদের দলের সদস্যদের কথা। কাল সকালে সবাই যে-যার গন্তব্যে চলে যাবে। দলের সদস্যদের প্রত্যেককেই ভালো লেগেছে ড্যানের। লরা, স্টিফেন, বিশেষ করে প্রেসকে। আর ড. ফিচ... এ তো অন্যরকম মানুষ। নিজের কাজে এত ব্যস্ত সবসময় যে বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন। ওনার কোনো বন্ধু নেই। বিজ্ঞানের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ মানুষটি কোনোদিন ঘর-সংসার করবেন বলেও মনে হয় না। তিনি সিলকে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তাকে ধ্বংস করে দিতেও বাধ্য হয়েছেন। তাঁর স্বপ্ন এবং আশা সব ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে। তিনি প্রবেশ করেছেন হতাশার কালো এক গহ্বরে যেখানে উঁকি দেয়ার সাহস নেই ড্যানের।

স্টিফেন আরডেন খুব মজার মানুষ। সফল, সুদর্শন একজন মানুষ। মহিলারা তাকে পছন্দ করে, তবে এদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না স্টিফেন। অথচ এটাই তার সবচে' দরকার।

প্রেস এবং লরা—

ওরা নিঃসন্দেহে পরস্পরকে ভালোবাসে। ওদের সম্পর্কটা হয়তো টিকে যাবে যদি প্রেসের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকে।

আজ খুব একা লাগছে ড্যানের। বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে দম। বিছানা ছাড়ল ও। ঢুকল বাথরুমে। ট্যাপ খুলে মুখ আর ঘাড় ধুয়ে নিল। তাকাল আয়নার দিকে।

ফ্লোরেসেন্টের আলোয় ওর কালো চামড়া কেমন ককেশিয়ানদের মতো লাগছে। ভৌতিক। তোয়াল দিয়ে মুখ মুছল ড্যান। দূর হয়ে গেল ইল্যুশন। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে হাসল। ধবধবে সাদা দাঁত। তবে চোখজোড়া লাল হয়ে আছে। না-ঘুমানোর ফল। ড্যান ভাবল আমি যদি চুলে রঙও করি তবু আমার চেহারা যেমন আছে তেমনই থাকবে—

হঠাৎ হাঁ হয়ে গেল ড্যানের মুখ।

সোনালি চুল, কালো চুল।

আইডি ক্লাবের প্যাসেজওয়েতে লম্বা, স্বর্ণকেশী এক সুন্দরীর কথা মনে পড়ে গেছে ওর। তার চোখ ছিল সাগরের মতো নীল। একই সঙ্গে আরেক নারীর কথাও মনে পড়ল ড্যানের। আজ সন্ধ্যায় প্রফেসর আরডেন এক মহিলাকে লং আইল্যান্ড আইস টি পানের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ওই মহিলার চুল ছিল কালো, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। বিজ্ঞাপনচিত্রের মেয়েটির মুখ ঝিলিক দিল ড্যানের মনে।

সোনালি চুল...

কালো চুল।

সিল!

৩৯

প্রফেসর আরডেনের সঙ্গে তার ঘরে কেউ আছে।

দুরু দুরু বুকে দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল ড্যান। কড়া নাড়লেও স্টিফেন সাড়া দেবে কিনা সন্দেহ আছে ওর। প্রেসও হয়তো উত্তর করবে না। ড. ফিচ আরেক ফ্লোরে আছেন প্রাইভেট স্যুইট নিয়ে। কিন্তু ড্যান যা ভাবছে তা ফিচকে বলতে সাহস পাচ্ছে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল ড্যান। এক দরজা বাদ দিয়ে ড. বেকারের ঘরের দরজায় আঙুলের গাঁট দিয়ে টোকা দিল।

'ড. বেকার—লরা! আমি ড্যান।' আবার টোকা দিল ও। 'প্লিজ, দরজা খুলুন।' অবশেষে ঘরের ভেতরে কারো নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেল ড্যান। কিন্তু দরজা খুলছে না। 'লরা, প্লিজ—ব্যাপারটা খুব জরুরি! আপনাদের সঙ্গে কথা বলা দরকার।' টোকা দিতে দিতে আঙুলের গাঁট ছিলে যাবার দশা। ভেসে এল লরার কণ্ঠ, 'এক মিনিট, ড্যান।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অপেক্ষা করতে লাগল ড্যান। ত্রিশ সেকেন্ড পরে খুলে গেল দরজা। উঁকি দিল প্রেস। শার্ট গলাচ্ছে গায়ে, পেছনে লরা, বিল্টমোর হোটেলের বাথরোব পরনে, কোমরের রশি বাঁধছে।

'প্রেস—আ-আমি, দুঃখিত,' বলল ড্যান। 'আপনার রুমে গিয়েছিলাম। আপনাকে পাইনি।' পায়ে পা ঘষল ও, নিজেকে একটা গবেট মনে হচ্ছে। ও তো নিজেই প্রেসকে বলেছিল লরা ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। সেক্ষেত্রে প্রেসকে তার ঘরে না-পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সিলের চিন্তা এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওকে, ঘরে থাকতে পারেনি। দলের সদস্যদের জানাতেই হবে ওর দুশ্চিন্তার কথা।

'হ্যাঁ, আমি ঘরে যাইনি,' শুকনো গলা প্রেসের। 'তো সমস্যাটা কী?'

ড্যান বারকয়েক মুখ খুলল এবং বন্ধ করল আসল কথাগুলো গুছিয়ে নেয়ার জন্যে। 'সন্ধ্যা থেকেই আমার কেমন জানি একটা অস্বস্তি হচ্ছিল—'

'সারাক্ষণ?' প্রেসের কাঁধেব ওপর দিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিল লরা, দৃষ্টিতে কৌতূহল। 'এমনকি বার-এ বসেও?'

'না, পরে,' জবাব দিল ড্যান। 'আমি রুমে শুয়ে টিভি দেখছিলাম। দেখছিলাম মানে চ্যানেল বদলাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনচিত্রে আটকে যায় চোখ। আমার অস্বস্তির সঙ্গে বিজ্ঞাপনচিত্রের একটা মিল খুঁজে পাই। বুঝতে পারি কোনোকিছুই...

কীভাবে কথাটা ব্যাখ্যা করব বুঝতে পারছি না। কোনোকিছুই ঠিক নেই।' ওদের দুজনের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকাল ড্যান। 'আমার ধারণা—আমার ধারণা বেঁচে আছে সিল। আর আছে এখানেই।'

'একটা বিজ্ঞাপনচিত্র দেখেই এরকম ধারণা হয়ে গেল তোমার?' ভাবলেশশূন্য প্রেসের কণ্ঠ।

'চুলের রঙের একটা বিজ্ঞাপন ছিল ওটা। বিজ্ঞাপনের ভাষা ছিল—আজ সোনালি চুল, কাল কালো চুল। আমি বার-এ এক মহিলাকে দেখেছিলাম। চেনা-চেনা লাগছিল। ড. আরডেন তাকে ড্রিঙ্ক অফার করেছিলেন।'

'ড্রিঙ্কটা নিয়েছিল সে?' জিজ্ঞেস করল লরা। সতর্ক হয়ে উঠেছে ও। নিজের জামাকাপড়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে।

মাথা নাড়ল ড্যান, সরে এল দরজার সামনে থেকে। লরা এবং প্রেস জামা-কাপড় পরছে। প্রেস জুতোয় পা গলাচ্ছে, লরা চেয়ারে ভাঁজ করে রাখা জিন্স প্যান্ট এবং সাদা একটা শার্ট টেনে নিল। দ্রুত পা বাড়াল বাথরুমে। 'না, তখন ড্রিঙ্কটা প্রত্যাখ্যান করে সে।' দরজার বাইরে থেকে বলল ড্যান। 'কিন্তু বিজ্ঞাপনচিত্রটি দেখার পরে আমার এমন অস্থির লাগতে শুরু করে যে আমি ড. আরডেনের রুমে চলে আসি। ওখানে কেউ আছে তার সঙ্গে।'

প্রেস তীক্ষ্ণচোখে তাকাল। 'তুমি নক করোনি?'

'না', নার্ভাস ভঙ্গিতে হাতের আঙুল মোচড়াল ড্যান। 'আমি খুব ভয় পেয়ে যাই। নানারকম শব্দ হচ্ছিল—বুঝতেই পারছেন।' আতঙ্কিত দেখাল ওকে।

'আমার ধারণা প্রফেসর সিলের সঙ্গে আছেন। এবং তিনি তা জানেন না।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল লরা, হাতে একজোড়া নাইকি।

'ওরা কি সেক্স করছিল?' ওর মুখ ভয়ে সাদা।

মাথা ঝাঁকাল ড্যান। ফোনের দিকে হাত বাড়াল প্রেস। 'জেভিয়ার ফিচের রুমে দিন,' ঘেউ করে উঠল ও SIG-Sauer হোলস্টার কাঁধে ঝোলাতে ঝোলাতে। 'উনি না-ধরা পর্যন্ত ফোন করতেই থাকুন।' তাকাল লরার দিকে।

'আমি রেডি,' সরল গলা লরার।

লরা এবং ড্যানকে কিছু বলতে গিয়েও বলল না প্রেস, ফোনের দিকে ফেরাল মনোযোগ। 'ফিচ। সিল বেঁচে আছে। নয়তলায় আরডেনের ঘরে চলে আসুন এখুনি।'

'ব্যাপারটা দারুণ ছিল, নিকোল,' স্টিফেন ফিসফিস করল সিলের কানে। 'সাংঘাতিক উপভোগ করেছি আমি। তুমি?' ওর পাশে শুয়ে আছে সিল। স্টিফেনের একটা হাত বালিশে, অপর হাত দিয়ে জড়িয়ে আছে সিলের ক্ষীণ কটি।

'উম্‌ম্‌,' বলল সিল। মিলনপর্বটা সত্যি দারুণ ছিল। যেমনটি ভেবেছে সিল ঠিক

সেভাবে ঘটেছে সবকিছু। রাগমোচনের সময় সুখের চরম শিখরে উঠে যায় ও। স্টিফেনকে ওর বলার আছে অনেক কিছু। কিন্তু কীভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছে না।

'এসব কী হচ্ছে, লেনক্স?' গরগর করে উঠলেন ফিচ। 'আবার কল্পনার ফানুস ওড়াতে শুরু করেছ?' ফিচের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে ঘুমাচ্ছিলেন তিনি।

'প্রেস নন, ড. ফিচ,' বলল ড্যান। 'আমি সবাইকে আসতে বলেছি।' ঘুরলেন ফিচ। 'আরডেন কোথায়? ভেতরে?'

'হুঁ।' বলল প্রেস। 'ড্যানের ধারণা সে আপনার সৃষ্টিছাড়া জীবটির সঙ্গে ঘরে আছে এবং তা আরডেন জানে না।'

'কী!'

'সিল চুলের রঙ পাল্টে ফেলেছে, ড. ফিচ,' জরুরি শোনাল ড্যানের গলা। 'স্টিফেন ওর সঙ্গে বার-এ বসে কথা বলারও চেষ্টা করছিলেন।

'এখন ওর কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না,' বলল লরা।

'দরজা ভেঙে ফেলো,' হুকুম দিলেন ফিচ। 'নইলে গুলি করে উড়িয়ে দাও তালা। দরজা খোলো।'

'দরজা ধাক্কাচ্ছে, ধাক্কাতে থাকুক,' বিড়বিড় করল সিল। 'খুলতে হবে না। তোমাকে দারুণ একটা কথা বলব।' দরজায় আবারও শব্দ হল। প্রেসের গলা শুনতে পেল সিল।

'দরজা খুলে দিই,' বলল স্টিফেন। 'জরুরি কিছু নিশ্চয়।'

'আমি অনুভব করছি,' অবাক বিস্ময়ে বিস্ফারিত সিলের সুন্দর চোখ।

'কী অনুভব করছ?'

অন্যদিকে তাকাল সিল। সব কেমন স্বপ্ন-স্বপ্ন, ঘুম-ঘুম লাগছে। মনে হচ্ছে নিরাপদ কোনো জায়গা পেলে টানা একটা সপ্তাহ ঘুমিয়ে কাটাতে পারলে বেশ হতো।

'ওটা শুরু হয়ে গেছে।'

'কী শুরু হয়ে গেছে?' সিলের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না স্টিফেন।

মিষ্টি হাসিতে উদ্ভাসিত হল সিলের চেহারা। 'জীবন,' ফিসফিস করল ও, পেটের মসৃণ, মখমল চামড়ায় ইঙ্গিত করল, 'এখানে।'

প্রেমময় দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল স্টিফেন, সিলের মুখে, ঘাড়ে হাত বোলাচ্ছে। 'ডার্লিং,' বলল ও, 'মহিলারা দাবি করে তারা গর্ভধারণের সঠিক মুহূর্তটি বুঝতে পারে। আসলে পারে না। এটা স্রেফ কুসংস্কার—'

'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না!' রাগ সিলের গলায়। স্টিফেন কিছু বলতে

মুখ খুলেছে, ওর ঠোঁটে আঙুল রেখে থামিয়ে দিল সিল। 'তাহলে নিজেই পরীক্ষা করে দ্যাখো।' স্টিফেনের হাত পেটে চেপে ধরল সিল।

সিলের পেটে সত্যি কিছু একটা নড়াচড়া করছে! হাতের তালুতে রীতিমতো খোঁচা খেল স্টিফেন। দেখল ফুলে উঠছে সিলের পেট। চট করে হাত সরিয়ে নিল স্টিফেন। বিস্ময়ে ঝুলে পড়েছে চোয়াল। হাঁচড়েপাঁচড়ে নামল বিছানা থেকে, সরে যেতে চাইল সিলের কাছ থেকে। 'ঈশ্বর! কে তুমি?'

বিকট শব্দে হলওয়ের দরজায় কিছু একটা ভাঙল। শব্দে সিল এবং স্টিফেন দুজনেই চমকে উঠল। সিল চট করে নেমে পড়ল বিছানা থেকে। ভয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। প্রেস লেনক্স লাথি কষাচ্ছে দরজায়। স্টিফেনের প্রত্যাখ্যান ও প্রতিক্রিয়ায় হতাশ, ঘরে ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মতো দশা, আতঙ্ক ও ক্রোধ চোখের পলকে বদলে দিল সিলকে। ওর মনে হল ও যেন কিছু একটার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে মানবী থেকে দানবীতে রূপান্তর ঘটল সিলের। চিৎকার শুরু করল স্টিফেন। ওর চিৎকারে বিরক্তবোধ করল সিল। মুহূর্তের মধ্যে চিৎকার থামিয়ে দিল সে স্টিফেনের শরীরে লম্বা শুঁড় ঢুকিয়ে দিয়ে। তাৎক্ষণিকভাবে মারা গেল প্রফেসর।

আরেক প্রচণ্ড লাথিতে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল স্টিফেনের ঘরের দরজা। প্রেস লেনক্স দলবল নিয়ে ঝড়ের গতিতে ঢুকে পড়ল ভেতরে। সিল ওদের দিকে তাকিয়ে ভয়ংকর চিৎকার দিল। তীব্র এবং তীক্ষ্ণ নিনাদে কান ফেটে যায়। ওরা কানে হাত চাপা দিল। ওদেরকে হামলা করার চিন্তা বাদ দিল সিল। সবার সঙ্গে হয়তো পেরে উঠবে না। এদের যে কারো অস্ত্রের আঘাতে ওর অনাগত সন্তানের প্রাণ বিপন্ন হতে পারে—এমন ঝুঁকি নেবে না সিল। সবাই দেখল ক্লজিট লক্ষ করে ডাইভ দিল সিল।

বিকট ও খনখনে গলায় হাসতে হাসতে দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে এল সিল হলওয়েতে এবং পালিয়ে গেল...

৪০

'ওকে পরীক্ষা করতে হবে না,' কথা বলার সময় চেহারা বিকৃত দেখাল লরার।

'ও মারা গেছে।' ঘুরে দাঁড়ালেন ফিচ আর্তনাদ করে। ড্যান চিৎকার চাপা দিতে মুখে হাত চাপা দিয়ে রেখেছে।

'চলো, লরা। ওটাকে থামাতে হবে।' লরার হাত চেপে ধরল প্রেস, স্টিফেন আরডেনের রক্তাক্ত লাশের সামনে থেকে সরিয়ে আনল।

হলওয়েতে ছুটে এল ওরা। সিল অনেক আগেই ওখান থেকে কেটে পড়েছে। 'আমরা বেজমেন্টে যাচ্ছি,' প্রেস পেছন ফিরে বলল ফিচ এবং ড্যানকে। 'আপনারা ফায়ার স্টেয়ারওয়েল ব্যবহার করুন। ওর পিছু নিন। নিচে ফায়ারডোরে আটকা পড়ে যেতে পারে ও—কাজেই সাবধান।'

এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। প্রেস আর লরা লাফ মেরে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ফিচ এবং ড্যান ফায়ারপ্লেসের সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন। ফিচের হাতে চলে এসেছে পিস্তল। প্রেস পার্কিং ওয়ান-এর বোতাম টিপল। নামতে লাগল লিফট।

প্রেসের মুখ লাল টকটকে। ফ্লোর ইন্ডিকেটরে সেঁটে আছে চোখ। 'ওর গর্ভবতী হবার সম্ভাবনা কতটুকু?' জিজ্ঞেস করল সে। 'যদি গর্ভবতী হয়েও পড়ে, সন্তান জন্ম দেয়ার আগেই ওকে ধ্বংস করতে হবে। আমরা মা এবং সন্তান দুজনকে নিশ্চয় সামাল দিতে পারব না!'

হিস্টিরিয়া রোগীর মতো হেসে উঠল লরা, 'দুজন? ঠাট্টা করছ, প্রেস? ওর সন্তান জন্মদানের সিস্টেম কীরকম কে জানে। ডজন ডজন সন্তানের জন্ম দিতে পারে ও... পারে হাজার হাজার ডিম পাড়তে।'

'তাহলে ডিমগুলো খুঁজে ভেজে ফেলতে হবে,' বলল প্রেস। আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় মৃদু ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল লিফট, খুলে গেল দরজা। ওরা আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং লটে চলে এসেছে। মাথার ওপরে জ্বলছে ফ্লোরেসেন্ট বাতি। এলিভেটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল দুজনে। পা বাড়াল ফায়ারডোরের দিকে। দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল পদশব্দ। ফায়ারডোরের দিকে তাকিয়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল প্রেস ও লরার। বন্ধ দরজার মাঝখানে মস্ত একটা ফোকর।

'সর্বনাশ!' অবিশ্বাসের গলায় বলল প্রেস। 'এ তো অবিশ্বাস্য—ইস্পাতের দরজা

ভেঙে চলে গেছে ও।'

লরা ডানে-বামে তাকাল। গাড়ির ছায়া দেখেও ভয় পাচ্ছে। কে জানে ছায়ায় ওঁৎ পেতে আছে কিনা সিল। লরা প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'ওকে থামাব কীভাবে?'

'ওকে থামাবার অস্ত্র গাড়িতে আছে,' বলল প্রেস।

'যিশাস,' ফায়ারডোরের গর্ত গলে চলে এলেন ফিচ, পেছনে ড্যান। ফায়ারডোরের দশা দেখে তিনিও বিস্মিত।

'চলো সবাই।' ফিচের গাড়ি সারির পেছনদিকে পার্ক করা। প্রেস দৌড়ে গেল ওদিকে। টান মারল। বন্ধ। ঘুরল ও, তাকাল ফিচের দিকে।

'এই যে চাবি!' বললেন ফিচ। চাবির গোছা ছুড়ে দিলেন প্রেসকে লক্ষ্য করে। শূন্যে খপ করে গোছা ধরে ফেলল প্রেস। তালায় ঢোকাল চাবি। মোচড় দিল। খুলে গেল সাইডডোর। ভেতরে ঢুকে পড়ল প্রেস।

গাড়ির মধ্যে থরে-থরে নানানরকম অস্ত্র। প্রেস একটি ফ্লেমথ্রোয়ার তুলে নিল ব্যাকস্ট্রাপ সহ। আরেকটা দিল লরাকে। নিজের অস্ত্রটা ঝোলাল কাঁধে। তারপর হাত বাড়াল মসবার্গ মডেল ৫৯০ স্পেশাল পারপাস শর্টগানের দিকে। কোমরের বেল্টে গুঁজল স্পেকওয়ার ছুরি। যা যা অস্ত্র নেয়া দরকার, নিয়েছে ও। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল লরাসহ।

'ওকে দেখেছ?' ফিচ ঝুঁকে একটি ফ্লেমথ্রোয়ার নিলেন।

'না। আমরা নিচে নামার আগেই সে দরজা ভেঙে বেরিয়ে যায়।' লরা পিঠে ফ্লেমথ্রোয়ার ঝোলাতে ঝোলাতে বলল।

'ঈশ্বর, এটার এত ওজন!'

'পঞ্চাশ পাউন্ড ওজন,' বলল প্রেস। 'তুমি এটা চালাতে জানো? শর্ট বার্স্ট, দূরের কিছু টার্গেট করবে না। ফুয়েল বেশি দূরে যাবে না।'

'কিছু একটা টার্গেট দাও,' খেঁকিয়ে উঠল লরা। 'দেখিয়ে দিই এটা কীভাবে ব্যবহার করতে হয়।'

'ও গেছে কোন্‌দিকে!' পার্কিং গ্যারেজে তাকালেন ফিচ। 'কেউ অনুমান করতে পারো?'

'না। পারি না,' বলল লরা। 'সবাই অস্ত্র পেয়েছেন তো? আরে—প্রেস কোথায় গেল? ঈশ্বর, এ লোক যে কখন কোথায় হুট করে অদৃশ্য হয়ে যায়!'

বাতাসে ভেসে এল তীক্ষ্ণকণ্ঠের চিৎকার। ওরা তিনজন ঝট করে ঘুরল। চার সারি গাড়ির পরে, ধাতব একটি দরজা। তাতে লেখা : বয়লার রুম। ওটা দড়াম করে খুলে গেল। বাড়ি খেল দেয়ালে বিকট শব্দে।

'প্রেস!' সাদা হয়ে গেছে লরার মুখ। দ্রুত এগোল দরজার দিকে। দরজার পরে একসারি লোহার সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে ল্যান্ডিং-এ নেমে এল লরা, আরেকটু হলেই প্রেসের শটগানের সঙ্গে বাড়ি খেতে যাচ্ছিল।

'যিশাস, লরা—সাবধান!' বন্দুক সরিয়ে নিল প্রেস।

'চিৎকার শুনলাম একটা,' লরার পেছন থেকে হিসিয়ে উঠলেন ফিচ। 'ওর চিৎকার নাকি?'

'জানি না,' বলল প্রেস। 'চলুন।'

প্রেস সামনে, পেছনে দলটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। হাত তুলে দলের লোকদের থামতে ইশারা করল প্রেস। ওর পায়ের কাছে পড়ে আছে হোটেল মেইনটেন্যান্স কর্মীর লাশ। 'আমার ধারণা ও কাছেপিঠে কোথাও আছে,' নিচুগলায় বলল প্রেস।

'ও যদি এখানে থেকে থাকে,' ফিসফিস করল লরা, 'ফাঁদে পড়ে গেছে ও। আমাদের নজর এড়িয়ে ওর এখান থেকে বেরুবার কোনো সুযোগ নেই।'

বয়লার রুমের চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর বুলাল প্রেস। 'ওর কোথাও পালাবার জায়গা নেই। চলো।'

বয়লার রুমের পরেই একটা ঘর। দরজায় সাইনবোর্ড : ইলেকট্রিকাল। এ ঘরের দরজা ভেজানো। ওই ঘরে ঢুকল ওরা। ঘরটা খুবই ছোট। ঘরের দূরপ্রান্তে, কংক্রিটের মেঝেতে একটা গর্ত চোখে পড়ল প্রেসের। ব্যাসার্ধে ফুট-তিনেক হবে। গর্তটা পরীক্ষা করল প্রেস।

'ড্যাম ইট!' বলল ও। 'এদিক থেকে পালিয়েছে ও আবার।'

প্রেসের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিলেন ফিচ। 'কিন্তু এ তো কংক্রিটের মেঝে!'

'যে ইস্পাতের দরজা ভেদ করতে পারে তার জন্যে কংক্রিট কোনো বাধা নয়,' বলল প্রেস। গর্তে টর্চের আলো ফেলল। একটা টানেল দেখা যাচ্ছে নিচে। উবু হয়ে উঁকি দিল। গম্ভীরমুখে জানাল, 'ও এদিক দিয়েই গেছে।'

'কিন্তু এ টানেলটা কিসের?' জিজ্ঞেস করলেন ফিচ।

প্রেস আলো ফেলল পাইপলাইনে। ফিসফিসে গলায় বলল, 'লস এঞ্জেলসের নর্দমার রাজ্যে স্বাগতম।'

ওরা প্রেসের পিছু পিছু নেমে এল টানেলে। স্যুয়েয়ার লাইনের দু'পাশ ঘন আঁধারে ঢাকা। নানারকম শব্দ হচ্ছে টানেলে। কোথায় টপটপ শব্দে পানি পড়ছে, ইঁদুর ছুটে গেল। ওরা একটা ওয়াকওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াকওয়ের নিচ দিয়ে ময়লা পানি নিয়ে ছুটে চলেছে গু-রঙের নালা। গা-ঘোলানো গন্ধ আসছে নালা থেকে।

প্রেস দুদিকেই টর্চ ঘোরাল। কোনোকিছুর নড়াচড়া চোখে পড়ল না। 'ও কোন্‌দিকে যেতে পারে, ড্যান?'

ড্যানের কাদামাখা মুখ ঘামে ভিজে জবজবে। বলল, 'আমি বলতে পারব না। আমি নিশ্চিত হতে পারছি না।'

ফিচ শক্তহাতে ড্যানের কাঁধের শার্ট মুচড়ে ধরলেন। 'ভাবো, ড্যান। অনুমান করার চেষ্টা করো। আমি জানি তোমার এক্সট্রা সেন্সরি পাওয়ার আছে।'

'আমি একজন ইমপ্যাথ, সাইকিক নই,' আত্মরক্ষার তাগিদে চেঁচাল ড্যান। 'এটা ভিন্ন জিনিস।'

'ঠিক আছে,' বলল লরা। 'আমরা ওকে খুঁজে নেব—'

'ওই দিকে,' টানেলের ডানপ্রান্তে তাকাল ড্যান। কণ্ঠ আড়ষ্ট। 'ওদিকটাতে চেষ্টা করে দেখি।'

'চলো যাই,' মসবার্গটা হাতে নিয়ে ওদিকে পা বাড়াল প্রেস। পেছনে লরা। সে দেয়াল এবং ওয়াকওয়ের দিকে চকিতে দৃষ্টি ফেলছে।

'আমি বিপরীত দিকে যাচ্ছি,' ঘোষণা করল ফিচ। 'তাহলে দুটো দিকই কাভার দেয়া যাবে।'

ড্যান বলল, 'আ-আমার মনে হয় আপনার না-যাওয়াই ভালো হবে, ড. ফিচ।'

'তুমি এখানেই পড়ে থাকো, স্মিথসন,' রাগে গনগন করছে ড. ফিচের চেহারা। 'আমি যাচ্ছি।' তিনি ক্যাটওয়াক ধরে কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন। একহাতে ফ্লেমথ্রোয়ার।

'প্লিজ, ড. ফিচ—যাবেন না।' অনুনয় করল ড্যান। দেখল ওর ঠিক পায়ের নিচে পানিতে বুড়বুড়ি উঠেছে। 'এখানে কিছু একটা আছে!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

চোখের কোণ দিয়ে ড্যান দেখতে পেল ফ্লেমথ্রোয়ার হাতে নিয়ে পাঁই করে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন ড. ফিচ। খেঁকিয়ে উঠলেন, 'দাঁড়াও। আমি আসছি।' সরু ওয়াকওয়ে ধরে দ্রুত কদমে আসতে লাগলেন তিনি।

ড্যানের পায়ের নিচে বুড়বুড়িগুলো ছড়িয়ে পড়ল, তারপর হঠাৎ করেই অদৃশ্য। ড্যান দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঘেষে দাঁড়িয়েছে। নালায় চোখ। পানিতে চকচকে কী যেন একটা জিনিস দেখতে পেল ও—গজাল? সারফেসে একটা ঢেউ তুলল। তারপর বাদামি তরলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফিচও দেখেছেন দৃশ্যটা। ফ্লেমথ্রোয়ারের ট্রিগারে আঙুল রেখে জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। ক্যাটওয়াকের কিনার দিয়ে উঁকি দিলেন। তেলতেলে পানিতে আবার বুদ্বুদ উঠল। ওটা কি সিল নাকি ইঁদুর সাঁতার কাটছে?

হঠাৎ পানি থেকে উঠে এল একটা দানবমূর্তি। ড. ফিচের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দানবের গায়ে অসংখ্য শুঁড়, বাতাসে কিলবিল করছে। ওটার হাঙরের মতো মুখে সারসার ধারালো দাঁত। কামড় মেরে ফিচের মুখ রক্তাক্ত করে তুলল। ফিনকি দিয়ে ছুটল রক্ত। চিৎকার দিয়ে উঠল ড্যান। দেখল দানবটার মাথা সুচের মতো সরু, মাথায় ধাতব-রঙা চুল। পেটটা ফোলা। ওঠানামা করছে। ফিচের লাশ পড়ে গেল নর্দমায়, হাত থেকে মেঝেতে খসে পড়ল ফ্লেমথ্রোয়ার।

ভয়ংকর প্রাণীটা ডাইভ দিল টানেলে বরফশীতল পানি ছিটিয়ে। অদৃশ্য হয়ে গেল সারফেসের নিচে। এমন সময় ক্যাটওয়াক ধরে ড্যানের দিকে ছুটে এল প্রেস ও লরা। দেখল ফিচের ক্ষতবিক্ষত লাশ ভেসে যাচ্ছে নর্দমার স্রোতে। দ্রুত চোখের

আড়াল হয়ে গেল মরদেহ।

ড্যান থরথর করে কাঁপছে। আতঙ্ক ও ভয়ে বিস্ফারিত চোখ। ফিচের ফ্লেমথ্রোয়ারটা তুলে নিল মেঝে থেকে।

'কোনোদিন ভাবিনি কাউকে আমার খুন করতে হবে।' মনমরা চেহারা নিয়ে বলল ড্যান। 'কিন্তু এখন—'

'না,' বাধা দিল প্রেস। 'ওভাবে চিন্তা কোরো না—ওতে মন খারাপ হবে। আমরা ওটার পিছু নেব। ওকে ধ্বংস করতেই হবে। ঝুঁকি না নিলে এ পৃথিবী আর আমাদের জন্যে বাসযোগ্য থাকবে না।'

'ঠিক আছে,' বলল লরা। ওর গা কাঁপছে তবে ফ্লেমথ্রোয়ারের স্টকে রাখা হাত নিষ্কম্প। 'আমি রেডি,' ড্যানের দিকে তাকাল। মাথা ঝাঁকাল সে। 'আমরা রেডি।'

ক্যাটওয়ে ধরে এগিয়ে চলল ওরা। নর্দমার আরো ভেতরে ঢুকে পড়ল। যত সামনে এগোচ্ছে ততই অন্ধকার লাগছে টানেল। ওয়াকওয়েতে শুধু ওদের নিশ্বাসের শব্দ, আর পায়ের নিচ দিয়ে বয়ে চলা নালার স্রোতের খলবলে জলরাশির আওয়াজ। এ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। ওরা ওয়াকওয়ের একটা মোড় ঘুরল।

'থামুন!' জরুরি গলায় বলল ড্যান। 'ওর উপস্থিতি টের পাচ্ছি। খুব কাছেই আছে ও। আমাদেরকে দেখছে। আমার ধারণা আমরা ওকে দেখতে পাচ্ছি না বলে মনে মনে হাসছে।' আতঙ্কিত শোনাল গলা। 'আমাদেরকে দেখছে ওর শিকার হিসেবে।'

প্রেস টর্চের আলো ফেলল টানেলের দেয়ালে, ক্যাটওয়াকে, নালায়। কিছুই চোখে পড়ল না। মেইন শ্যাফটের ছাদেও আলো ফেলল। ওখানে বিরাট বিরাট পাইপ ছাড়া কিছু নেই। আবার পানিতে আলো ফেলল প্রেস। ওদের ভাগ্য ভালো, ওপরে ওদের জন্যে ওঁৎ পেতে নেই সৃষ্টিছাড়া জীবটা।

কিন্তু সিল ছাদেই ছিল। ওখানে ঘাপটি মেরে বসে ওদের দেখছিল। প্রেস আবার টর্চের আলো ফেলল ছাদে। আধ-সেকেন্ডের জন্যে ওরা সবাই দেখতে পেল সিলকে। প্রেস বিদ্যুৎগতিতে ফ্লেমথ্রোয়ার থেকে আগুন ছুড়ল। কিন্তু সিল তার আগেই নালায় লাফিয়ে পড়েছে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে।

'মাই গড,' হাঁপিয়ে ওঠার মতো শ্বাস টানল ড্যান। 'এত দ্রুত ওর গতি!'

'আর আকারে বড়,' ভাবলেশশূন্য গলা প্রেসের। 'অনেক বড়।' তাকাল লরার দিকে। মাথা ঝাঁকাল লরা।

'ও, হ্যাঁ,' চেহারা শক্ত হয়ে গেছে ওর, 'ও গর্ভবতী।'

'কিসের শব্দ ওটা?' হঠাৎ বলে উঠল ড্যান। 'শুনতে পাচ্ছেন?'

স্যুয়েয়ার পাইপ থেকে অল্পদূরে হিসহিস একটা আওয়াজ হচ্ছে স্রোতের শব্দ ছাপিয়ে। ওদিকে ছুটে গেল ওরা শ্যাওলাভেজা ক্যাটওয়াক ধরে। আফটার-বার্নারের আলোয় দেখল কংক্রিটের দেয়ালের মেইন পাইপের পাশে নতুন একটা ফোকর।

এটা বিল্টমোর বয়লার-রুমের গর্তের চেয়ে ব্যাসার্ধে সামান্য ছোট। গর্ত দিয়ে মাটি আর পাথর উঠছে এখনো। বোঝাই যায় এদিক থেকে গেছে সিল। প্রেস ফ্রেমথ্রোয়ারের আগুন ছুড়ল গর্ত লক্ষ্য করে। তারপর নেমে পড়ল গর্তে।

ওর দেখাদেখি অন্যরাও। এটা একটা প্যাসেজওয়ে। এটা ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা সামনে। সামনে প্রেস, মাঝখানে লরা, পেছনে ড্যান।

'গেল কোথায় ওটা?' কালিগোলা অন্ধকারে প্যাসেজওয়েতে কিছুই ঠাহর করতে পারছে না লরা।

'জানি না,' বলল প্রেস।

প্যাসেজওয়ের শেষ মাথায় চলে এল ওরা। অন্ধকারে কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল লরা। 'আমরা কোথায় এসে পড়লাম রে, বাবা!' বলল লরা। সিধে হল ও। আলো জ্বালল। চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'ঈশ্বর! এ জিনিস কোত্থেকে উদয় হল?'

ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছে ভূগর্ভস্থ প্রকাণ্ড একটি গুহার সামনে।

৪১

গুহার মধ্যে ছোট, পাথুরে একটি চত্বর আছে। সিলের সন্তান জন্মদানের জন্যে আদর্শ স্থান। সে জানে দলটা এখনো তার পিছু ছাড়েনি। লুকোবার চমৎকার এই জায়গাটা হঠাৎ করেই পেয়ে গেছে সিল। চত্বরটা পাথুরে একটা দেয়ালের পাশে, অন্ধকার, মাটি থেকে দেখা যায় না। ওই বোকাগুলো ভাববে সে গুহার অনেক ভেতর সেঁধিয়েছে। টানেলের এদিকে তাকানোর কথা ওরা ভাববেই না। গুহায় ইঁদুর এবং আলবিনো গিরগিটির অভাব নেই কোনো।

প্রসববেদনায় মুখ বাঁকা হয়ে গেল তার, নিশ্বাস হয়ে উঠল ঘন এবং দ্রুততর। বাচ্চাটা পেটের মধ্যে আকারে বড় হয়ে উঠছে। সে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, হাঁ করে মুখ দিয়ে নিঃশব্দ চিৎকার বেরিয়ে আসছে। তার বুকের মাঝখানের ত্বক সমতল হচ্ছে আবার বিস্তৃত হচ্ছে। এরপর ফরফর করে ছিঁড়ে গেল চামড়া। তার বুকের খাঁচার হাড়গোড়গুলো ঝিকিয়ে উঠল, হাড়ের ভেতরের পদার্থগুলো গলতে শুরু করেছে, তৈরি করছে আলাদা খণ্ড, তারপর একএক করে পেট ঠেলে ওপরে উঠতে শুরু করল।

ওর বার্থ চ্যানেল বা যোনিদেশের পেশিতে খিঁচুনি শুরু হল, এক সেকেন্ড পর বিস্ফোরিত হল জায়গাটা, গায়ে হলুদ আঠালো পদার্থ নিয়ে তার বাচ্চা বেরিয়ে এল ওখান থেকে। একটি ছেলে। বুক দ্রুত ওঠানামা করছে সিলের, টের পেল তার সন্তান তার শরীরের পাশে গড়িয়ে পড়েছে এবং নিজেই সরে যাচ্ছে দূরে। শরীর একদম হালকা হয়ে গেল সিলের, সন্তানকে দেখছে। ছেলেটির গায়ে জরায়ুর রক্ত এবং রস লেগে আছে, চমৎকার সুগঠিত শরীর, দেখে মনে হবে মানুষের বাচ্চা। তবে সিলের সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে সে। এ মুহূর্তে সিলকে ভয় পাচ্ছে সে, লুকোতে চাইছে। ছেলেটি সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে জন্মেছে, তার মধ্যে রয়েছে জন্মগত খুনের নেশা। সিল জানে সন্তানকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তা করতে হবে না। কারণ তার সন্তান নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। এবং এ দক্ষতা সে অর্জন করেছে জন্মের পরপরই।

সিল আর পেছন ফিরে তাকাল না, অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। দুর্বল শরীরে শক্তি সঞ্চয় করা দরকার।

'অবিশ্বাস্য,' শ্বাস টানল লরা। 'আমি কল্পনাও করিনি এমন জিনিস এখানে দেখতে পাব। ওদিকে দ্যাখো।' সে ছোট ছোট আধডজন পুকুরের দিকে ইঙ্গিত করল। পুকুরের পানি ঘন, কয়লার মতো কালো। 'ওগুলো তেলের পুকুর হতে পারে আবার আলকাতরা হওয়াও বিচিত্র নয়—লা ব্রিয়া আলকাতরা খনির মতো। পুকুরগুলোতে কী আছে কে জানে।'

'ওর মধ্যে পা ফস্কে পড়ে গেলে খবর আছে,' মন্তব্য করল ড্যান।

'কী ওটা?' প্রেস ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল ডানদিকে। ওদিকে একটা শব্দ হয়েছে। আলোতে ঝিকিয়ে উঠল একজোড়া চোখ। ইঁদুর। কিচকিচ করে উঠল ইঁদুর, লুকিয়ে পড়ল প্রকাণ্ড একটি পাথরখণ্ডের আড়ালে।

ড্যান বড় একটা বোল্ডারের পেছনে আলো ফেলল। নুড়ি পাথর আর পলায়নপর কয়েকটা টিকটিকি ছাড়া কিছু পড়ল না চোখে। 'ও এখানে কোথাও থাকতে পারে।' বলল ও। 'কিংবা নাও থাকতে পারে। হয়তো সারফেসে যাবার কোনো রাস্তা আছে যা আমাদের চোখে পড়েনি।'

'তোমরা দুজনে এখানেই থাকো,' বলল প্রেস। 'আমি পেছনদিকটা ঘুরে দেখে আসি। নর্দমায় ও আবার ফিরে এসেছে কিনা কে জানে।'

'ফিরে এসেছে কি আসেনি বুঝবে কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল লরা।

'মাটিতে পায়ের ছাপ দেখে,' ব্যাখ্যা করল প্রেস। 'মাটিতে ওর পায়ের ছাপ থাকবে। আমি দুই মিনিটের মধ্যে আসছি। এখান থেকে কোথাও যাবে না, বুঝতে পারছ? আমি চাই না তোমরা কেউ নিখোঁজ হয়ে যাও। আলো জ্বালিয়ে রাখবে। কাজেই তোমাদেরকে খুঁজে পেতে সমস্যা হবে না আমার।' ফ্ল্যাশলাইট হাতে প্রেস চলল যে-পথ দিয়ে ওরা এসেছে সেই পথে।

ড্যান আলোর বৃত্ত ফেলে গুহার চারপাশটা দেখছে। ওর মন বলছে আশপাশে কিছু একটা আছে, ওর বামের দেয়ালের দিকটাতে। তবে যাই থাকুক, ওটা নিশ্চয় সিল নয়। ড্যান দেয়ালের দিকে পা বাড়াল।

'ড্যান, করছ কী তুমি?' ভয়ার্ত গলা লরার। 'এখানে চলে এসো!'

'আসছি এখুনি,' বলল ড্যান।

দেয়ালের ওপরে উঠে এল ড্যান। ইতস্তত করছে উঁকি দেবে কিনা ভেবে, কিচকিচ শব্দ শুনল একটা, তারপর হাড় চিবানোর কড়মড় আওয়াজ। এরপর আর কোনো শব্দ নেই। ড্যানের সামনে পাথুরে একটা চত্বর। সে চত্বরে হাতের ভর দিয়ে শরীরটাকে টেনে তুলল ওপরে। আরেকটা চত্বর চোখে পড়ল। ওখান থেকে শব্দটা আসছিল। ড্যানের মনে হচ্ছিল ওখানে কিছু একটা আছে। অনুভূতিটা এমন প্রবল, অগ্রাহ্য করা যায় না। পুরো শরীরের অর্ধেকটা চত্বরে টেনে তুলল ড্যান, উঁকি দিল এবং মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল চিৎকার।

ন্যাংটো, ছোট একটি ছেলে সরে গেল চত্বরের পেছনে, ড্যানের দিকে ভয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'ভয় পেয়ো না,' আদুরে গলায় বলল ড্যান। 'আমি তোমাকে মারব না।' শরীর আরো টেনে তুলতে চাইল ড্যান। পারল না। হাত বা পা রাখার জায়গা নেই।

'ড্যান!' ডাকল লরা। যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল কণ্ঠ। 'ড্যান, কী করছ তুমি? কোথায় তুমি?'

আরো দূর থেকে শোনা গেল প্রেসের উদ্বিগ্ন গলা, যোগ দিল লরার সঙ্গে। 'লরা, তোমরা ঠিক আছ তো?'

'লরা, আমি ঠিক আছি,' ড্যান নিচের দিকে মুখ করে চেঁচাল। 'এখানে একটা বাচ্চা আছে!' মুখ ঘোরালি বাচ্চার দিকে। থরথর করে কাঁপছে শিশু। ওকে আতঙ্ক নিয়ে দেখছে, বাচ্চাটার গায়ে আঠালো লালচে রঙের একটা পদার্থ। 'আমি আসছি এখুনি,' শান্ত গলায় বাচ্চাটাকে বলল ড্যান। 'কোথাও যেয়ো না। তোমাকে আমরা এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব।' যে চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে ড্যান, তার ওপর ফ্লেমথ্রোয়ারটা রাখল যাতে দুটো হাতই ব্যবহার করতে পারে। চত্বরের একপাশে সাবধানে সরতে শুরু করল ও, বাচ্চার কাছে যাবার রাস্তা খুঁজছে।

'ওখানে কী আছে বললে?' শোনা গেল লরার কণ্ঠ।

'আমি আলাদা রাস্তায় যাচ্ছি,' চেঁচিয়ে বলল ড্যান। 'এখান থেকে ওর কাছে যাবার উপায় নেই।'

'ড্যান, কোনোকিছু কোরো না?' নিচের আলোটা হঠাৎ নিভে গেল। ঠাস করে একটা শব্দ হল। 'তুমি না-জেনে কিছু করতে যেয়ো না! আমার টর্চ নিভে গেছে।'

'ওখানেই থাকুন, লরা। আমি আসছি এখুনি।' পাথুরে একটা বাঁক পেয়েছে ড্যান, সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। পাথরের কয়েকটা খাঁজ দেখতে পেল ও, সিঁড়ি হিসেবে দিব্যি ব্যবহার করা যায়। চত্বরে উঠে এল ড্যান, বাচ্চাটার দিকে এগোতে লাগল হামাগুড়ি দিয়ে। ওর হাতের আফটার-বার্নারের আলোয় সামনের কিছুটা অংশ আলোকিত। বাচ্চাটার ব্যাপারে তীব্র কৌতূহল জাগছে মনে। কার বাচ্চা ওটা? মাটির নিচের এই অভিশপ্ত গুহায় এল কী করে?

বাচ্চাটার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে ড্যান। বাচ্চাটা উঁউ করে উঠল। তারপর হাড় চিবানোর মড়মড় শব্দ। ভর দিয়ে ওঠার মতো একটা অবলম্বন পেয়ে গেল ড্যান। ওটাতে ভর করে উঠল। দেখল ওর দিকে পেছন ফিরে কিছু একটার ওপর ঝুঁকে আছে বাচ্চা। এখানকার বাতাস শীতল, স্যাঁতসেঁতে। বাচ্চাটার নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ড্যান গায়ের জ্যাকেট খুলে ফেলল। বাচ্চার গায়ে মুড়ে দেবে। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবে বাচ্চা। তারপর ওকে কোলে নিয়ে নিচে—

ঘুরল বাচ্চা। পাথর হয়ে গেল ড্যান। অল্পক্ষণ আগে বাচ্চাটাকে সে সদ্য-জন্ম-নেয়া শিশুর চেহারায় দেখেছে। বড়জোর হামাগুড়ি দিতে পারত। কিন্তু ওর সামনে

যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সে দিব্যি দু'পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। মাথা কাত করে দেখছে ড্যানকে। যেন বোঝার চেষ্টা করছে একটু আগে চত্বরের ওই পাশে যাকে দেখেছে সে আর এ লোক এক কিনা।

ড্যান আতঙ্ক নিয়ে দেখল বাচ্চার গায়ে যে পদার্থটাকে সে মাটি বা কাদা বলে ভেবেছিল, আদৌ তা নয়। ওটা রক্ত। জন্মের সময় শিশুর শরীরে মায়ের যে রক্ত লেগে থাকে এ সেই রক্ত। আর কড়মড় বা কচরমচর শব্দটি করছে বাচ্চা স্বয়ং। তার হাতে মুণ্ডুহীন, রক্তাক্ত একটা ইঁদুর। সে ইঁদুরের মুণ্ডু চিবাচ্ছে।

'স-সুন্দর বাচ্চা,' তোতলাতে লাগল ড্যান বাচ্চাকে হাত থেকে ইঁদুর ফেলে দিয়ে ওর দিকে এগোতে দেখে। 'যে-যেখানে আছ ও-ওখানেই থাকো, কে-কেমন?' পেছাতে শুরু করল ড্যান। কিন্তু বাচ্চাটা ওর দিকে এগিয়েই আসতে লাগল।

বাচ্চাটা এখন ওর কাছে থেকে মাত্র দুহাত দূরে।

মুখ হাঁ করল বাচ্চা, সড়াৎ করে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কালো, নোংরা, লম্বা একটা জিভ। আঘাত করল ড্যানকে। কাঁধের কাছে জামা ছিঁড়ে গেল ড্যানের, গরম লোহার ছ্যাঁকা খেল যেন ওখানটাতে। মুখ দিয়ে আর্তনাদ বেরিয়ে এল। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল ড্যান। চত্বরের কিনারা থেকে পিছলে গেল পা, ধপাস করে পড়ে গেল নিচের ঢালে। প্রচণ্ড ব্যথায় চোখে সর্ষেফুল দেখছে।

হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল ড্যান। ফ্লেমথ্রোয়ার এবং আফটার-বার্নার দুটোই হারিয়েছে। পাগলের মতো ওগুলো খুঁজতে লাগল।

ঠিক তখন নিচ থেকে ভেসে এল লরার চিৎকার। প্রেসের নাম ধরে চিৎকার করছে।

'কী হল?' চেঁচাল প্রেস। টর্চের ফিকে আলোয় পথ দেখে ছুটছে। কাজটা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। কিসের সঙ্গে যেন হোঁচট খেল ও। বড় একটা পাথর। হাতের চামড়া ছিলে গেল অনেকখানি কর্কশ মেঝের সঙ্গে ঘষা খেয়ে। সিধে হলো প্রেস। ব্যথা অনুভব করছে না। লরাকে খুঁজছে। 'লরা!' ডাকল ও। 'ড্যাম ইট, জবাব দাও! তুমি কোথায়? তোমার টর্চ কই?'

লরার গলা পাথুরে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল। 'প্রেস, ড্যান ঢালে উঠেছে। ওর কিছু একটা হয়েছে। আমি যাচ্ছি ওখানে।'

'না! যেখানে আছ সেখানেই থাকো— তোমার টর্চটা কই?' আফটার-বার্নারের আলো ফেলল প্রেস। আলকাতরার পুকুর। আরেকটু হলে ওটার মধ্যে পড়ে যেত। পুকুরের পাশে ছোট ছোট গর্ত। বাধ্য হয়ে চলার গতি মন্থর করল প্রেস।

'ওর সাহায্য দরকার, প্রেস। আমি এখানে খামোকা দাঁড়িয়ে থেকে—'

লরার কথা শেষ হল না, ছপাৎ করে একটা আওয়াজ হল। গালি দিয়ে উঠল লরা। ড্যানের চিৎকার শুনতে পেল প্রেস। ঢালের ওপর দিয়ে চিৎকার করছে।

‘ওহ্, গড, প্রেস!’ আতঙ্কিত গলা ভেসে এল লরার। ‘আমি আলকাতরার পুকুরে পড়ে গেছি। যিশাস, কী এটা?’

‘আমি ঠিক আছি!’ ড্যানের গলা কর্কশ শোনাল। ‘আলোটা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আবার খুঁজে পেয়েছি।’

‘তোমার কী হয়েছে?’ একসঙ্গে চেঁচাল প্রেস এবং লরা।

‘ওর বাচ্চা,’ চেঁচাল ড্যান। ‘ও সন্তান জন্ম দিয়েছে!’ হঠাৎ আতঙ্কিত শোনাল কণ্ঠ। ‘অ্যাই যা-ভাগ। ওহ্, গড, আমার ফ্লেমথ্রোয়ারটা কোথায়?’

প্রেস ওর ডানদিকে তাকিয়ে দেখল লরা আলকাতরার বড় একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে। পা ডুবে যাচ্ছে। প্রেস ওর দিকে ছুটল। কিন্তু লরা হাত নেড়ে ওকে আসতে নিষেধ করল। ‘আমাকে নিয়ে ভেবো না, প্রেস—আমি এ পুকুরে ডুবে মরব না। তুমি ড্যানের কাছে যাও। ওর সাহায্য দরকার।’

দ্বিতীয়বার বলতে হল না প্রেসকে। চরকির মতো ঘুরল সে, দৌড়াল ড্যানের উদ্দেশে। পাথরের ঢিবি বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে বারকয়েক পা হড়কাল। হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে আবার ছুটল। মাঝামাঝি উচ্চতায় উঠে এসেছে, শুনতে পেল ড্যানের উল্লাস।

‘পেয়েছি!’

প্রেসের মাথার ওপর ছোবল দিল আগুনের শিখা, ড্যানের ফ্লেমথ্রোয়ারের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। চোখ-ধাঁধানো লাল-কমলা আলো একমুহূর্তের জন্যে অন্ধ করে দিল প্রেসকে। সে ড্যানের টার্গেটকে দেখতে পেল। কিশোরদের মতো লম্বা সে, অবিকল সিলের প্রতিমূর্তি। ওটার মাথায় মেডুসার চুলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সাপের মতো হিলহিলে কতগুলো বিকট প্রাণী। প্রোয়িং ম্যানটিসের মতো ওটা লাফ দিল। অগ্নিশিখা ছোবল দিল ওটাকে। চিৎ হয়ে পড়ে গেল ভয়ংকর জীবটা। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। আবার পড়ে গেল। আবার উঠল। মুখ হাঁ করল সিলের ছেলে। বেরিয়ে পড়ল ক্ষুরধার দাঁতের সারি। ড্যান ফ্লেমথ্রোয়ারের ট্রিগার চেপে ধরল। ঝাড়া দুই সেকেন্ড আগুনের স্রোতে পোড়াল ওটাকে।

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল ওটা। চিৎ হয়ে পড়ে গেল। উঠে দাঁড়াল আবার। ড্যান মুখ ভেংচে ফ্লেমথ্রোয়ার আবার তাক করল ওটার দিকে। সিলের সন্তান বিদ্যুৎগতিতে ঘুরল, আলকাতরার পুকুরের তেলতেলে সারফেসের ওপর দিয়ে ছোটার চেষ্টা করল। কিন্তু কালো পুকুরের আঠালো পদার্থ চেপে ধরল ওটাকে। ড্যান ফ্লেমথ্রোয়ারের নজ্‌ল নিচু করল, তাক করেছে পুকুরে আটকা পড়া প্রাণীটার দিকে। আগুন ছুড়ল ফ্লেমথ্রোয়ার। দাউদাউ জ্বলে উঠল পুকুর। লেলিহান শিখা ঘিরে ধরল সিলের সন্তানকে। মরণ আর্তনাদ করে উঠল সে। কিন্তু পুকুর থেকে উঠতে পারল না, আগুন সর্বগ্রাসী খিদে নিয়ে ওকে গ্রাস করছে।

ভূগর্ভস্থ গুহা আগুনের লাল-কমলা আলোয় হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আঁতকে

উঠল ড্যান। 'প্রেস! আগুন লরার দিকে যাচ্ছে।'

প্রেস অবশ্য ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে লরার পাশে। আলকাতরার পুকুরে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে লরার দিকে। একটা হাত বাড়িয়ে দিল প্রেস। 'কাম অন, লরা। আমার হাত ধরো। আমি তোমাকে টেনে তুলছি।'

'ধ-ধরেছি!' আনন্দে কেঁদে ফেলল লরা প্রেসের কব্জি ধরতে পেরে। ওকে পুকুর থেকে টেনে তুলল প্রেস। শুকনো জমিনে বসিয়ে দিল। এলিয়ে পড়ল লরা।

প্রেস ঝুঁকল ওর দিকে। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'গড,' হাঁপাচ্ছে লরা, 'এখন বুঝতে পারছি মাছি ফ্লাইপেপারে আটকা পড়লে তার কেমন লাগে। ভয়ংকর!'

'যাক, উঠে তো এসেছ—'

'প্রেস, সাবধান!'

সিল! বিদ্যুৎগতিতে ঘুরল প্রেস। তবে ততটা দ্রুতগতি ছিল না। একজোড়া শুঁড় পেঁচিয়ে ধরল ওকে, টেনে নিয়ে চলল। প্রেস শুনতে পেল চিৎকার করছে লরা, 'ওকে ছেড়ে দে। ওকে ছেড়ে দে!'

প্রেসকে নাগপাশে বন্দি করেছে সিল। নড়তে-চড়তে পারছে না ও। ফ্লেমথ্রোয়ারটা হারিয়েছে আগেই, লরাকে পুকুর থেকে তোলার সময় মসবার্গ-৫৯০টা একটা পাথরখণ্ডের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছিল প্রেস। ওটা ঝুলছে এখনো সেভাবে। ইশ্... এভাবে অসহায়ভাবে মরতে হচ্ছে ওকে!

হঠাৎ অস্ত্রটার কথা মনে পড়ে গেল প্রেসের। ওর স্পেকওয়ার নাইফ। সিল চেষ্টা করছিল প্রেসের মুখে কামড়ে দিতে। প্রেস বারবার সরিয়ে নিচ্ছিল মুখ। সিলের কাঁটার খোঁচা খাচ্ছে ও বুকে। সে বেল্টের লুপ থেকে খুলে নিল ছুরি। ধারালো মিলিটারি ছুরি দিয়ে এক পোচে কেটে ফেলল সিলের শুঁড়।

ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল সিল, হটে গেল পেছনদিকে। কাটা শুঁড়টা খসে পড়ল মাটিতে। সিল আবার হামলা চালাল প্রেসের ওপর। ওটার গা থেকে ড্যাগারের মতো কাঁটা বেরিয়ে পড়েছে। সিল তার বাকি শুঁড় দিয়ে যদি আবার চেপে ধরতে পারে প্রেসকে, শরীরে বসিয়ে দিতে পারে ধারালো কাঁটা, প্রেসের আর রক্ষা নেই।

প্রেস দেখল সিল ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওর ওপর। হঠল না প্রেস, উল্টো ছুটে গেল সামনে। হাতের ছুরিটা সটান বসিয়ে দিল সিলের বুকে। ওর হার্ট কি ওখানে? হার্ট বলে কি আদৌ কিছু আছে সিলের? তবে আঘাতটা যে মোক্ষম জায়গায় পড়েছে, সিলের মৃত্যু-আর্তনাদ সেটা বুঝিয়ে দিল। এমন রক্ত-হিম-করা চিৎকার! এক মুহূর্তের জন্যে নিশ্চল করে দিল প্রেসকে।

সিল চিৎকার করতে করতে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল আগুনের পুকুরে। কিন্তু একই সঙ্গে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল প্রেসের গোড়ালি।

ভিনগ্রহের প্রাণীটা প্রেসকে পুকুরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, প্রেস প্রাণপণ চেষ্টা করছে মাটি আঁকড়ে ধরে থাকতে। কিন্তু হাতে যুৎসই কোনো অবলম্বন পাচ্ছে না। সরসর করে পুকুরের দিকে নেমে যাচ্ছে প্রেস। হঠাৎ ডান হাতে ঠেকল একটা পাথরখণ্ড। মরিয়া হয়ে ওটাকে আঁকড়ে ধরল প্রেস। তার একটা পা শুঁড়ে পেঁচিয়ে রেখেছে সিল, মুক্ত পা শূন্যে ছুড়ছে প্রেস। কিন্তু সিলের গায়ে লাথি লাগছে না। ও টের পাচ্ছে পাথরের অবলম্বন থেকে খসে যাচ্ছে হাত। প্রেস আর ধরে রাখতে পারছে না। আতঙ্কিত হয়ে দেখল মাটিতে পড়ে থাকা কাটা শুঁড়টা আকারে বড় হচ্ছে, ধীরে ধীরে জোড়া লেগে যাচ্ছে। একটু পরেই জোড়া লেগে যাবে শুঁড়। তখন কী করবে প্রেস?

ব্যথায় আগুন ধরে গেছে প্রেসের হাতে। আঙুল কেটে রক্ত বেরুচ্ছে, পিছলে যাচ্ছে হাত পাথর থেকে, প্রেস এগিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। চিৎকার দিতে মুখ হাঁ করল ও, এমন সময় ওর কাছে চলে এল লরা এবং ড্যান। ওর হাত ধরে ফেলল। টেনে তুলতে লাগল ওকে।

'না!' হাঁপিয়ে উঠল প্রেস। 'আমার সঙ্গে সঙ্গে ওটাও পুকুর থেকে উঠে আসবে।'

ভয়ে বিকৃত দেখাল ড্যানের চেহারা। তবে প্রেসের কব্জি ছাড়ল না, টানতেই থাকল। লরা ওর একটা হাত ধরে টানছে, সিল ঝুলে আছে একটা পা ধরে, নিজেকে মানুষ-রাবার মনে হল প্রেসের। টানের চোটে হাত আর পা ছিঁড়ে যাবে যেন। ব্যথায় নীল প্রেসের চেহারা।

হঠাৎ মাটিতে চকচকে একটা জিনিস দেখতে পেল প্রেস। ওর কমব্যাট ছুরি। হাত বাড়াল ওটার দিকে। কিন্তু নাগালের বাইরে ছুরি। ড্যান বুঝতে পারল প্রেস কী করতে চাইছে। সে প্রেসকে ধরে থেকেই ঝুঁকল সামনে, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ছুরি। তাকে কিছু বলতে হল না, সে পুকুরের কিনারে ঝুঁকে এল ছুরি হাতে, প্রেসের গোড়ালি পেঁচিয়ে থাকা শুঁড়ে কোপ দিতে লাগল। গলগল করে হলুদ-সোনালি রঙের তরল বেরুতে শুরু করল ক্ষত থেকে। গ্রাহ্য করল না ড্যান। সে আরো জোরে হাত চালাল। দ্রুত কয়েক কোপে দু'টুকরো করে ফেলল শুঁড়। কাটা শুঁড় দিয়ে ঝর্নার মতো বেরিয়ে এল তরল, ভিজিয়ে দিল ওদের তিনজনকেই। প্রেসের গোড়ালি থেকে খসে পড়ল শুঁড় নাইলনের খোলা রশির মতো।

সিল যখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, আর্তনাদ করছে, দাপাচ্ছে, প্রেস ততক্ষণে উঠে এসেছে জমিনে। সে লরার পিঠ থেকে টান মেরে খুলে নিল ফ্লেমথ্রোয়ার। তারপর আগুনের শিখা ছুড়ল মৃত্যুযন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকা ভিনগ্রহের প্রাণীটার দিকে। আগুনের শিখা টার্গেট ভেদ করল অব্যর্থ গতিতে। আগুন ধরে গেল সিলের গায়ে। ওটা ভয়ংকর চিৎকার করতে লাগল। তড়পাচ্ছে, দাপাচ্ছে। দেখতে দেখতে আলকাতরার পুকুরে সলিল সমাধি ঘটল ভয়ানক প্রাণীটার।

অবশেষে সমাপ্তি ঘটল সবকিছুর।

গুহার মধ্যে কোনোকিছু নড়ছে না, শুধু পুকুরে এখনো দাউদাউ জ্বলছে আগুন... আর একটা ইঁদুর গুহার অন্ধকার কোনায় বসে কুটকুট করে কামড়ে খাচ্ছিল সিলের কাটা শুঁড়।

গভীর দম নিল প্রেস, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে আলকাতরার পুকুরের দিকে। 'ওর সঙ্গে আমিও ডুবে মরতে পারতাম।' ড্যানের দিকে তাকাল ও। 'আবার, ধন্যবাদ, ড্যান।'

ড্যান দাঁত বের করে হাসল তার দুই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে। 'আমার এ নতুন কাজটা অপছন্দ হয়নি।' বলল সে। 'এর মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য আছে।'

প্রেস লরার হাত ধরল। 'চলো। এ নরক থেকে বেরিয়ে যাই।'

মাথা ঝাঁকাল লরা। পুকুরের দিকে তাকাল একবার। শিউরে উঠল। চেপে ধরল প্রেসের হাত।

'চলো।'

ওরা তিনজন পা বাড়াল মুক্ত পৃথিবীর দিকে, ভয়ংকর স্মৃতি পেছনে ফেলে।

অনীশ দাস অপুর

অন্যান্য অনূদিত বই

থ্রিলার

মর্নিং, নুন অ্যান্ড নাইট (সিডনি শেলডন)
দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস (সিডনি শেলডন)
ব্লাড লাইন (সিডনি শেলডন)
দ্য নেকেড ফেস (সিডনি শেলডন)
আদার সাইড অভ মিডনাইট (সিডনি শেলডন)

সায়েন্স ফিকশন

ইনভ্যাসন অব দ্য বডি স্ন্যাচার্স (জ্যাক ফিনি)

কিশোরদের জন্য অনূদিত সায়েন্স ফিকশন

অ্যালিয়েন ইনভ্যাসন (ক্রিস্টোফার পাইক)
ইনভ্যাসন অভ দা নো ওয়ানস (ক্রিস্টোফার পাইক)
অ্যাটাক অব দা জায়ান্ট ক্র্যাবস (ক্রিস্টোফার পাইক)
দ্য সিক্রেট পাথ (ক্রিস্টোফার পাইক)



জন্ম ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯। জন্মস্থান বরিশাল, পিতা প্রয়াত লক্ষ্মীকান্ত দাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে অনার্সসহ এম.এ করেছেন ১৯৯৫ সালে।

লেখালেখির প্রতি অনীশের ঝোঁক ছেলেবেলা থেকে। ছাত্রাবস্থায় তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক পত্রিকাগুলোতে ফিচার, গল্প এবং উপন্যাস অনুবাদ শুরু করেন। হরর এবং থ্রিলারের প্রতি তাঁর ঝোঁকটা বেশি। তবে সায়েন্স ফিকশন, ক্ল্যাসিক এবং অ্যাডভেঞ্চারধর্মী উপন্যাসও কম অনুবাদ করেননি। এ পর্যন্ত তাঁর অনূদিত গ্রন্থ সংখ্যা ৮০'র বেশি। তিনি বেড়াতে ভালবাসেন, তবে শহরের চেয়ে গ্রামই তাঁকে টানে বেশি। আড্ডা খুব একটা দেননা এ লেখক। অবশ্য অবসর খুব কমই মেলে তাঁর। যেটুকু অবসর পান ভালোবাসেন একমাত্র কন্যা পূজা পারমিতার সঙ্গে খুনসুঁটি করতে এবং কম্পিউটারে মেয়ের সঙ্গে মজার মজার কার্টুন দেখতে। যদি একটু বেশি অবসর মেলে বিশ্বসেরা হরর ছবিগুলো দেখেন, সঙ্গী করতে চান জীবনসঙ্গিনীকে। কারণ একা হরর ছবি দেখতে ভয় লাগে অনীশের। কিন্তু তাঁর অর্ধাঙ্গিনী হরর ছবি মোটেই ভালোবাসেন না। তখন লেখককে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে একাই...।

অনীশ লেখার পাশাপাশি সাংবাদিকতাও করেন। তবে লেখাই তাঁর মূল পেশা ও নেশা। তাঁর ভক্তদের জন্যে তিনি নিরলস অনুবাদ করে চলেছেন দুর্দান্ত থ্রিলার, গা কাঁপানো হরর, চমকপ্রদ সায়েন্স ফিকশনসহ আরও কত কী বই...!

প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ